উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৪ পৌষ ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 20 December 2024 Friday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 211 APD

টি২০-তে রিচার দ্রুততম অর্ধশতরান

পনেরোর পাতায়

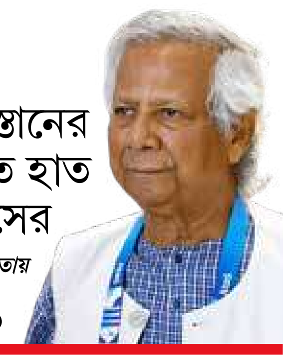

পাকিস্তানের হাতে হাত ইউনূসের

তেরোর পাতায়

উত্তরের খোঁজে

দুই বাংলার দুই আন্দোলন যখন আলো থেকে আঁধারে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বিদ্বেষের বাংলাদেশের কাগজে ক'দিন আগে দেখলাম শিরোনাম-- ভারত তুমি রিয়ালিটি মাইন্যে নাও।

আরেকটা শিরোনাম-- ভারতের কথা ও আচরণে মিল থাকতে হবে।

রিয়ালিটি মাইন্যে নাও মানে কী? আসলে বাস্তব মেনে নিতে বলা। কথা ও আচরণের ব্যাপারটা? আসলে কথায় ও কাজে মিল নেই।

ঢাকা বলতেই পারে, ভারতের অন্দরে সংখ্যালঘুদের উপর কি অত্যাচার হচ্ছে না? উত্তরপ্রদেশ, মুম্বই, হরিয়ানা, নয়াদিল্লি থেকে মুসলমানদের হেনস্তার কত খবর আসে! যোগী জমানায় তো বহু শহরের নাম বদলাল মুসলিম স্পর্শ থাকায়। কে দিব্যি দিল অন্য দেশ নিয়ে ভাবতে?

ভারতের অনেকে বোঝাতে চাইছেন, ৫৪ বছর আগে বাংলাদেশের যুদ্ধে আমরা কত সাহায্য করেছিলাম। ওপার বাংলা কি সব ভুলে গেল? ভারতে আর যাই হোক, সংখ্যালঘুদের প্রাণভয়ে কাঁটাতার পেরিয়ে, নদী সাঁতরে অন্য দেশে পালাতে হয় না এখনও। বিশৃঙ্খলার বাংলাদেশে যা নিয়মিত ছবি আজ।

পরিবর্তিত সমাজে হয়তো প্রসঙ্গটা অর্থহীন।

এখন অত বছর আগের উপকার মনে রাখার দিন শেষ। এখন প্রচুর ছেলেমেয়ে বাড়ি থেকে

এরপর দশের পাতায়

জখম বিজেপি সাংসদ প্রতাপচন্দ্র সারেঙ্গির পাশে রাহুল। নয়াদিল্লিতে।

গণতন্ত্রের মন্দিরে ধস্তাধস্তি

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : সংসদে ধাক্কাধাক্কি। যাতে মাথা ফাটে এক সাংসদের। অভিযোগ ওঠে, রাহুল গান্ধির ধাক্কায় পড়ে গিয়েছেন তিনি। বিরোধী দলনেতার বিড়ম্বনা বাড়ে বিজেপির এক মহিলা সাংসদের অভিযোগে। বলা হয়, রাহুলের উপস্থিতির কারণে 'অস্বস্তি' বোধ করেছেন ওই মহিলা। পালটা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। তামাম বিশ্ব দেখল গণতন্ত্রের মন্দিরের সেই 'অবাক চিত্র।'

দীর্ঘদিনের সাংসদ সৌগত রায়ের ভাষায়, 'এরকম ঘটনা আমার এত বছরের রাজনৈতিক জীবনে দেখিনি।' আম্বেদকর সম্পর্কে মন্তব্যকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র ক্ষমাপ্রার্থনা ও পদত্যাগের দাবিতে বুধবার থেকে একজোট ছিল বিরোধীরা। বিজেপি সাংসদরা বৃহস্পতিবার পালটা কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই আম্বেদকরকে অসম্মান করার অভিযোগে প্রতিবাদ শুরু করার পর ধুন্ধুমার বাধে।

'ইন্ডিয়া' জোটের শরিকরা তখন আম্বেদকরের ছবি হাতে জয় ভীম স্লোগান দিতে দিতে সংসদের বাইরে মকরদ্বারের দিকে এগোচ্ছিলেন। সেসময়ই শুরু হয় দু'পক্ষের বচসা। তারপর ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তি। তাতে সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গিয়ে বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সারেঙ্গির মাথায় চোট লাগে। বিজেপি অভিযোগ করে, রাহুলের ধাক্কায় পড়ে গিয়েছেন সারেঙ্গি। তাঁকে দেখতে রাহুল এগিয়ে গেলে সেসময় বিজেপির নিশিকান্ত দুবে চিৎকার করে ওঠেন, 'আপনি গুন্ডার মতো আচরণ করছেন।'

রাহুল বলার চেষ্টা করেন,

অভব্য আচরণে বিদ্ধ রাহুল

'সারেঙ্গিই আমাকে ধাক্কা মেরেছেন।' রাহুলের বিড়ম্বনা এখানেই শেষ নয়। নাগাল্যান্ডের বিজেপি সাংসদ ফ্যাঙ্গনন কন্যাক অভিযোগ করেন, 'রাহুল গান্ধি আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে যাওয়ায় আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। তারপরও উনি আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে থাকেন।' তিনি রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে সেই অভিযোগ জানান।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পালটা লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে নালিশ জানানো হয় যে,

এরপর দশের পাতায়

২৫ হাজার চাকরি নিয়ে ফের সংশয়

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : হাইকোর্টের পথেই কি সুপ্রিম কোর্ট? স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলা নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতির মন্তব্যে সেই জল্পনা উসকে উঠেছে। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চের মতে, যোগ্য ও অযোগ্যদের চিহ্নিত করা না গেলে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখা ছাড়া উপায় থাকবে না।

ফলে গত ২২ এপ্রিল হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বর রশিদির বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ২০১৬ সালের পুরো প্যানেলের ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি খোওয়ানোর সম্ভাবনা নতুন করে তৈরি হল। ৭ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানিতে বিষয়টি চূড়ান্ত হতে পারে। নিয়োগ খারিজে হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে রাজ্য।

শীর্ষ আদালতের আগের স্থগিতাদেশে এখনও ওই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা চাকরিতে বহাল আছেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের এদিনের পর্যবেক্ষণে আর নিশ্চিন্ত থাকার জো নেই কারও। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী এমন দুর্নীতির অভিযোগ কমবেশি সব রাজ্যে আছে বলে মন্তব্য করলে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'ডাল মে কালা হ্যায়, ইয়া সব কুছ হি কালা হ্যায়'।

নিয়োগে অনিয়ম প্রকাশ্যে আসার পরেও অযোগ্যদের চিহ্নিত না করে 'সুপারনিউমেরারি পোস্ট' (অতিরিক্ত পদ) তৈরি করায় প্রশ্ন তোলেন তিনি। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ সংরক্ষণ না করাতেও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এরপর দশের পাতায়

আলিপুরদুয়ারে শুটআউটে গ্রেপ্তার ডেভিল

দাবার বোড়ে ছিল বিশ্বদীপ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার রাতে শহরে শুটআউটের ঘটনা নিয়ে তদন্ত চলছে। আর নতুন নতুন তথ্য উঠে আসছে পুলিশের হাতে। যে ব্যক্তি গুলি চালিয়েছিল, সেই বিশ্বদীপ দাসের তো সেদিন রাতেই মৃত্যু হয়েছে গণপিটুনি খেয়ে। আর সেই ঘটনায় মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে আলিপুরদুয়ার শহরেরই এক বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মনোজ এলাকায় ডেভিল বলে পরিচিত। তার নামে এর আগেও একাধিক অভিযোগ উঠেছে। চলতি বছরের জুন মাসেই তো আলিপুরদুয়ার শহরতলির অসমগেট এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ডেভিলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ডেভিলের পাশাপাশি আরও কেউ এই ঘটনায় জড়িত কি না, সেটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' তদন্ত চলছে বলে পুলিশের আধিকারিকরাও বিষয়টি নিয়ে খুব একটা মুখ খুলতে চাইছেন না।

সেই রাতে বিশ্বদীপ সকলের চোখের সামনেই কৌশল্যা মাহাতোকে একদম সামনে থেকে গুলি করেছিল। তাহলে এক্ষেত্রে ডেভিলের ভূমিকা কী? পুলিশ বলছে, বিশ্বদীপ নামের সেই শিক্ষককে আসলে দাবার বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। কৌশল্যাকে খুনের ঘটনার পিছনে আসলে রয়েছে এলাকা দখলের লড়াই।

ঘটনার পর প্রথম প্রশ্ন উঠেছিল, বিশ্বদীপের মতো এক শিক্ষকের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র এল কোথা থেকে? পুলিশ জানিয়েছে, সেই ঘটনায় যে আগ্নেয়াস্ত্রটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি ডেভিলই দিয়েছিল তাকে। খুনের পরিকল্পনা করে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

কেন বেছে নেওয়া হয় বিশ্বদীপকে? প্রথমত, সে এলাকায় অপরিচিত মুখ। কারও সন্দেহ হবে না। সহজে ধরা পড়ার আশঙ্কাও ছিল না। এবার প্রশ্ন উঠছে, বিশ্বদীপ এমন কাজ করতে রাজি হল কেন? তদন্তকারীরা মনে করছেন, এজন্য

এখনও শুনসান সমাজপাড়া। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে।

তবে ডেভিলের সঙ্গে ওই শিক্ষকের কীভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠল তা বুঝে উঠতে পারছে না কেউ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশেষ করে যৌনকর্মীদের এলাকায় ক্ষমতা দখল নিয়ে ডেভিলের সঙ্গে কৌশল্যা ও তার ছেলের বিবাদ ছিল। পুরোনো বিবাদ সম্প্রতি বড় আকার নেয়। প্রতিশোধ নেওয়ার ছক কষছিল ডেভিল। তবে কিছু করে উঠতে পারছিল না। ফলে এলাকায় তার প্রভাবও কমছিল। উলটোদিকে কৌশল্যার প্রভাব বাড়ছিল। তারপরেই ডেভিল কৌশল্যাকে বিশ্বদীপের ব্রেনওয়াশ করা হয়। তাকে বোঝানো হয়, কৌশল্যাকে খুন করলে আসলে সেটা সমাজের জন্য মঙ্গলকর হবে। আর এই কাজের জন্য আগ্নেয়াস্ত্রটাও জোগাড় করে দেয় ডেভিল। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তকে পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে।

যৌনপল্লিতে কোন এলাকা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে, কোন রাস্তা দিয়ে বের হতে হবে, এমনকি কৌশল্যাকে চিনিয়ে দেওয়া, সব জানিয়ে-বুঝিয়ে দেওয়া হয় বিশ্বদীপকে।

হাসপাতালে নর্দমা দিয়ে জলের পাইপ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ডিসেম্বর : রোগী থেকে শুরু করে রোগীর পরিজন। বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে শুরু করে রান্নাঘর। জেলা হাসপাতালের সব জায়গায় রয়েছে পাইপবাহিত পানীয় জলের সুব্যবস্থা। তবে সেই জলের পাইপ নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালের বড় নর্দমার ভিতর দিয়ে। শুধু পানীয় জলের পাইপই নয়, বিদ্যুতের তারও নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওই নর্দমা দিয়েই।

বিষয়টি নজরে আসার পর হাসপাতালের কর্মীদের মধ্যেই জোর আলোচনা চলছে। যদিও লোহার পাইপ দিয়ে জল নিয়ে যাওয়ায় খুব একটা সমস্যা নেই বলে সাফাই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর।

এতদিন নাকি এসব জানাই ছিল না। সম্প্রতি তা নজরে আসে হাসপাতালের নর্দমা পরীক্ষা করতে গিয়ে। কয়েকদিন আগেই আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ থেকে হাসপাতালের নর্দমা পরিষ্কার করার টেন্ডার করা হয়। প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা খরচে হাসপাতালের বিভিন্ন নর্দমা পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত হয়। কয়েকদিন আগে সেই কাজ শুরু হয়েছে। তবে সেই কাজে অনিয়ম হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। বৃহস্পতিবার সেই কাজ পরিদর্শনে যান জেলা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। নর্দমা সংস্কারের বরাত পাওয়া ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে কথা বলার পর জানা যায়, বিভিন্ন জায়গায় নর্দমা পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, নর্দমার মধ্য দিয়েই পিএইচইর জলের পাইপ এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের তার গিয়েছে।

ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সুমন। তাঁর কথায়, '৩০-৩৫ বছর আগে এই কাজগুলো করা হয়।

এরপর দশের পাতায়

“ সিংহভাগ বাগানে দালালরাজ চলছে। যার সঙ্গে কিছু সরকারি কর্মী, আধিকারিক যুক্ত রয়েছেন। পিএফের টাকা তোলার প্রক্রিয়া চা শ্রমিকদের কাছে জটিল করে দিয়ে তাঁদের ঘোরানো হচ্ছে। আর এতে বাধ্য হয়ে শ্রমিকরা দালালদের খপ্পরে পড়ছেন। - **কিরসন খড়িয়া** *সদস্য, মজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি*

মজুর সমিতির অভিযোগ, যৌন হেনস্থা প্রতিকারের কমিটিও নেই

রুগ্ন বাগানে নিয়মকে উপেক্ষা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : ডুয়ার্সের রুগ্ন চা বাগানগুলি চালাতে রাজ্য সরকারের তৈরি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলল পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতি। বহু চা শ্রমিকের প্রভিডেন্ট ফান্ডের (পিএফ) টাকা কাটা হলেও তা অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ। বিষয়গুলি উল্লেখ করে বৃহস্পতিবার সমিতির তরফে অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, ডুয়ার্সের সিংহভাগ চা বাগানে ‘প্রিভেনশন অফ সেক্সুয়াল হ্যারাজমেন্ট কমিটি’ নেই বলেও অভিযোগ। যে কারণে বিভিন্ন অভিযোগ বাগানের মহিলারা সামনে আনতে পারছেন না।

এদিন স্মারকলিপি দেওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতির তরফে শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সংগঠনের অন্যতম সদস্য তথা সমাজকর্মী অনুরাধা তলোয়ার উপস্থিত ছিলেন। পিএফের টাকা তুলে দেওয়ার নামে বাগানগুলিতে দালালরা সঞ্চিত টাকার অর্ধেক নিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। এমনকি জীবিত চা শ্রমিকদের মৃত দেখিয়ে তাঁদের বিমার টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগও উঠে এসেছে এদিন।

সাংবাদিক বৈঠকে সমাজকর্মী অনুরাধা তলোয়ার। ছবি : সূত্রধর

অনুরাধার কথায়, ‘রাজ্য সরকারের নিয়ম কার্যকর করা যে সমস্ত আধিকারিকের দায়িত্ব, তাঁদের যেন অসহায় মনে হচ্ছে। সমস্যা নিয়ে গেলে সমাধানের বদলে তাঁরা অন্য আধিকারিকদের কাছে যেতে বলছেন। বিভিন্ন বাগানে চা শ্রমিকরা নিয়মিত মজুরি পাচ্ছেন না।’ তাঁর সংযোজন, ‘রাজ্যের এসওপি অনুযায়ী, যেসব চা বাগানের মালিক নিয়মিত শ্রমিকদের মজুরি কিংবা সুযোগসুবিধা দেবেন না, তাঁদের লিজের মেয়াদ বাড়বে না। কিন্তু অনেক বাগানে রাজ্যের এসওপি মানা হচ্ছে না। যা আধিকারিকরা দেখছেন না।’ এমন পরিস্থিতিতে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার মধু চা বাগারের শ্রমিকদের অভিযোগ, তাঁদের মজুরি কর্তৃপক্ষ আটকে রাখছে। বাগানে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্স খারাপ হয়ে পড়ে আছে। পিএফ কাটলেও জমা হচ্ছে না। তিন বছর ধরে এমনটা হয়ে আসছে। এসব সমস্যার কারণে অনেকে কাজের খোঁজে বাইরে চলে যাচ্ছেন।

মজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কিরসন খড়িয়ার কথায়, ‘সিংহভাগ বাগানে দালালরাজ চলছে। এতে সরকারি কর্মী, আধিকারিক যুক্ত রয়েছেন। পিএফের টাকা তোলার প্রক্রিয়া চা শ্রমিকদের কাছে জটিল করে দিয়ে তাঁদের ঘোরানো হচ্ছে। আর এতে বাধ্য হয়ে শ্রমিকরা দালালদের খপ্পরে পড়ছেন। কোনও শ্রমিকের এক লক্ষ টাকা তুলে দিলে, দালালরা পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে নিচ্ছে।’ তাঁর সংযোজন, ‘নিরক্ষর শ্রমিকদের মূলত টার্গেট করা হচ্ছে। শ্রমিকদের মৃত দেখিয়ে তাঁদের বিমার টাকা তুলে নেওয়ার ঘটনা এবছর চারটি হয়েছে। সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হব।’

কিশোরী বিক্রির মূল পাণ্ডাই অধরা

মালবাজার, ১৯ ডিসেম্বর : মাঝরাতে রাস্তায় কিশোরীর দরদাম করতে থাকা পাচারকারী দম্পতি পুলিশের জালে ধরা পড়লেও পাচারচক্রের মাস্টারমাইন্ড এখনও অধরা। মঙ্গলবার রাত তখন ১২টা। সূত্র মারফত নাবালিকা পাচারের খবর পেয়ে মালবাজার বাসস্ট্যান্ডে হানা দিয়েছিল মাল থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। পাচারকারী দম্পতি সহ ছোট একটি গাড়ি আটক করে নাবালিকাকে উদ্ধার করে তারা। বুধবার সকালে পাচারকারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর আদালতে তোলা হয়। আর নাবালিকাকে হোমে পাঠানো হয়। কিন্তু এই ঘটনার মূল দালাল এখনও অধরা।

ঘটনাটির তদন্তকারী অফিসার সামতান তামাং বলেন, ‘কেসটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েটিকে উদ্ধার করতে পেরেছি, এটা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়। তাকে হোমে পাঠানো হয়েছে। পাচারকারীদের আদালতে তোলা হয়েছে। মালবাজারের যে দালালের হাতে মেয়েটিকে তুলে দেওয়ার ফন্দি আঁটছিল ধৃত দম্পতি, তার খোঁজ চলছে।’

থানা সূত্রে খবর, গাড়িচালক শিবেন রায় ও সহকারী রাহুল হককে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে জানা গিয়েছে, এরাও পাচারচক্রে যুক্ত রয়েছে। দুজনেই মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা।

এধরনের ঘটনায় প্রশাসনকে আরও বেশি সজাগ হতে হবে। সঙ্গে প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত সবসময় তাঁরা যেন চোখ-কান খোলা রাখেন। একথা জানিয়ে আইনজীবী সুমন সিকদারের বক্তব্য, ‘বাচ্চাদের সারাদিনের গতিবিধির ওপর নজর রাখা খুব দরকার। লক্ষ্য রাখতে হবে তারা কী করছে, কোথায় যাচ্ছে। এর আগেও এমন প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েদের ধর্ষণ ও শারীরিক নিগ্রহের মতো ঘটনা ঘটেছে। সকলকেই আরেকটু বেশি সতর্ক ও সচেতন হতে হবে।’

ডুয়ার্সে এমন ঘটনা নতুন নয়। তাও এমন ঘটনা রুখতে তৎপরতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। আইনজীবী তানভির আলমের কথায়, ‘প্রত্যন্ত ডুয়ার্স এলাকাগুলির বহু বাগান থেকে তরুণীদের এমনই প্রলোভন দেখিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার খবর আসে আমাদের কাছে। তাদের মধ্যে এখনও বহু পরিবার সঠিক সুরাহা পাইনি। এমন সময় পুলিশের এই ভূমিকা সেই সকল পরিবারের পাশাপাশি আমাদেরও অনেকটা আশ্বস্ত করেছে।’

শুধু আইনজীবীরাই নন, ডুয়ার্সের সমাজসেবী, শিক্ষক মহল থেকেও সচেতনতা বৃদ্ধির দাবি উঠে এসেছে। এমন ঘৃণ্য কাজের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিকাশদেব রায়, মীনাক্ষী ঘোষরা জানিয়েছেন, পুলিশ চাইলে মূলচক্রী শীঘ্র তাদের জালে ধরা পড়বে।

রাজ্য সাব-জুনিয়ারে ডুয়ার্সের ১৪ জন

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : সাব-জুনিয়ার বয়েজ স্টেট হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপে আলিপুরদুয়ারের ১৪ জন খেলতে গেল। কামাখ্যাগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তারা গিয়েছে। ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ১৪ জনকে বাছাই করা হয়েছে এই দলে।

ওই প্রতিযোগিতা হবে ২০-২২ ডিসেম্বর হলদিয়ার সুতাহাটাতে। এই দলের সঙ্গে কোচ হিসেবে আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে গিয়েছেন রূপম রায় ও টিম ম্যানেজার সাগর বর্মন।

দলে থাকা বিকি দাস, অভিজিৎ রায় প্রমুখ বলেন, ‘রাজ্যে সাফল্য এনে দিয়ে জেলার মুখকে গৌরবাজ্জ্বল করার লক্ষ্যেই আমরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি। আমরা ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকায় থাকি। কিন্তু আলিপুরদুয়ারের আমাদের দুই কোচ রূপম রায় ও কিশোর মিঞ্জ যথেষ্ট সহযোগিতা করেন সারা বছর ধরে।’

এই দলের সঙ্গে যুক্ত প্রশিক্ষক কিশোর মিঞ্জ বলেন, ‘সারা বছর ধরে প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের জন্য আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করি এবং তাদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। চ্যাম্পিয়নশিপে আমরা আলিপুরদুয়ার জেলা চূড়ান্ত সফল হব এই আশা রাখছি। তবে আগামী দিনে আমরা সরকারি সহযোগিতা সহযোগিতা পেলে আরও অনেক ছেলেমেয়েকে প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হব।’ আলিপুরদুয়ার জেলা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অনিল তালুকদাদের কথায়, ‘আমরা চূড়ান্ত

হ্যান্ডবল

পর্যায়ে এই ১৪ জন সেরা প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে বাছাই করেছি। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য পাঠালাম। আশাকরি এই দল চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে ফিরবে।’

NOTICE INVITING TENDER

Name of the work : Construction of C.C. roads under Tufanganj Municipality NIT No. TUFANGANJ/05/2024-25 (2nd Call), ID : 2024_MAD_787177_1 & 2024_MAD_787177_2 Memo No-1216, dt. 18.12.2024. NIT No. TUFANGANJ/01/2024-25 (2nd Call), ID : 2024_MAD_787750_1 Memo No-1222, dt. 19.12.2024. NIT No. TUFANGANJ/04/2024-25 (2nd Call), ID : 2024_MAD_787776_1 & 2024_MAD_787776_2 Memo No-1223, dt. 19.12.2024. Start date of dropping tender-05.00 P.M. on 19.12.2024 to last date of dropping tender 05.00 P.M. on 26.12.2024. Tender opening date at 12.00 noon on 30.12.2024. Details will be available at office Notice Board & web portal **http://wbetenders.gov.in**

Sd/-
Chairman, Tufanganj Municipality
PO-Tufanganj, Dist-Cooch Behar

ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। ভালো মানের ডিজিটাল ক্যামেরা (ডিএসএলআর/মিররলেস) থাকা আবশ্যিক। যোগ্য প্রার্থীরা ২৫ ডিসেম্বর (২০২৪)এর মধ্যে নিজের তোলা পাঁচটি নমুনা ছবি সহ বায়োডাটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন। সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার

E-mail : jobs.uttarbanga@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

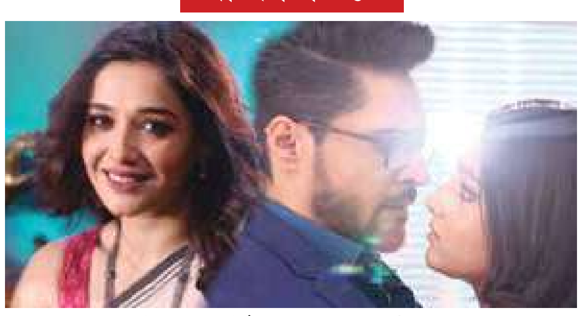

ঝোরার কারণেই কি ঝড় উঠবে ঋষি-ঝিল্লির জীবনে? **তেঁতুলপাতা** ১ ঘণ্টার মহাপর্ব বিকেল ৫.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ প্রতিশোধ, ২.৩০ তিনমূর্তি, বিকেল ৫.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, রাত ১২.০০ সোনার কেল্লা।

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সঙ্গী, দুপুর ১.০০ বন্ধন, বিকেল ৪.০০ খোকা ৪২০, সন্ধে ৭.৩০ সূর্য, রাত ১০.৩০ প্রতীক

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ দেবা, বিকেল ৪.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, সন্ধে ৭.৩০ গোলমাল, রাত ১০.৩৫ মজনু

কালার্স বাংলা সিনেমা : দুপুর ২.০০ আগুন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রতিভা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দায়বদ্ধ

জি সিনেমা : সকাল ১০.২৫ মিলি, দুপুর ১২.৫৫ ধমাল, বিকেল ৩.৪৩ মেন নাম্বার থার্টিন, ৫.৪৪ রাউডি নাম্বার ওয়ান, সন্ধে ৭.৫৫ পিন্ডম, রাত ১০.৫৫ ভাই- মেরা বিগ ব্রাদার

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৬ শূরবীর, দুপুর ১.১৬ জানোয়ার, বিকেল ৪.৫০ পুলিশগিরি, সন্ধে ৭.৩০ হলিডে-আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, রাত ১০.৩১ সিং ইজ কিং

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৩১ ইসি কা নাম জিন্দেগি, দুপুর ২.০৮ কর্তব্য, বিকেল ৫.০১ পুকার, সন্ধে ৭.৫৫ অল দ্য বেস্ট- ফান বিগিনস, রাত ১০.৩৫ স্টুয়ার্ট লিটল

স্টার মুভিজ : বিকেল ৩.৩০ টার্মিনেটর জেনিসিস, ৫.৩০ মনস্টার ট্রাকস, সন্ধে ৭.১৫ গডজিলা ভার্সাস কং- দ্য নিউ এম্পায়ার, রাত ৯.০০ দ্য মেগ, ১০.৪৫ রেসিডেন্ট এভিল - দ্য ফাইনাল চ্যাপ্টার

সোনি পিক্স এইচডি : দুপুর ১২.২৫ হোয়াইট হাউস ডাউন, ২.৪০ অ্যানাকোন্ডা, বিকেল ৪.১১ সুপারম্যান রিটার্নস, সন্ধে ৬.৫৩ ঘোস্টবাস্টার্স-আফটার লাইফ, রাত ৯.০০ দ্য মেকানিক, ১০.২৬ স্পাইডার ম্যান- হোমকামিং

বেশ করেছি প্রেম করেছি বিকেল ৪.৩০ **জলসা মুভিজ**

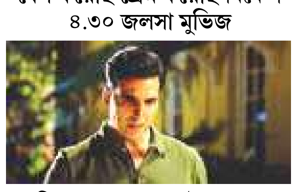

হলিডে- আ সোলজর ইজ নেভার অফ ডিউটি সন্ধে ৭.৩০ **অ্যান্ড পিকচার্স**

দ্য মেগ রাত ৯.০০ **স্টার মুভিজ**

স্নেক স্কোয়াড রাত ৯.০০ **সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। বিদেশে পাঠরত প্রিয়জনের সুসংবাদ প্রাপ্তি। **বৃষ :** কম্পিউটার কাজের সঙ্গে যুক্তদের নানা ক্ষেত্র থেকে উপার্জনের আশা। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক তৃপ্তি। **মিথুন :** বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি লাভ। ঈশ্বর বিশ্বাস গভীর হবে। **কর্কট :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। অহেতুক তর্কে জড়িয়ে পড়ে সমস্যায়। **সিংহ :** বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। কন্যার চাকরিপ্রাপ্তির সংবাদে আনন্দ। **কন্যা :** সামান্য কারণে আজ উত্তেজিত হওয়া কাজ নষ্ট করতে পারেন। দাম্পত্যে শান্তি। **তুলা :** অন্যায় কাজকে না বুঝতে পেরে সমর্থন করে ফেলতে পারেন। বিদ্যার্থীদের শুভ। **বৃশ্চিক :** কোনও কিছুর জন্যে আজ অনুতাপ করতে হবে। গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসায় ক্ষতি। **ধনু :** পৈতৃক সূত্রে লাভ হবে। নতুন জমি ক্রয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। **মকর :** কর্মক্ষেত্রে আপনার ভুলে সমস্যা বৃদ্ধি। হঠাৎ অতিরিক্ত ব্যয় হতে পারে। **কুম্ভ :** প্রতিবেশীর সঙ্গে হঠাৎ বিবাদ এবং মানসিক অশান্তি। মায়ে রোগমুক্তি। **মীন :** বাধাবিঘ্নের মধ্যে ব্যবসায় অগ্রগতি। বিলাসিতায় লাগাম না দিলে আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৪ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ২৯ অগ্রহায়ণ, ২০ ডিসেম্বর ২০২৪, ৪ পুহ, সংবৎ ৫ পৌষ বদি, ১৭ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৮, অঃ ৪।৫২। শুক্রবার, পঞ্চমী দিবা ১২।৪৯। মঘানক্ষত্র শেষরাত্রি ৬।৮। বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ৯।৩। তৈতিলকরণ দিবা ১২।৪৯ গতে গরকরণ রাত্রি ১।২৪ গতে বণিজকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, শেষরাত্রি ৬।৮ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১২।৪৯ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৮।৫৭ গতে ১১।৩৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।১৩ গতে ৯।৫৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ভূমিক্রয়বিক্রয়, দিবা ১২।৪৯ মধ্যে হলপ্রবাহ বীজবপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট এবং ষষ্ঠীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৪।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৬ গতে ৯।৩০ মধ্যে ও ১২।৩০ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৭ গতে ৬।১৯ মধ্যে।

পূর্ব রেলওয়ে
হাওড়া ডিভিসনে পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম

নং ঃ সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি-III, তাং. ১৮.১২.২০২৪

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি এসএলআর-এর জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **www.ireps.gov.in**-এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সমেত হস্তান্তরঅযোগ্য অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-নিলামের দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। ই-নিলাম পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য, **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একবার নথিভুক্তি বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের এছাড়াও ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। **নিলাম ক্যাটালগের বিশদ ঃ (১) নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৪-১২এফ। **ট্রেন ঃ** ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি এসএলআর। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা। HWH-494/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডিওয়াই. সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে জানুয়ারি’ ২০২৫ মাসের জন্য ইউনিট ভিত্তিক রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য নিম্নবিবরণ অনুযায়ী ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে :

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	জানুয়ারি’ ২০২৫	০২-০১-২০২৫, ১০-০১-২০২৫ ও ২১-০১-২০২৫

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	জানুয়ারি’ ২০২৫	০২-০১-২০২৫, ১০-০১-২০২৫ ও ২১-০১-২০২৫

কাটিহার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	জানুয়ারি’ ২০২৫	০২-০১-২০২৫, ১০-০১-২০২৫ ও ২১-০১-২০২৫

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এর মাধ্যমে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল্ ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে **অটোমেটিক টেলার মেশিন (এটিএম)**-এর জন্য **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং. ঃ এটিএম-০১-২০২৫। নিলাম শুরুর তারিখ ঃ ০২.০১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। মালদা ডিভিসনে অটোমেটিক টেলার মেশিন (এটিএম)-এর জন্য ই-নিলাম। এসইক্যিউ. নং.; লট নং /বিভাগ; স্টেশন** নিম্নোক্ত মতো হবে ঃ **এএ/১;** এটিএম-এমএলডিটি-বিইউপি-জেন-৩৫-২৪-১; বারিয়ারপুর। **এএ/২;** এটিএম-এমএলডিটি-এসবিজি-জেন-৪৪-২৪-২; সাহেবগঞ্জ। **এএ/৩;** এটিএম- এমএলডিটি-জিজিএ-জেন-২৮-২৪-১; ঘোগা। **এএ/৪;** এটিএম- এমএলডিটি- এমজেডসি-জেন-৩৯-২৪-১; মীর্জাচৌকি। **এএ/৫;** এটিএম-এমএলডিটি- বিএকেএ- জেন-২৫-২৪-১; বাঁকা। **এএ/৬;** এটিএম-এমএলডিটি- আরজেএল- জেন-৩১-২৪-১; রাজমহল। **এএ/৭;** এটিএম-এমএলডিটি- এসবিও-জেন-৪০-২৪-১; সবৌর। **এএ/৮;** এটিএম-এমএলডিটি- টিপিএইচ - জেন - ৪২ - ২৪ - ১; তিনপাহাড়। **এএ/৯;** এটিএম -এমএলডিটি - পিপিটি-জেন-৪৩-২৪-২; পীরপৈন্তি। **এএ/১০;** এটিএম-এমএলডিটি- এমএলডিটি-জেন-৩০-২৪-১; মালদা টাউন। **এএ/১১;** এটিএম-এমএলডিটি- জেআরএলই - জেন-৩৮-২৪-১; জঙ্গীপুর রোড। **এএ/১২;** এটিএম-এমএলডিটি- ডিজিএলই- জেন-২৭-২৪-১; ধুলিয়ানগঙ্গা। **এএ/১৩;** এটিএম-এমএলডিটি-এএইচএ-জেন-৩৩-২৪-১; অভয়পুর। **এএ/১৪;** এটিএম-এমএলডিটি- জিওডিএ -জেন-৩৬-২৪-১; গোড্ডা। **এএ/১৫;** এটিএম-এমএলডিটি- এমজিআর -জেন- ২৯-২৪-১; মুঙ্গের। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-168/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/৫০/এসআর.ডিএমএম/কেআইআর/পিইউবি/ই-টেন্ডার/২০২৪-২৫/০৬, তারিখ ঃ ১৬-১২-২০২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রম নং:১; টেন্ডার নং. : কেটি২৪৫৬০৫;

বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ০৬-০১-২০২৫ (১৪:৩০ টায়), পরিমাণ ঃ ৫৮ টি

সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১০৭/২০১৮ রেভ. ২.১ বা সর্বশেষ অনুসারে প্রেইন এমআইসি স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক সহ ভিএইচএফ ২৫ ওয়াট রেডিও, ক্ল্যাম্পিং সহ ক্ল্যাম্প ১.২৫ ইঞ্চি পাইপ পোল মাস্ট সহ এন্ড কানেক্টর (৩০ মিটার) হাই গেইন বেস অ্যান্টেনা সহ আই-লিড সংযোগকারী এলএমআর ৪০০ কো-অক্সিয়াল কেবল সহ ব্যাটারি চার্জার সহ পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট (১৩.৫ভি/১৫এ) ১২ভি/১০০এএইচ ভিআরএসএ ব্যাটারি এবং স্টে ওয়্যার ব্যবস্থা বেস স্টেশন ইউনিট -এর সরবরাহ এবং পরীক্ষা।

প্রেরক: এসএসই/টেলি/কাটিহার, এনএফআর (বিহার)।

দ্রষ্টব্য ঃ- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথিপত্রের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে **(www.ireps.gov.in)** লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০ -এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডিভিশনাল ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রঙ্গিয়ায় পৃথক প্রাথমিক খণ্ডের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৭-২০২৪-২৫ তারিখঃ ১৬-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** রঙ্গিয়া মণ্ডলের বিভিন্ন য়ার্ডে বিভি-II খণ্ডের প্রত্যেক লাইনের জন্য পৃথক প্রাথমিক খণ্ডের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার রাশিঃ** ২,৫৪,১২,৮৫৯.৪৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৭৭,১০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
“প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়”

রঙ্গিয়া মণ্ডলে টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরটি-আরটি-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১২-২৪-২৫ তারিখঃ ১৬-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার সংখ্যা. আরটি-আরটি-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১২-২৪-২৫ কাজের নামঃ** ডিইএন/II/ রঙ্গিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে ক্রস ওভার দৈর্ঘ্যের (টিএনসি থেকে টিএনসি) বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ। **টেন্ডার রাশিঃ** ৭৯,১৪,৭৪৫.৬১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৫৮,৩০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
“প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়”

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ১৬৫ - ১৬৭ -এমএলডিটি-২৪-২৫, তারিখ ১২.১২.২০২৪ (সিভিল অ্যান্ড পি. ওয়ে ওয়ার্কস)। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : **ক্র. নং. ঃ ১; টেন্ডার নং ঃ ১৬৫-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/ মালদার অধীনে সাহেবগঞ্জ স্টেশনে অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্মে পথিমধ্যে কোচে জল দেওয়ার সুবিধার ব্যবস্থা করার কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৩,২৪,০৯০.০২ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ২; টেন্ডার নং ঃ ১৬৬-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে ভাগলপুরে বিদ্যমান শান্টিং নেক-এর পাশে দুটি কোচিং স্টেবলিং লাইনের ব্যবস্থা করার পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে -র কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,১৭,১৫,৩০৩.৭৩ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ৩; টেন্ডার নং ঃ ১৬৭-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিইএন/II/ মালদা টাউনের আওতাধীনে এইএন/সাহেবগঞ্জ -এর অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/সাহেবগঞ্জ শাখায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ সাহেবগঞ্জ গুডস সাইডিং, এসএলজে গুডস সাইডিং, সকরিগলি গুডস সাইডিং, মহারাজপুর গুডস সাইডিং, মীর্জাচৌকি এবং করমটোলা গুডস সাইডিং প্রভৃতির ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৫,২৮,৪৮৩.৩০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.১২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে ক্র. নং. ১-এর জন্য ও ০৩.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে ক্র. নং. ২ ও ৩-এর জন্য। **ওয়েবসাইট ও নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps. gov.in** এবং ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস, মালদা টাউন। MLD-170/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, বয়স 30-45 পুরুষ বা মহিলা অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর : 9679967639. (C/114226)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি মিঠুন সাহা হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ির বাসিন্দা। আমার আসল দলিলটি হারিয়ে গেছে তার নম্বর 3205, রেজিস্ট্রেশন 2003, কেউ পেয়ে থাকলে 9832630661 নম্বরে যোগাযোগ করবেন। (C/114229)

অ্যাফিডেভিট

Service No 5003786X, (Assam Rifles), I am Bhakti Karjee, S/o Karma Singh Karjee. The name of my wife wrongly entered in my service record as Sujata Mochary in place of Sujata Karjee. By affidavit at Notary, Alipurduar Court on 19.12.2024, my wife’s name has been rectified from Sujata Mochary to Sujata Karjee. (C/113723)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
PUSHPA-2
(Hindi)
Time : 2.15 P.M. & 6.00 P.M.

Superhit 3rd week at
BISWADEEP
PUSHPA-2
Time : 12.30, 4.15, 7.45 P.M.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৭৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৭৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

WEST BENGAL STATE RURAL DEVELOPMENT AGENCY
Cooch Behar-II Division
Cooch Behar

The Executive Engineer (PIU-Head), WBSRDA Cooch Behar-II Division, invites E-tenders through E-Tendering Vide e-NIT No: WBSRDA/COB2/FLOODDAMAGE/11/2024-25, Details may be seen in **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
HPIU, WBSRDA, Cooch Behar-II Division
Cooch Behar

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রয়াত আইইএম ইউইএম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা

নিউজ ব্যুরো

১৯ ডিসেম্বর : চলে গেলেন আইইএম-ইউইএম গ্রুপের চ্যান্সেলার ও প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ডঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী। ইঞ্জিনিয়ারিং ও শিক্ষার জগতে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল রত্ন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং অটুট অঙ্গীকার ভারতের শিক্ষার মানচিত্রে সহায়ক হয়ে উঠেছে। আইইএম-ইউইএম গ্রুপ ডঃ চক্রবর্তীর পরিবার, সহকর্মী, ছাত্র এবং তাঁর সব অনুরাগীর প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে। তাঁর চলে যাওয়ায় অপূরণীয় ক্ষতি হল, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও অবদান ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পথ দেখাবে।

উৎসব শুরু

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার বড়দিন উৎসবের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন উত্তর পানিয়ালগুড়ি এলাকায় অবস্থিত ক্রাইস্ট দ্য কিং চার্চে। এদিন বিকেল ৫টা নাগাদ সেখানে ভার্চুয়ালি উৎসবের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক আর বিমলা, জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী, চার্চের ফাদার কমিটির সম্পাদক ফ্রান্সিস জেভিয়ার বাক্সলা সহ অন্যরা। এদিন চার্চ আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল এলাকার শিশুরাও। শিশুদের হাতে চকোলেট তুলে দেন জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর প্রমুখ। উৎসবের আমেজে মেতে উঠতে দেখা গেল সেই এলাকার বাসিন্দাদের।

ভিভোর ফোন

নিউজ ব্যুরো

১৯ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার কলকাতার হায়াত রেজেন্সিতে খোসলা ইলেক্ট্রনিক্স লঞ্চ করল ভিভো এক্স২০০ সিরিজ। ফোনটির অল ইন্ডিয়া রিলিজের আগেই কলকাতায় প্রথম লঞ্চ হয়। প্রথমদিনে ১০০টি ফোন বিক্রি হয়ে যায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রেরণা খোসলা গুপ্তা, ভনশিকা খোসলা এবং ডিজিএম (সেলস) ভিভো ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং আন্দামান ভাস্কর সেনগুপ্ত। প্রিমিয়াম গ্রাহক, ইনফ্লুয়েন্সার এবং টেক এনথুসিয়াস্ট এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেলফি জোন এবং একটি মজাদার ফোটোগ্রাফি ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৬টি ডেমো ফোনের সাহায্যে ফোনের একাধিক ফোটোগ্রাফিক ফিচারের ব্যবহার দেখানো হয়।

"MB"
Great Eastern™
We serve you best
PRESENTS
YEAR END SALE
NEWLY OPENED
KANKURGACHI
KANKURGACHI MORE
OPP. RANG DE BASANTI DHABA,
YES BANK & INDUSIND BANK
BEHALA
BESIDE BEHALA THANA
OPP. BAZAR KOLKATA
CASH BACK Upto 26000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI*
1 EMI* OFF
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT* GUARANTEE
BAJAJ FINSERV
kotak Kotak Mahindra Bank
HDB FINANCIAL SERVICES
IDFC FIRST Bank
LLOYD BLUE STAR LG SAMSUNG HITACHI Panasonic Godrej VOLTAS ONIDA Haier Carrier MITSUBISHI ELECTRIC
FREE WATER HEATER WORTH ₹6990
1.5 Ton - Inverter ₹ 30990
1.5 Ton - Inverter ₹ 36990
1.5 Ton - Inverter ₹ 36990
1.5 Ton - Inverter ₹ 31990
1.5 Ton - Inverter ₹ 36990
1.5 Ton - Inverter ₹ 33990
1.5 Ton - Inverter ₹ 34990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 35990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 44990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 42990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 35990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 44990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 39990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 40990
SAMSUNG
A16 5G (8/128) EMI 1499
S24 5G (8/256) EMI 2833
Apple16 (128) EMI 3329
Apple 16 Plus(128) EMI 3746
vivo
Y300 (8/128) EMI 1833
V40 E (8/128GB) EMI 2417
mi
MI 13C 5G(4/128) EMI 850
Note13 5G (8/256) EMI 1500
realme
C65 (6/128) EMI 1333
13 Pro+ 5G(8/256) EMI 1667
oppo
F27 5G (8/128) EMI 1750
Reno12 5G(8/256) EMI 2750
LG IFB Haier Godrej Panasonic
FREE Kettle
20 L ₹ 5990
20 L Conv. ₹ 10490
21 L Conv. ₹ 10790
23 L Conv. ₹ 11790
27 L Conv. ₹ 13490
30 L Conv. ₹ 14490
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

"MB"
Great Eastern™
We serve you best
SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier
24 LED TV ₹5990
32 HD LED ₹7190
32 SMART TV ₹8990
32 GOOGLE TV ₹9990
43 SMART TV ₹17990
43 GOOGLE TV ₹18390
43 4K GOOGLE TV ₹22990
43 4K QLED ₹25490
55 4K GOOGLE TV ₹30490
55 4K QLED ₹34990
65 4K GOOGLE TV ₹43990
75 4K GOOGLE TV ₹75990
LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier VOLTAS beko
2X STORAGE SPACE
FREE MIXI
180 L ₹13490
184 L ₹13990
190 L ₹14290
185 L ₹15990
187 L ₹15490
200 L ₹14990
187 L ₹18490
238 L ₹20990
235 L ₹21490
240 L ₹22490
242 L ₹23490
243 L ₹25990
240 L ₹22990
280 L ₹28990
368 L ₹47990
445 L ₹49990
401 L ₹57990
472 L ₹49990
564 L ₹56990
602 L ₹62990
650 L ₹75990
LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier VOLTAS beko
FREE IRON
6 KG - FL ₹23990
6.5 KG - FL ₹26490
7 KG - FL ₹26990
7 KG - FL ₹27990
8 KG - FL ₹32990
8 KG - FL ₹34490
9 KG - FL ₹34990
9 KG - FL ₹35490
10 KG - FL ₹40490
11 KG - FL ₹50490
13 KG - FL ₹58490
ZERO PRESSURE FILL TECHNOLOGY
FREE IRON
6 KG - TL ₹11990
6.5 KG - TL ₹12990
6.5 KG - TL ₹13490
7 KG - TL ₹13990
7.5 KG - TL ₹18290
8 KG - TL ₹18990
8.5 KG - TL ₹23990
9 KG - TL ₹22990
9.5 KG - TL ₹24990
10 KG - TL ₹23990
11 KG - TL ₹29990
Racold Haier KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS
3 L ₹2190
₹2990
10 L ₹4990
15 L ₹5490
25 L ₹6990
hp DELL Lenovo ASUS
Ryzen3 - 7320 | 8 GB | 512 SSD |15.6 | Win 11 & Office ₹31990
Ci3 12th Gen| 8 GB | 512 BK LIT |15.6 | Win 11 & Office ₹33990
Ci5 - 12th Gen | 8 GB | 512| BK LIT |15.6 | Win 11 & Office ₹42990
Ryzen5-5600H | 8 GB | 512 4GB RX6500M |15.6 | Win 11 ₹48490
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGER-BAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

ডাঃ সৌম্যজিৎ দত্ত।

আইএমএ’র পদে আলিপুরদুয়ারের সৌম্যজিৎ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ডিসেম্বর : চিকিৎসকদের সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (এইএমএ) রাজ্য কমিটির নির্বাচনে জয় পেয়েছে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ চিকিৎসক সংগঠন। বহুচর্চিত উত্তরবঙ্গ লবি সেখানে দাঁত ফোটাতে পারেনি। তবে নির্বাচনে জয় পেয়েছেন আলিপুরদুয়ারের চিকিৎসক সৌম্যজিৎ দত্ত।

এর আগে কোনও নির্বাচনে লড়ার অভিজ্ঞতা ছিল না সৌম্যজিতের। প্রথমবার ভোটে লড়াই করেই এই সাফল্য। বুধবার এই নির্বাচনের ফল জানাতেই অনেক রাত হয়ে যায়। সব পদের ফল ঘোষণার পর দেখা যায় প্যানেলে উত্তরবঙ্গ থেকে একমাত্র প্রতিনিধি সৌম্যজিৎ। রাজ্য সহ সভাপতির পদে জয় পেয়েছেন তিনি।

ভোটে জেতার পর খুশি সৌম্যজিৎ নিজেও। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, ‘আমাদের রাজ্য সভাপতি ডাঃ শান্তনু সেন আমাকে ভোটে দাঁড়ানোর প্রস্তাব দেন। সেই মোতাবেক একটু ভেবে সম্মতি জানাই। আমার সহকর্মী সবাই পাশে ছিল। আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল উত্তরবঙ্গের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলার। প্রায় সবার সমর্থন

উত্তরবঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি

পেয়েছি।’ এদিন সৌম্যজিৎ জানান, চিকিৎসকদের সুবিধায় বিভিন্ন কাজ করতে চান তিনি। চিকিৎসকদের বিভিন্ন দাবি নিয়েও সরব হবেন।

আইএমএ’র রাজ্য কমিটির দখল পাওয়া নিয়ে কম দলাদলি দেখা যায়নি চিকিৎসকদের মধ্যে। উত্তরবঙ্গ লবির এক সময় একচেটিয়া দাপট ছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের বাইরে অন্য কেউ নির্বাচনে লড়ার সাহসও দেখাতে পারতেন না। সেই অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। উত্তরবঙ্গ লবির অনেক চিকিৎসকই ছন্নছাড়া। অর্থাৎ, তাঁরা এখন আগের মতো একজোট নন। এই অবস্থায় তৃণমূলপন্থী গোষ্ঠী থেকে ভোটে দাঁড় করানো হয়েছিল সৌম্যজিৎকে। এই পছন্দের পিছনে কিছু কারণও রয়েছে। প্রায় সব চিকিৎসকের সঙ্গেই নাকি সৌম্যজিতের সুসম্পর্ক রয়েছে। সেই ফর্মুলায় জয় এল বলেই অনেকে মনে করছেন।

ডাঃ শান্তনু সেনদের যে প্যানেল হয়েছিল সেখানে রাজ্য সহ সভাপতি হিসেবে ১০ জন চিকিৎসক ছিলেন। দু’বছরের মেয়াদকালের এই বোর্ডে প্রতি বছর পাঁচজন করে সহ সভাপতি দায়িত্ব সামলান। সৌম্যজিৎ ২০২৬-২০২৭ বর্ষের জন্য সহ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর ঝুলিতে পড়েছে ৩৯৭টি ভোট। সৌম্যজিৎ পদ পাওয়ায় খুশি অন্য চিকিৎসকরাও। এদিন আইএমএ’র আলিপুরদুয়ার শাখার সম্পাদক ডাঃ যুধিষ্ঠির দাস বলেন, ‘এটা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। আলিপুরদুয়ার থেকে রাজ্য কমিটিতে একজন প্রতিনিধি থাকায় সুবিধা হল। সৌম্যজিৎ ভালো কাজ করবেন বলেই আমরা আশাবাদী।’

হাইকোর্টের স্টে অর্ডারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় বক্সায় ফের জট

পর্যটকদের রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ডিসেম্বর : বক্সায় পর্যটন নিয়ে ফের জটিলতা তৈরি হল। হাইকোর্টের স্টে অর্ডারের মেয়াদ শেষ হতেই ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালের রায় কার্যকর করতে শুরু করল বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ। ফলে বক্সা টাইগার রিজার্ভে অবস্থিত কোনও হোমস্টে, লজ বা রিসর্টে পর্যটকদের আনাগোনা নিষিদ্ধ করল বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ।

পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের দায়ের করা মামলায় গ্রিন ট্রাইবিউনাল যে রায় দিয়েছিল, আপাতত সেই রায়ই বলবৎ রাখছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ। ফলে ভরা পর্যটনের মরশুমেও কোনও পর্যটক বক্সার কোনও পর্যটনকেন্দ্রেই রাত্রিযাপন করতে পারবেন না। প্রায় আড়াই বছর আগে সুভাষ দত্তের দায়ের করা মামলায় বক্সায় সমস্ত হোমস্টে, হোটেল, রেস্তোরাঁ, রিসর্টকে অবৈধ ঘোষণা করে গ্রিন ট্রাইবিউনাল। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করেন হোমস্টে-রিসর্ট মালিকরা। হাইকোর্ট গ্রিন ট্রাইবিউনালের রায়ের উপর স্টে অর্ডার জারি করে। গত আড়াই বছর ধরে হাইকোর্টের সেই স্টে অর্ডারের জেরে বক্সায় পর্যটকদের থাকার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল না। কিন্তু, গত ৩০ নভেম্বর হাইকোর্টের সেই রায়ের মেয়াদ শেষ হয়। এবং চলতি মাসের ৩ এবং ৪ তারিখ হাইকোর্টে সেই মামলার শুনানি শুরু হয়। গত ১৬ তারিখেও সেই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১৬ তারিখের পরিবর্তে সেই শুনানি হয় ১৭ ডিসেম্বর। শুনানি চলাকালীনই ১৭ তারিখ রাত থেকে হোটেল, হোমস্টে, রিসর্ট মালিকদের নোটিশ ধরাতে শুরু করেছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ। নোটিশ ধরানোর পাশাপাশি বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন এলাকায় ওই নির্দেশিকা বলবৎ করতে পোস্টার লাগানোও শুরু করে দিয়েছে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, ‘ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালের রায় মেনে কাজ করছি। কারণ এতদিন হাইকোর্টের যে স্টে অর্ডার ছিল তার মেয়াদ শেষ হয়েছে। এখন সেই মামলার শুনানি চলছে। সুতরাং শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বক্সায় পর্যটকদের রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।’

এদিকে, এই মামলায় হাইকোর্টের পরবর্তী শুনানি রয়েছে ২৩ ডিসেম্বর। ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত বক্সায় কোনও পর্যটক না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হোটেল, হোমস্টে, রিসর্ট মালিকরা। তবে, ২৩ তারিখের শুনানি শেষে কোনও সিদ্ধান্ত না হলে বক্সার পর্যটন ব্যবসায়ী মহল বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে।

রাজাভাতখাওয়া হোমস্টের মালিক লালসিং ভুজেল বলেন, ‘রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী, লেপচাখা সহ সব জায়গায় পর্যটকদের রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ করেছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ। আমরা আগামী ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত বক্সায় কোনও পর্যটক রাখছি না। কোনও সুরাহা না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হব।’

এদিকে, বক্সা টাইগার রিজার্ভের নির্দেশে ক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছে বক্সার বিস্তীর্ণ এলাকায়। পরিস্থিতি যাতে নাগালের বাইরে না যায় সেদিকে নজর রাখছে বিভিন্ন সংগঠন। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি পার্থসারথি রায় বলেন, ‘আমরা ২৩ তারিখের শুনানির দিকে তাকিয়ে রয়েছি।’

এসব জটিলতায় মাঝখান থেকে ফাঁপরে পড়েছেন পর্যটকরা। কলকাতা থেকে বক্সায় বেড়াতে এসেছিলেন প্রবীর রায়। আগে থেকে এব্যাপারে কিছুই জানতেন না তিনি। বললেন, ‘আমরা জয়ন্তী বেড়াতে এসে খবরটি শুনতে পেলাম। বিষয়টি খুবই খারাপ লাগল। এই এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের উৎসই তো পর্যটনশিল্প। তা নিয়েই সমস্যা।’

> ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালের রায় মেনে কাজ করছি। কারণ এতদিন হাইকোর্টের যে স্টে অর্ডার ছিল তার মেয়াদ শেষ হয়েছে।
>
> **-হরিকৃষ্ণন পিজে** *ডিএফডি বক্সা টাইগার রিজার্ভ*

> আমরা আগামী ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত বক্সায় কোনও পর্যটক রাখছি না। কোনও সুরাহা না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হব।
>
> **-লালসিং ভুজেল** *হোমস্টের মালিক*

আদালতে

- প্রায় আড়াই বছর আগে পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত মামলা করেছিলেন
- সেই মামলায় বক্সার সমস্ত হোমস্টে, হোটেল, রেস্তোরাঁ, রিসর্টকে অবৈধ ঘোষণা করে গ্রিন ট্রাইবিউনাল
- সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করেন হোমস্টে-রিসর্ট মালিকরা
- হাইকোর্ট গ্রিন ট্রাইবিউনালের সেই রায়ের উপর স্টে অর্ডার জারি করে
- গত আড়াই বছর ধরে তাই বক্সায় পর্যটকদের থাকার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল না
- গত ৩০ নভেম্বর হাইকোর্টের সেই রায়ের মেয়াদ শেষ হয়
- এখন আবার হাইকোর্টে শুনানি শুরু হয়েছে

ভোট ফেরাতে পাড়া বৈঠকে জোর ঘাসফুলের

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৯ ডিসেম্বর : গত লোকসভা নির্বাচনে ফালাকাটায় গ্রামীণ বেশ কয়েকটি বুথে পিছিয়ে পড়েছিল ঘাসফুল শিবির। সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ এলাকায় বিজেপিকে খুব সামান্য ভোটে লিড দেয় শাসকদল। কিন্তু কেন বুথগুলির এই পিছিয়ে পড়া? কারণ অনুসন্ধানে এবার পাড়া বৈঠক শুরু করল ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। নতুন বছরের গোটা জানুয়ারি মাস ধরেই এই কর্মসূচি চলবে। গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সঞ্জয় দাসের নেতৃত্বে এই বৈঠকগুলি ডাকা শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানে স্থানীয় ভোটাররা যাতে অংশগ্রহণ না করেন, সেদিকেও খেয়াল রাখছে তৃণমূল।

কেন এমন পদক্ষেপ জানতে চাইলে গ্রামীণ ব্লক সভাপতির উত্তর, ‘আমাদের মূল লক্ষ্য, ২০২৬-এর বিধানসভার আগে দলকে আরও শক্তিশালী করে তোলা। তার জন্য কোন বুথে কেন আমরা পিছিয়ে ছিলাম তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পাড়া বৈঠকে জোর দেওয়া হচ্ছে। যাতে বিরোধীরা বুথে একজন কর্মীও খুঁজে না পান।’

ফালাকাটা শহর পুরসভা হবার পরেই গ্রামীণ ও টাউন ব্লক কমিটি গঠন করে তৃণমূল কংগ্রেস। গত লোকসভায় পুরসভার ৪৯টির মধ্যে বেশিরভাগ বুথেই বিজেপির থেকে পিছিয়ে গিয়েছে তৃণমূল এবং ফালাকাটা গ্রামীণ এলাকায় বুথ আছে ১৭৯টি। এর মধ্যে লোকসভা ভোটে ৬৭টি বুথে পিছিয়ে পড়ে তৃণমূল। গোটা গ্রামীণ এলাকায় মাত্র ২ হাজার ৮০০ ভোটে বিজেপিকে লিড দেয় তৃণমূল। লোকসভায় গ্রামীণ এলাকায় লিড পেলেও ৬৭টি বুথেই পিছিয়ে ছিল ঘাসফুল।

গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল সূত্রে খবর, পিছিয়ে পড়া বুথগুলির সভাপতি, অঞ্চল সভাপতি সহ গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের নিয়ে পাড়া বৈঠক করা হচ্ছে। সেখানে একেবারে ভোটার তালিকা ধরে ধরে কোন ভোটার কাদের ভোট দিয়ে থাকতে পারে সেই সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়। এমনকি যুব ভোটাররা কোন দিকে ঝুঁকছেন তারও বিশ্লেষণ চলে। পাশাপাশি এলাকার কোন মহিলা বিজেপির মিটিং-মিছিলে যাচ্ছেন, সেদিকেও খেয়াল রাখছে তৃণমূলের মহিলা টিম। তাঁদের তৃণমূলে ফেরানোর পরিকল্পনা ও পরামর্শ দিচ্ছে দল।

ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী তনুশ্রী রায়ের বক্তব্য, ‘মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ছাত্রীদের কন্যাশ্রী ও সহ বিভিন্ন স্কলারশিপ দিচ্ছে আমাদের সরকার। তা সত্ত্বেও গ্রামীণ এলাকায় কয়েকটি বুথে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। সেখানে মহিলা ভোটাররা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সেই ভোট আমাদের বাক্সে কতটা আসছে তার অনুসন্ধান চলছে। পাড়া বৈঠকে স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে এসে দলকে মজবুত করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।

তৃণমূলের পাড়া বৈঠককে কেন্দ্র করে অবশ্য বিরোধীদের কটাক্ষ আসতে বেশি দেরি হয়নি। বিজেপির জেলা সভাপতি মনোজ টিগ্গার আক্রমণ, ‘লোকসভা ভোটের মতো আগামী বিধানসভাতেও আমরাই সাফল্য পাব। তারজন্য মাটি আমরাও শক্ত করে ফেলেছি। জেলায় তৃণমূল যতই বৈঠক করুক, জনসাধারণ আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন।’

কারণ খুঁজতে

- কেন গ্রামীণ বুথে তৃণমূল পিছিয়ে পড়ে তার বিশ্লেষণ চলবে
- স্থানীয় মহিলাদের ভোটে বিরোধী বাক্স ভরছে কি না, তার অনুসন্ধান
- এলাকার যুবসমাজের ঝোঁক কোনদিকে, তা বোঝার চেষ্টা
- বিরোধীদের অভিযান যাতে কর্মী টানতে না পারে, সেদিকে নজর

কাজের সূচনা করছেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মানিক রায়।

জলপ্রকল্পের কাজ শুরু স্কুলে

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৯ ডিসেম্বর : ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোদকপাড়ায় বাড়ি বাড়ি নলবাহিত পরিস্রুত পানীয় জল পরিষেবা এখনও চালু হয়নি। এর পাশাপাশি রমেশচন্দ্র অতিরিক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) জল পরিষেবা নেই। দীর্ঘদিন ধরে নলকূপের জলই ভরসা পড়ুয়াদের। ওই জল দিয়েই মিড-ডে মিলের রান্না করা হয়। এজন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকরা কিছুদিন আগে জেলা পরিষদের কাছে পরিস্রুত পানীয় জলপ্রকল্পের দাবি করেন। এবার সেই দাবি পূরণ হতে চলেছে। জেলা পরিষদের তরফে বৃহস্পতিবার আট লাখ টাকা ব্যয়ে পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। এতে খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকরা। অভিভাবক মিলন মোদক বলেন, ‘এবার থেকে স্কুলে পানীয় জলের আর কোনও সমস্যা থাকবে না। পড়ুয়ারা পরিস্রুত জল পাবে। বাড়ির জন্যও আমরা এই জল নিতে পারব।’

এদিন এই জলপ্রকল্পের কাজের সূচনা করেন জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মানিক রায়। তিনি বলেন, ‘এক মাসের মধ্যে এই জলপ্রকল্পের কাজটি সম্পন্ন হবে। এখানে পরিস্রুত জলের পাশাপাশি গরমকালে ঠান্ডা জল পাওয়া যাবে। এতে স্কুলের পাশাপাশি আশপাশের এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন।’ জেলা পরিষদ সূত্রে খবর, এই পানীয় জলপ্রকল্পের জন্য ৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৯৯ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এলাকার মধ্যে এই স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা বেশি। প্রাকপ্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ১২৪ জন পড়ুয়া আছে সেখানে।

প্রধান শিক্ষক অখিল সরকারের কথায়, ‘এতদিন আমাদের স্কুলে পরিস্রুত জলের ব্যবস্থা ছিল না। নলকূপের জলই ভরসা ছিল। মিড-ডে মিলের রান্না হত ওই জল দিয়েই। পিএইচইর পরিষেবাও নেই। তাই জেলা পরিষদ থেকে এই জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ায় আমরা খুশি।’

তবে প্রকল্পটি স্কুলের জন্য হলেও আশপাশে এলাকায় যেহেতু এখনও পিএইচইর পরিষেবা চালু হয়নি তাই স্থানীয়রা স্কুল থেকে এই জল নিতে পারবেন। আর এতে খুশি এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকাবাসী পুণ্যচন্দ্র মোদক বলেন, ‘এলাকায় পানীয় জলের দাবি দীর্ঘদিনের। জেলা পরিষদ থেকে এবার সেই দাবি পূরণ করায় আমরা খুশি। স্কুলের পড়ুয়াদের পাশাপাশি আমরাও ওই জল ব্যবহার করতে পারব।’ এলাকাবাসী রাজকুমার দাস, দুর্গা মুন্ডাদের গলায়ও একই সুর।

কামাখ্যাগুড়িতে দাম কমছে আলুবীজের

মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকার মতো কামাখ্যাগুড়িতে পুরোনো আলুবীজের দাম কমে যাওয়ায় মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের। এবছর অনেক চাষি হিমঘরে থাকা নিজস্ব আলুবীজ দিয়েই চাষ করার ফলে বীজের দাম অনেকটাই কমে গিয়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। শুধু তাই নয়, আলুবীজ ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, আলিপুরদুয়ারের বাইরে বিভিন্ন এলাকার নিম্নমানের আলুবীজ উন্নতমানের বীজের প্যাকেটে ভরে বাজারে কম দামে বিক্রি করায় দাম এতটা কমে গিয়েছে। অন্যদিকে, বীজের দাম কমে যাওয়ায় অনেকে নতুন করে আলু চাষ শুরু করেছেন। কামাখ্যাগুড়ির আলুবীজ ব্যবসায়ী সুজিত দেবনাথের কথায়, ‘আলুবীজের দাম কমে প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে আমার লক্ষাধিক টাকার লোকসান হয়েছে।’

এবিষয়ে মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।’

অন্যদিকে, বীজের দাম কমা প্রসঙ্গে স্থানীয় আলুচাষি রতন বর্মন বলেন, ‘শুরুতে আলুবীজের দাম এত বেশি ছিল যে আমি চাষ করব না বলেই স্থির করেছিলাম। এখন দাম কমে যাওয়ায় আমি তিন বিঘা জমিতে আলু চাষ করছি।’

চাষিদের পাশে দাঁড়িয়ে কুমারগ্রাম ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা রাজীব পোদ্দার বলেন, ‘আলিপুরদুয়ারের বাইরেও যদি কোথাও উন্নতমানের আলুবীজের প্যাকেটে নিম্নমানের আলুবীজ বিক্রির অভিযোগ কৃষকরা করেন সেক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।’ তাঁর আরও সংযোজন, ‘গত বছর ভুট্টার দাম ভালো পাওয়ায় এ বছর কৃষকরা ভুট্টা চাষে উৎসাহিত হয়েছেন। তাই আলু চাষে কিছুটা কমেছে। এখনও আলু চাষের অনেকটা সময় আছে। আলু চাষের কোথাও কোনওরকম সমস্যা হলে কৃষি দপ্তর সবসময় পাশে রয়েছে বলে তিনি জানান।

আলুচাষিদের একাংশের অভিযোগ ছিল, কামাখ্যাগুড়ি এলাকায় কিছুদিন আগেই আলুবীজের দাম ছিল ৩০০০-৩২০০ টাকার মধ্যে। আলুবীজের দাম এতটা বেশি হওয়ায় কামাখ্যাগুড়ির অনেক আলুচাষি ধূপগুড়ি থেকে বীজ কিনে এনেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে কুমারগ্রাম ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা বাজারে অভিযান চালান। যেদিন অভিযান চালান সেদিন থেকেই আলুবীজের বাজারদর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে আসে। কামাখ্যাগুড়ির আলুচাষি শিবু রায় বললেন, আলুবীজের দাম কমে যাওয়ায় আমি পাঁচ বিঘা জমিতে আলু চাষ করব। আলুবীজের দাম বেড়ে যাওয়ায় আমরা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। নকল আলুবীজ সম্বন্ধে ধূপগুড়ি থেকে বীজ আনা এক কৃষক প্রসেনজিৎ সরকার বলেন, ‘ধূপগুড়ি থেকে আলুবীজ এনেছি। বীজের মান যথেষ্ট উন্নত। নকলের কোনও প্রশ্নই নেই।’ জেলার বাইরের ব্যবসায়ীরা নিম্নমানের আলুবীজ নকল প্যাকেট করার বিষয়টি সম্পূর্ণ নস্যাৎ করেছেন। তাঁদের সাফ জবাব, আমরা কখনও নকলজাত করে আলুবীজ বিক্রি করি না। আমাদের ব্যবসা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে এসব বাজে কথা বলছে। আমাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ কৃষকরা কখনোই করেন না।

সমস্যা যেখানে

- পঞ্জাবের উন্নতমানের বিভিন্ন ধরনের আলুবীজ প্রতি ৫০ কেজি বস্তার দাম ২৩০০-২৮০০ টাকা
- এখন পঞ্জাবের উন্নতমানের সেই আলুবীজ বিক্রি হচ্ছে ১১০০-১৫০০ টাকায়
- কামাখ্যাগুড়িতে কিছুদিন আগে আলুবীজের দাম ছিল ৫০ কেজির বস্তা ৩০০০-৩২০০ টাকা
- কুমারগ্রাম ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তার বাজার অভিযানের পর বীজের বাজারদর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে আসে

মাপজোখ

সোনাপুর, ১৯ ডিসেম্বর : সলসলাবাড়ি ফালাকাটা মহাসড়কের কাজ চলছে জোরকদমে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের ঘরঘরিয়ায় মহাসড়ক থেকে আলিপুরদুয়ার শহরে যাওয়ার আন্ডারপাস তৈরি হবে। ওই মহাসড়ক ঘরঘরিয়ায় কোচবিহার সীমানায় প্রবেশ করবে। তবে ঘরঘরিয়া থেকে পূর্ত দপ্তরের রাস্তা ধরে আলিপুরদুয়ার শহরে আসা যাবে। সেজন্য ঘরঘরিয়ায় তৈরি হবে আন্ডারপাস এবং দুটো সার্ভিস রোড। বৃহস্পতিবার সেজন্য মাপজোখ শুরু করেন ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীরা। কয়েকদিনের মধ্যেই ওই জায়গায় নির্মাণকাজ শুরু হবে।

শিবির

কুমারগ্রাম, ১৯ ডিসেম্বর : শিশু ও নারী পাচার এবং নেশামুক্ত সমাজ গড়তে চা বাগানের শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দাদের সচেতন করার পাশাপাশি তাঁদেরকে আর্থিক স্বনির্ভরতার দিশা দেখাতে সামাজিক শিবির করল এসএসবি। বৃহস্পতিবার সংকোশ চা বাগানের ঝিরগা লাইনে আয়োজিত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের এসএসবি কমান্ডান্ট কেএম দেবশর্মা, চা বাগানের বরিষ্ঠ শ্রমকল্যাণ আধিকারিক পলাশকান্তি করণ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা উজ্জ্বালি ওরাওঁ, সমাজকর্মী নারায়ণ মাহালি সহ অন্যরা।

জেলার খেলা

অজয়ের ৫৮

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার আরএফএল একাদশ ২ উইকেটে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাব মাঠে বিজয় প্রথমে ২৪.৫ ওভারে ১৪৯ রানে অল আউট হয়। দীপঙ্কর দাস ৮৮ রানে অপরাজিত থাকেন। শুভজিৎ দাস ১০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে আরএফএল ২৯ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫২ রান তুলে নেয়। রাজদীপ রায় চৌধুরী ৩৩ রান করেন।

অরবিন্দনগর মাঠে হাসিমারা স্পোর্টিং ক্লাব ১৩ রানে অরবিন্দনগর ক্লাব সিএসএ-র বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে হাসিমারা ২৯.২ ওভারে ১৭৮ রানে অল আউট হয়। অজয় গোপ ৫৮ রান করেন। দীপ দাশগুপ্ত ২৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে সিএসএ ৩৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬৫ রানে আটকে যায়। প্রেম পাসওয়ান ৩৮ রান করেছেন। বিশাল ওরাওঁ ২১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

কিংফিশারের জয়

বীরপাড়া, ১৯ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বীরপাড়া কেন্দ্রে বৃহস্পতিবার কিংফিশার ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১০ উইকেটে স্বামী বিবেকানন্দ ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। প্রথমে বিবেকানন্দ ২২.৩ ওভারে ৪৯ রানে অল আউট হয়। সঞ্জয় কুণ্ডু ৩ উইকেট নেন। জবাবে কিংফিশার ৫ ওভারে বিনা উইকেটে ৫০ রান তুলে নেয়। সঞ্জীব চৌধুরী ৩৩ রান করেন। শুক্রবার খেলবে বীরপাড়া হাইস্কুল ও ফালাকাটা টাউন ক্লাব।

জয়ী খয়েরবাড়ি

রাঙ্গালিবাজনা, ১৯ ডিসেম্বর : দানস্রাং ক্লাবের মির্জা ফার্টিলাইজার ট্রফি ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার খয়েরবাড়ি স্পোর্টিং ক্লাব ২৪ রানে দৈজিং ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে খয়েরবাড়ি ১৫.৪ ওভারে ১৫৫ রানে অল আউট হয়ে যায়। আদর্শ বিশ্বকর্মা ৪০ রান করেন। রাজ সেন ৩ উইকেট নেন। জবাবে দৈজিং ১৭.৫ ওভারে ১৩১ রানে গুটিয়ে যায়। সমীর মিনজ ৫২ রান করেন। শুভম ভুজেল ২০ রানে ২ উইকেট নেন।

মাংস না খেলে পাতে মাছ

বড়দিনে ভূরিভোজে জোর প্রস্তুতি দুই বনবস্তিতে

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৯ ডিসেম্বর : প্রবীণদের কারও কারও উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা রয়েছে। তাই মাংস খাওয়া বারণ। তবে খয়েরবাড়ির বনবস্তি রাভাবস্তির বছর সত্তরের মঙ্গল রাভার মতো অনেকের জন্যই বিকল্প মেনুতে থাকবে মাছ। আবার যাঁরা মাছও পছন্দ করেন না, তাঁদের জন্য থাকবে পোলট্রি মুরগির মাংস। অন্যের জমিতে কাজ করতেই বৃহস্পতিবার মঙ্গল রাভা বলছিলেন, ‘গোটা বছরে আমাদের একটাই উৎসব। বড়দিন। বছরভর দিনমজুরি করি। তাই বড়দিন উপলক্ষ্যে ২-৩ দিন কাজ বন্ধ রাখি।’

মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে ২টি বনবস্তি রয়েছে। একটি খয়েরবাড়ি ফরেস্টে। আরেকটি ধুমচি ফরেস্টে। দুটি বনবস্তির বাসিন্দারাই রাভা জনজাতির। সিংহভাগই খ্রিস্টান। ওঁরা এখন ব্যস্ত বড়দিনের প্রস্তুতিতে। খয়েরবাড়ির রাভাবস্তিতে ১৯৭৯ সালে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাপ্টিস্ট চার্চ। সেখানে ৬৮টি রাভা পরিবারের বসবাস। লোকসংখ্যা শ-চারেক। বেশিরভাগই দিনমজুর। কারও কারও জমিজমাও রয়েছে। বছরভর হাতির হানা লেগেই থাকে মহল্লায়। সেখানে চার্চের সামনে বড় মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য বিপিন রাভা বলেন, ‘মহল্লার প্রত্যেকেই বড়দিন নিয়ে ভীষণ উৎসাহী। ২৬ ডিসেম্বর চার্চ চত্বরে নাচ-গানের আসর বসবে। গণভোজ হবে সেদিনই।’

গণভোজ হবে ধুমচি রাভাবস্তিতেও। ওই বনবস্তির ৭৪টি পরিবারও ব্যস্ত বড়দিনের প্রস্তুতিতে। সেখানে ১৯৮২ সালে ব্যাপ্টিস্ট চার্চ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। দু’দশক আগে পাকা চার্চ তৈরি করা হয়। বড়দিনের অনুষ্ঠান ছাড়াও সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা চার্চ চত্বরে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, সরকারি অনুষ্ঠানও হয়। প্রতি বছর বড়দিনের আগে সাজিয়ে তোলা হয় চার্চ। বর্তমানে চার্চ রং করা হচ্ছে। এলাকার পবিত্র রাভা বলেন, ‘প্রতি বছরের মতো এবছরও বড়দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। মাছমাংসে হবে ভূরিভোজ।’

ধুমচি রাভাবস্তিটি জঙ্গল এবং নদীবেষ্টিত। পাশেই ময়নাঝোরা। একসময় ওই ঝোরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে সাধারণ মানুষের ঢল নামত। কিন্তু দিন-দিন হাতির আনাগোনা বেড়েছে ওই এলাকায়। সম্প্রতি ময়নাঝোরায় মাছ ধরতে গিয়ে হাতির আক্রমণে রাভাবস্তির এক বৃদ্ধ মারা যান। তাই এলাকায় বহিরাগতদের আনাগোনা নিয়ন্ত্রিত করেছে বন দপ্তর। তবে সব ভুলে ধুমচি রাভাবস্তি এখন মেতে উঠেছে বড়দিনের প্রস্তুতিতে। কারণ, মহল্লার চারশোর বেশি বাসিন্দার একটাই উৎসব। বড়দিন।

আয়োজন চলছে

- খয়েরবাড়ির রাভাবস্তিতে ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাপ্টিস্ট চার্চ
- সেখানে ৬৮টি রাভা পরিবারের বসবাস
- ধুমচি রাভাবস্তিতে ১৯৮২ সালে ব্যাপ্টিস্ট চার্চ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল
- ওই বনবস্তিতে ৭৪টি পরিবারের বাস
- ওই দুই জায়গায় প্রস্তুতি তুঙ্গে

তালিকা থেকে বাদ পড়েছে নাম

প্রতিবাদে অবরোধ, পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৯ ডিসেম্বর : প্রায় সবাই দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষজন। বাংলা আবাস যোজনায় কারও আগের তালিকায় নাম ছিল কিন্তু নতুন তালিকায় নাম বাদ পড়েছে। আবার কারও নামই ওঠেনি তালিকায়। অথচ বাংলা আবাস যোজনায় তাঁরা সবাই ঘর পাওয়ার যোগ্য। এমন বঞ্চিত ২০০ উপভোক্তা এবার পথে নেমে আন্দোলনে যোগ দিলেন। তাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন।

বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে ঘটনাটি ঘটে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলে। প্রশাসন, পুলিশের উপস্থিতিতে কথা হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। আন্দোলনকারীদের হুমকি, আবাসের তালিকায় দ্রুত নাম না তুললে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

ওই পঞ্চায়েতের মধ্যে মধ্য পারোকাটা, উত্তর পারোকাটা, দক্ষিণ পারোকাটা ও অন্য কয়েকটি মৌজার কমপক্ষে ২০০ জন যোগ্য উপভোক্তা বাংলা আবাস যোজনার প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তালিকায় নাম না থাকায় গত কয়েকদিন ধরেই ক্ষোভে ফুঁসছিলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার তাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে প্রথমে অবরোধ করেন। পরে পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেন। অবরোধের জেরে রাস্তার দু'পাশে সার দিয়ে ছোট-বড় নানা গাড়ি, অটোরিকশা, টোটো দাঁড়িয়ে যায়। ভোগান্তিতে পড়েন পথচলতি বহু সাধারণ মানুষ।

বঞ্চিতদের অবরোধ। বৃহস্পতিবার পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে।

ক্ষোভের কারণ

- বাংলা আবাস যোজনায় কারও প্রথম তালিকায় নাম ছিল
- অনেকেরই দ্বিতীয় তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে
- দারিদ্র্যসীমার নীচে থেকেও নাম বাদ পড়ায় ক্ষোভ
- প্রতিবাদে মহিলা-পুরুষ একসঙ্গে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখান

বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন উপভোক্তা চন্দন দাস, মালতী বর্মন, নকুল দাসের মতো বাসিন্দারা। চন্দনবাবু জানান, তিনি দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন। অথচ তাঁর নাম ওই তালিকায় নেই। প্রকৃত দরিদ্ররা এমন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে কেন বঞ্চিত হবে? এটা কেমন নিয়ম? প্রশ্ন তোলেন তিনি। মালতী বর্মনের কথায়, 'আগের তালিকায় আমার নাম ছিল। কিন্তু পরের তালিকায় নাম কাটা পড়েছে। আমরা যোগ্য, অথচ আমাদের এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।'

তৃণমূল পরিচালিত পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হেমন্ত দাস বলেন, 'আমরা চাই, প্রত্যেক যোগ্য উপভোক্তা বাংলা আবাস যোজনার সুবিধা পান। মানবিক দিক থেকে বিচার করে যোগ্যদের নাম যাতে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেজন্য প্রশাসনের কাছে আর্জিও জানিয়েছি।'

এ প্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিডিও নিমা ছেরিং শেরপা বলেন, 'যোগ্যরা যাতে বঞ্চিত না হন সেটা অবশ্যই আমরা খতিয়ে দেখব। কোথায় ত্রুটি রয়েছে সেটা দেখে সমাধান করা হবে।'

আবাস নিয়ে বিডিওকে নালিশ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৯ ডিসেম্বর : কারও টিনের চালার কাঁচা বাড়ি। কেউ একচালা ঘরে দিন কাটান। তাঁদের অনেকেরই নাম আবাস যোজনা প্রকল্পে উপভোক্তার তালিকায় নেই। রাঙ্গালিবাজনার খিদিরপুরের এমন কয়েকজন বঞ্চিত বৃহস্পতিবার মাদারিহাটের বিডিও অফিসে একটি নামের তালিকা জমা করলেন। এলাকার পাকা ঘরে থাকা এমন ব্যক্তি যাঁরা এবারে আবাসের ঘর পেতে চলেছেন তাঁদের নামের তালিকা ব্লক অফিসে জমা দিলেন।

মাদারিহাটের বিডিও অমিতকুমার চৌরাসিয়ার সঙ্গে এদিন যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। খিদিরপুর থেকে গুরুতর অভিযোগের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি। অবশ্য কয়েকদিন আগে তিনি জানিয়েছিলেন, আবাস যোজনা নিয়ে রি-ভেরিফিকেশন চলছে। নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তদন্ত করে খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দেন।

মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকে আবাসের তালিকা নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। কেবলমাত্র খিদিরপুরেই এবার ২৫ জন সরকারি প্রকল্পে ঘর পেতে চলেছেন। সেই ২৫ জনের মধ্যে ৮ জনের কংক্রিটের ছাদের ঘর রয়েছে। ওই এলাকার ২৩ জন বাসিন্দা অভিযোগ করেছেন, সম্প্রতি প্রকাশিত তালিকায় তাঁদের নাম থাকলেও পরে নাম কেটে দেওয়া হয়। মেহেমুদা খাতুন, হায়দার আলিদের দাবি, তাঁরা প্রকৃত গরিব। তাঁরা প্রকৃত ঘর পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু, তাঁদের নামই তালিকায় নেই। ওই এলাকার বাসিন্দা মারুফ আজিজের বক্তব্য, 'আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর বণ্টনে অনেক অবিচার করা হয়েছে। প্রকৃত গরিবরা বঞ্চিত। সচ্ছলরা ঘর পাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে জবাব চাই।'

> আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর বণ্টনে অনেক অবিচার করা হয়েছে। প্রকৃত গরিবরা বঞ্চিত। সচ্ছলরা ঘর পাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে জবাব চাই।
>
> **মারুফ আজিজ,** *এলাকাবাসী*

সম্প্রতি শিশুবাড়ির ভানু দাস বিডিওকে লিখিত অভিযোগ করেছেন। তিনি কাঁচা বাড়িতে থাকেন। অথচ তাঁর নাম আবাস যোজনার তালিকায় নেই। আবার গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্যার স্ত্রীর নাম উঠেছে আবাসের তালিকায়। ভানু বলেন, 'আমি আগে তৃণমূল করতাম। এখন শাসকদলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। হয়তো সেই আক্রোশেই আমার নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।'

খুদে সান্তারা... ক্রাইস্ট দ্য কিং চার্চে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

একাকী।। শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন সাগ্নিক সূত্রধর।

জরিমানা জেলা প্রশাসনের

স্কুলের পাশেই দেদার গুটখা বিক্রি

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১৯ ডিসেম্বর : আর পাঁচটা দিনের মতো বারবিশা উচ্চবিদ্যালয়ের আশপাশে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর আড়ালে বিড়ি, গুটখা অবাধে বিক্রি হচ্ছিল। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে আচমকা ছন্দপতন ঘটে। কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশকর্মীদের নিয়ে হঠাৎ জেলা টোব্যাকো কন্ট্রোল প্রোগ্রাম বিভাগের আধিকারিক ও কর্মীরা দোকানগুলিতে হানা দেন। তাঁদের সঙ্গে জেলা খাদ্য সুরক্ষা এবং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা ছিলেন। বিদ্যালয়ের ১০০ মিটারের মধ্যে সিগারেট, বিড়ি, গুটখা এবং তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করা নিষিদ্ধ। তা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। প্রশাসনের উদাসীনতার কারণে অধিকাংশ ব্যবসায়ী নিয়মনীতির তোয়াক্কা করেন না। এর ফলে বিদ্যালয়গুলির আশপাশে গুটখা, সিগারেট এবং তামাকজাতদ্রব্য দেদার বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ। গোটা আলিপুরদুয়ার জেলা সহ কুমারগ্রাম ব্লকের একই চিত্র। আলিপুরদুয়ার জেলা টোব্যাকো কন্ট্রোল প্রোগ্রাম অফিসার সঞ্জীবকুমার সরকার বলেন, 'সিগারেট অ্যান্ড আদার টোব্যাকো প্রোডাক্টস অ্যাক্ট ২০০৩' (সিওটিপিএ) অনেক দোকানদার মানছেন না। তাই বিদ্যালয়গুলির আশপাশে অভিযান চালিয়ে আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে জরিমানা করা হচ্ছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেটজাত খাদ্যসামগ্রীও বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন খাবারের দোকানগুলিতে গিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাবার তৈরি করা হচ্ছে কি না সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সচেতন, সতর্কীকরণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও করা হচ্ছে।'

গালামাল বিক্রেতা কমল কর জানান, বিদ্যালয়ের পাশে তাঁর দোকান। গুটখা বিক্রি করেন না। বিড়ি, সিগারেট খুচরো নয়, পাইকারি বিক্রি করেন। এখন থেকে সেটাও করা যাবে না বলে সতর্ক করা হয়েছে।

পঞ্জিকা বলতে একটাই নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য

© শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা ®

Trade Mark Registered

ভারত সরকার প্রদত্ত ® চিহ্ন দেখিয়া পঞ্জিকা কিনুন

© COPYRIGHT REGISTERED

THE BEST PANJIKA

মাঝেরডাবরি চা বাগান

গ্র্যাচুইটির সমস্যায় আন্দোলনের হুমকি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ডিসেম্বর : চা বাগানের শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটি সমস্যা নতুন কিছু নয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা বাগানের মধ্যে আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন মাঝেরডাবরি চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা একই সমস্যায় ভুগছেন। গ্র্যাচুইটির বকেয়া মেটানোর দাবিতে বৃহস্পতিবার ওই বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনিক ভবনে যান। ডুয়ার্সকন্যায় অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার প্রদীপ তামাংয়ের অফিসে তাঁরা স্মারকলিপি জমা করেছেন। দ্রুত সমস্যা না মিটলে বড় আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেন। যদিও এই ঘটনার পিছনে চক্রান্ত রয়েছে বলে চা বাগান কর্তৃপক্ষের দাবি। কেউ বা কারা পরিকল্পনা করেই এই সমস্যার সৃষ্টি করছেন। প্রদীপ বলেন, 'ওই চা বাগানের সমস্যা নিয়ে সমাধানসূত্র বের করার কাজ চলছে। আশা করা যায় সমস্যা মিটে যাবে।'

চা বাগান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই কয়েকজনের গ্র্যাচুইটির টাকা দেওয়া হয়েছে। বাগানের এই সমস্যা নিয়ে গত সেপ্টেম্বর থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের দপ্তরে একটি হেয়ারিংও চলছে। বৃহস্পতিবারও একটি হেয়ারিংয়ের তারিখ ছিল। সেপ্টেম্বরের আগে গ্র্যাচুইটির টাকা পাননি বলে ৪৬ জন অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক লেবার কমিশনারের দপ্তরে অভিযোগ করেছিলেন। ইতিমধ্যেই তাঁদের ৬ জন গ্র্যাচুইটির টাকা পেয়ে গিয়েছেন। বাকিদের সঙ্গেও আলোচনা চলছে।

মাঝেরডাবরি চা বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধরের বক্তব্য, 'যে বকেয়া গ্র্যাচুইটি রয়েছে সেটা এক এক করে সকল অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিককে দেওয়া হবে। এটা নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের কারও কোনও অভিযোগ নেই। কেউ চক্রান্ত করে সমস্যা তৈরির চেষ্টা করছে। সাধারণ শ্রমিক এতে নেই।'

ওই বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা গ্র্যাচুইটি সমস্যা নিয়ে বেশ কয়েকবার অভিযোগ করেছেন। তারপরেও অনেকের টাকা আটকে রয়েছে। প্রায় ১০০ জন সেই টাকা এখনও পাননি। এদিন জেলা প্রশাসনিক ভবনে দাঁড়িয়ে শ্রমিক কেবল ঝা বলেন, 'ম্যানেজার কয়েক বছর থেকে সেই টাকা দিচ্ছেন না। টাকা চাইতে গেলে আমাদের বিরুদ্ধে কেস করার ভয় দেখান। আমাদের জ্বালানি কাঠ পাওনা রয়েছে। সেটাও দেওয়া হয়নি।'

শ্রমিকরা ১০০ জনের গ্র্যাচুইটি বকেয়া রয়েছে দাবি করেছেন। তবে সেপ্টেম্বরের আগে যে অভিযোগ জমা পড়েছিল সেখানে কেন লেবার কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানাননি সেই প্রশ্ন উঠছে। যদিও শ্রমিকদের দাবি, বাগান কর্তৃপক্ষের ভয়ে অনেকেই অভিযোগ করার সাহস পাননি।

ব্যাংকে তালা দিলেন মহিলা গ্রাহকরা

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১৯ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের নরসিংহপুর শাখায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ঋণ নিয়ে ঠিকমতো তা পরিশোধ করেননি বলে অভিযোগ। আর একারণেই অ্যাকাউন্টের লেনদেন বন্ধ করে দিয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ উঠল। বহুবার বলার পরও সেগুলি সচল করা হয়নি। বৃহস্পতিবার সেই ক্ষোভে উত্তাল হল নরসিংহপুর গ্রাম। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে বীরপাড়া-খগেনহাট রাজ্য সড়ক অবরোধ করে ব্যাংকে তালা ঝুলিয়ে দেন এলাকার শ-তিনেক মহিলা গ্রাহক। আন্দোলনকারীদের অন্যতম আরতি বর্মনের কথায়, 'সেল্ফ হেল্ফ গ্রুপ থেকে টাকা নিয়েছিলাম। গ্রুপের সমস্যা ও করোনা চলে আসায় আমরা ঠিকঠাক টাকা পরিশোধ করতে পারিনি। তাই অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।' আরেক আন্দোলনকারী লতিফা খাতুন আবার সরাসরি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন, ব্যাংকে গেলে কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না। সমস্যায় পড়লে সমাধানের রাস্তা দেখায় না। তাই আমরা আন্দোলনে নেমেছি।

এদিনের ঘটনার জেরে একদিকে যেমন ব্যাংকের কাজকর্ম শিকেয় ওঠে তেমনই যাত্রী পরিষেবা ও সড়ক পরিবহণ সংক্রান্ত বিষয়ে নাকাল হন খগেনহাট, এথেলবাড়ির বাসিন্দারা। অবশেষে বিকেলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনার পর সমস্যার সমাধান হয়। উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের রিজিওনাল ম্যানেজার বিকাশ বনসাল বলেন, 'একটি সমস্যার সৃষ্টি হলেও তা মিটে গিয়েছে।'

নরসিংহপুর গ্রামীণ ব্যাংক শাখায় বহু মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তরফে ব্যাংক থেকে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগে। অনেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ঋণ পরিশোধ না করে গ্রুপ ছেড়ে দিয়েছেন, আবার অনেকের বয়স হয়ে যাওয়ায় গ্রুপ বাতিল হয়েছে। সেই সমস্ত প্রায় ৩০০ মহিলার অ্যাকাউন্টে লেনদেনে জটিলতা দেখা দেয়। সেই কারণে অনেকে যেমন নিজের জমানো টাকা তুলতে পারছিলেন না তেমনি অনেকে আবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং বার্ধক্য ভাতার টাকা তুলতে পারছিলেন না। যেমন, আছমা বানু। তাঁর কথায়, 'গ্রুপ লোন নেওয়ার পর অনেকে গ্রুপ বাদ দিয়েছেন। অথচ যাঁরা আছেন তাঁদের প্রত্যেকের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে রাখা হয়েছে। যারফলে অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকলেও তা তুলতে পারছি না।'

বেশিরভাগ মহিলা গ্রাহক জানিয়েছেন তাঁরা জমা টাকা থেকে ঋণ শোধ কwরতে চাইলেও অ্যাকাউন্ট খোলা হয়নি। যেমন, আন্দোলনকারী মোমিনা খাতুনের বক্তব্য, 'আগে সেল্ফ হেল্ফ গ্রুপে ছিলাম, এখন নেই। আমার কিছু গ্রুপ লোন ছিল সেটা পরিশোধ করিনি। তার জন্য অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

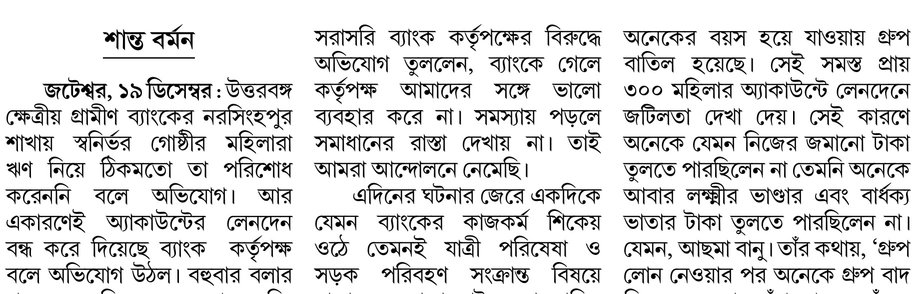

বীরপাড়া-খগেনহাট রাজ্য সড়কে অবরোধ।

বন্যপ্রাণী-মানুষ সংঘাত কমাতে ভরসা নেতারা

রাঙ্গালিবাজনা, ১৯ ডিসেম্বর : মাদারিহাট-বীরপাড়া ও ফালাকাটা ব্লকে হাতির হানা অব্যাহত। ওদিকে, জটেশ্বরে দিনের বেলাতেই ঢুকে পড়ছে হাতির পাল। তার ওপর শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে দৃশ্যমানতা কমায় হাতির সামনে পড়ার আশঙ্কাও করছেন সকলে। আবার চা বাগানে মাঝেমধ্যে দিনের বেলাতেই মানুষকে আক্রমণ করছে চিতাবাঘ। আর এইসবের পরিপ্রেক্ষিতে বন্যপ্রাণী-মানুষের সংঘাত এড়াতে বন দপ্তরের তরফে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার চলতেই থাকে। তবে এবার খানিক বিভিন্ন পন্থা নেওয়া হল তাদের তরফে। বন্যপ্রাণী মানুষের সংঘাত এড়াতে পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ বন দপ্তর।

বৃহস্পতিবার মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করে বন দপ্তরের মাদারিহাট রেঞ্জ। যেখানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান বাবলি রুসদাঁ, মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায়। বন দপ্তর জানিয়েছে, জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের নিবিড় যোগাযোগ থাকে। তাই এবার জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের সচেতন করতে তাদের তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

হাতির আক্রমণে মাদারিহাট-বীরপাড়া এবং ফালাকাটা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ঘরবাড়ি, ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। অন্যদিকে, আবার ওই দুই ব্লকে চিতাবাঘের আক্রমণে গত ছয় বছরে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে ১০ জনই চা বাগানের বাসিন্দা। একজন চা বাগান ঘেঁষা গ্রামের। মৃতদের মধ্যে সাতজন মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের। চারজন ফালাকাটার। এছাড়াও আহত শতাধিক। সম্প্রতি ফালাকাটার দলগাঁও, তাসাটি চা বাগান, দলগাঁওবস্তি, ধুলাগাঁও, মাদারিহাটের গোপালপুর চা বাগানে শিবির করে বন দপ্তর। এবার প্রচার অভিযানে পঞ্চায়েত সদস্যদের যুক্ত করা শুরু হল।

বুধবার ফালাকাটার দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করে বন দপ্তর। ওই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চিতাবাঘের আক্রমণে একাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মাদারিহাটের গোপালপুর চা বাগানেও হাতির আক্রমণে মৃত্যু এবং চিতাবাঘের আক্রমণে শ্রমিকদের আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। রাঙ্গালিবাজনার ডাঙ্গাপাড়া, ডোবোধুরা, শুখাটাড়িতে ধুমচি ফরেস্টের হাতি প্রায়ই হানা দেয়। আবার জ্বালানি সংগ্রহে ধুমচি ফরেস্টে ঢুকেও হাতির আক্রমণে প্রাণ যাচ্ছে মানুষের।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন

বাসিন্দা সোহেল হাসান - কে 17.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93G 09193 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি যে পদ্ধতিতে আমাকে একজন কোটিপতি বানিয়েছে তা খুবই আশ্চর্যজনক এবং আকর্ষণীয় ছিল। আমি সামান্য পরিমাণ কিছু টাকা খরচ করে কয়েকটি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছিলাম। পদ্ধতিটি সহজ হবে এবং যে কেউ তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারেন। আমি এই সুযোগের জন্য ডিয়ার লটারির কাছে আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

প্রশাসনিক ইউনিট/জোন : শিয়ালদহ ডিভিসন-বাণিজ্যিক, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নং :** এসডিএএইচ-পার্সেল-৩৭। **নিলামকারী কর্তৃপক্ষ :** সিনি. ডিসিএম/এসডিএএইচ। **নিলাম শুরু হবে (সকল লটের) :** ০৩.০১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টায়। **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় :** ০৩.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো ২০ মিনিট। **স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধির জোন :** ১২০ সেকেন্ড। **স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধির সময়কাল :** ১২০ সেকেন্ড। **প্রাথমিক কুলিং অফ মেয়াদ :** ৩০ মিনিট। **ক্রমান্বয়িক লট বন্ধের অন্তর্বর্তী সময় :** ১০ মিনিট। **সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধি :** ১০ বার। **সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি :** স্বয়ংক্রিয়। **আরপি প্রদর্শিত হবে -** না, **আরপি-র চেয়ে কম দর অনুমোদিত -** হ্যাঁ। **বিবরণ :** এসএলআর কোচের পার্সেল স্পেস (এক কামরা) [এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/১৭ পর্যন্ত] এবং পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস [এসইকিউ নং. এবি/১]। **এসইকিউ. নং., লট নং /বিভাগ, ট্রিপ সংখ্যা /দিন, বন্ধের তারিখ/সময়** নিম্নোক্ত মতো হবে : **এএ/১,** ১৩১৫৩-এসএলআর-আর১- এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৩.০১.২০২৫, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট। **এএ/২,** ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১- এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৩.০১.২০২৫, সকাল ১১টা ৪০ মিনিট। **এএ/৩,** ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ২- এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৩.০১.২০২৫, সকাল ১১টা ৫০ মিনিট। **এএ/৪,** ১৯৬০৭-এসএলআর- এফ১- কেওএএ-এমডিজেএন-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১২টা। **এএ/৫,** ২২১৯৭-এসএলআর- এফ১- কেওএএ-ভিজিএলজে-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১২টা ১০ মিনিট। **এএ/৬,** ১৩১৭৩-এসএলআর- এফ২- এসডিএএইচ-এসবিআরএম-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৪১৭, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১২টা ২০ মিনিট। **এএ/৭,** ১৩১৭৫-এসএলআর- এফ২- এসডিএএইচ-এসসিএল-২৩-২ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১৩, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট। **এএ/৮,** ১২৩১৭-এসএলআর- এফ১- কেওএএ- এএসআর-২২-২ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৫, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১২টা ৪০ মিনিট। **এএ/৯,** ১৯৪১৪-এসএলআর- এফ১- কেওএএ -এডিআই -২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১২টা ৫০ মিনিট। **এএ/১০,** ১৩১৪১-এসএলআর- এফ২- এসডিএএইচ -এনওকিউ -২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১টা। **এএ/১১,** ১৩১০৫-এসএলআর- এফ১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১২, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১টা ১০ মিনিট। **এএ/১২,** ১৩১০৫-এসএলআর-এফ২- এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১২, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১টা ২০ মিনিট। **এএ/১৩,** ১৩১৪৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ- আরডিপি-২৪-২ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১৩, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১টা ৩০ মিনিট। **এএ/১৪,** ১৩১৬৫-এসএলআর-আর ১-কেওএএ- এসএমআই-২৩-২ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১টা ৪০ মিনিট। **এএ/১৫,** ১২৫০১-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এজিটিএল-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১টা ৫০ মিনিট। **এএ/১৬,** ১২৩১৩- এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এনডিএলএস-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ২টো। **এএ/১৭,** ২২৩২৩-এসএলআর-এফ১ -কেওএএ -জিসিটি-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ২টো ১০ মিনিট। **এবি/১,** ১৩১৫৫-১৩১৫৬-ভিপি-১- কেওএএ - এসএমআই -২৪-১ (পার্সেল - পার্সেল ভ্যান), ২০৮, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ২টো ২০ মিনিট। **দর হার একক :** প্রতি ট্রিপের লাইসেন্স ফি [এসইকিউ. নং. এএ/১ থেকে এএ/১৭ পর্যন্ত] এবং প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (দুই অভিমুখে) [এসইকিউ. নং. এবি/১-এর জন্য]। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) :** ০.২ [প্রতি ক্ষেত্রে]। **প্রদেয় বায়না অর্থ :** ৫% [প্রতি ক্ষেত্রে]। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার :** ০ [এসইকিউ. নং. এএ/১ থেকে এএ/৫, এএ/৮ থেকে এএ/১৫ এবং এএ/১৭ -এর জন্য], ২০০০০০০ [এসইকিউ. নং. এএ/৭ ও এবি/১ -এর জন্য] এবং ৫০০০০০০ [এসইকিউ নং. এএ/৬ ও এএ/১৬-এর জন্য]। **লট স্ট্যাটাস :** আরপি পেন্ডিং [প্রতি ক্ষেত্রে]। SDAH-280/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

টিনের বেড়া দাঁতে কেটে 'অপারেশন' গজের

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৯ ডিসেম্বর : এ যেন খানিক 'টকের জ্বালায় ঘর ছেড়ে, তেঁতুলতলায় বাস' অবস্থা। আগে যখন পাটকাঠি কিংবা বাঁশের বেড়া দেওয়া ঘর ছিল তখন বিপত্তি ছিল একরকম। তারপর সেই উৎপাত থেকে বাঁচতে যখন ঠিক করলেন টিনের বেড়া দেওয়ার তখন ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যায়নি বন্ধু সেজে বিপদ এইভাবে ঘরের দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হবে।

পাটকাঠি কিংবা বাঁশের বেড়া থাকায় যেখানে শুঁড় দিয়েই কাজ চলে যেত সেখানে এখন টিনের বেড়া হওয়ার পরেও 'অপারেশন' চালাতে বিশেষ সমস্যা হচ্ছে না গজরাজদের। বরং মিলছে খানিক বাড়তি সুবিধাও। কারণ টিনের বেড়া কাটার মতো অস্ত্র তো নিজেদের সঙ্গেই রয়েছে। বাকি দুনিয়ার কাছে যে দাঁতের তৈরি জিনিস যতই আহ্লাদের হোক বর্তমানে সেই দাঁতের খোঁচাতেই নাজেহাল ফালাকাটার দক্ষিণ দেওগাঁওয়ের মানুষ। যেমন-বুধবার রাতে সেখানে একজোড়া দাঁতাল হাতি হানা দেয়। দাঁত দিয়ে এলাকার মজিবর রহমানের ঘরের টিনের বেড়া কেটে ভেতরে শুঁড় ঢুকিয়ে খাবারের খোঁজ করে হাতি দুটি। ভেঙে দেয় জানালা। হাতি তাড়াতে গিয়ে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়েন বনকর্মীরা।

দেওগাঁওয়ে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘর।

ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা বনকর্মীদের উদ্দেশে বলতে থাকেন, 'এই নাটক আর কতদিন? প্রতি রাতে হাতি হানা দিচ্ছে, বন থেকে বেরোনো মাত্রই হাতিকে আটকাতে পারছেন না কেন?' বনকর্মীরা তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেন, একসঙ্গে একাধিক এলাকায় হাতি হানা দিলে সমস্যা হয়। বনকর্মীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম বলেও জানান তাঁরা। তবে গ্রামবাসীরা তাঁদের কোনও কথাই শুনতে চাননি। ক্ষতিগ্রস্ত মজিবরের প্রশ্ন, 'এর আগেও বেশ কয়েকবার আমার বাড়ি ভাঙচুর করেছিল হাতি। আমরা কী করে বসবাস করব?'

বুদ্ধি বটে

- পাটকাঠি এবং বাঁশের বেড়া থাকলে ব্যবহার করত শুঁড়ের
- বর্তমানে অনেকে টিনের বেড়া দেওয়ায় দাঁত দিয়ে সেগুলো কেটে দিচ্ছে
- টিনের বেড়া শুঁড় দিয়ে কাটার চেষ্টা করলে রক্তাক্ত হতে হবে
- তাই দাঁত দিয়ে টিনের বেড়া কেটে তারপর শুঁড় ঢোকাচ্ছে

এদিন আমেনা খাতুনের রান্নাঘরটিও ভাঙচুর করে হাতি। স্থানীয়রা জানান, এর আগে বেশ কয়েকবার ওই দুটি বাড়ি হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বৃহস্পতিবার এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে দক্ষিণ খয়েরবাড়ির বিট অফিসার প্রকাশ সুব্বা বলেন, 'সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পরিবার দুটিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।' তবে এক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, 'সেই টাকার অঙ্ক ক্ষতির তুলনায় খুবই সামান্য।' দক্ষিণ দেওগাঁও যৌথ বন পরিচালন কমিটির সভাপতি আমিরুল ইসলাম বলেন, 'মাঠে এখন ফসল নেই। তাই হাতি বাড়ি বাড়ি হানা দিচ্ছে। দুটি দাঁতাল হাতি দক্ষিণ দেওগাঁও এলাকায় প্রতি রাতে হানা দিচ্ছে। টিনের বেড়া শুঁড় দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করলে রক্তাক্ত হতে হবে। তাই দাঁত দিয়ে টিনের বেড়া কেটে তারপর শুঁড় ঢুকিয়ে দিচ্ছে হাতি।'

শুক্রবার, ৪ পৌষ ১৪৩১, ২০ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২১১ সংখ্যা

কোপের নেপথ্যে

শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সদস্যই শৃঙ্খলা ভাঙলেন। তৃণমূল নেতৃত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে, অন্যায় করেছেন ফিরহাদ হাকিম। দলের একজন সিনিয়ার নেতার সম্পর্কে প্রকাশ্যে এমন অবস্থান ঘোষণা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। ফিরহাদ তৃণমূলের প্রথম দিন থেকে দলে আছেন। তিনি মন্ত্রী এবং কলকাতার মতো মহানগরের মেয়র। সবচেয়ে বড় কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে আস্থাভাজনদের অন্যতম। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অম্লমধুর সম্পর্ক থাকলেও ফিরহাদ রেহাই পেয়ে যান মাথার ওপর তৃণমূল নেত্রীর বরাভয় থাকায়।

এমন হাইপ্রোফাইল নেতাকে দল শুধু ভর্ৎসনাই করল না, খোদ দলনেত্রী সেন্সর করলেন। আগামী কিছুদিন সরকারি, বেসরকারি কোনও কর্মসূচিতে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন মমতা। ফিরহাদের মতো নেতার জন্য কড়া ডোজ সন্দেহ নেই। দলের সবচেয়ে বড় সংখ্যালঘু মুখ তিনি। বাংলায় তৃণমূলের শক্ত ভোটব্যাংক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই। তা সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে এত কড়া অবস্থান গ্রহণ তৃণমূলকে করতে হয়েছে অনেক হিসাবনিকাশ করেই।

মমতার সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে চিড় ধরানোর কোনও অবকাশ আর নেই বুঝে বিজেপি এখন ব্যস্ত মেরুকরণে। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর দলের সভায় সেই অ্যাজেন্ডাটা বলে ফেলেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে মেরুকরণের পালে আরও হাওয়া তুলে দিয়েছে। তৃণমূল নেত্রী সেটা ভালো করেই জানেন। সেজন্য বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে তিনি প্রথম থেকেই সাবধানি পদক্ষেপ করে চলেছেন।

ওপার বাংলায় হিন্দু নির্যাতন ঠেকানোর ভার তুলে দিয়েছেন কেন্দ্রের হাতে। আরেক কদম এগিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে ব্যবস্থাই নিক, তৃণমূল তার পাশে থাকবে। ফলে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনাকে ব্যবহার করে বিজেপির মেরুকরণের মরিয়া প্রয়াসে খানিক চোনা ফেলে দেন মমতা। তার ওপর পুরীর আদলে দিঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দির তৈরি করে বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতিতে তিনি ভাগও বসিয়েছেন। যেজন্য রাগে-ক্ষোভে বিরোধী দলনেতার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে, পুরীর বিকল্প দিঘা হিন্দুরা মানবে না।

তাতে হিন্দুত্বের ব্যাটনটা বিজেপির একা বয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ষোলোআনা বাজিমাত করতে পারে, এমন সম্ভাবনা নিশ্চিত নয়। এই যখন অবস্থা, তখন ফিরহাদের মন্তব্য মমতার সতর্ক প্রয়াসে খানিকটা জল ঢেলে দিয়েছে। যদিও পুরমন্ত্রীর সাফাইটা ফেলে দেওয়ার নয়। তাঁর সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগুরু হয়ে ওঠার যে মন্তব্য নিয়ে এত বিতর্ক, তা তিনি পাটিগণিতের সরল অঙ্কে বলেননি বলে জানিয়েছেন।

কলকাতার মেয়রের যুক্তি, সংখ্যালঘুদের আর্থিক-সামাজিক অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ শিক্ষায় পিছিয়ে থাকাকে দূর করার লক্ষ্যে কাজ করার ডাক দিয়েছিলেন তিনি। বিজেপি সেই কথার অপব্যাখ্যা করেছে বলে বোঝাতে চেয়েছেন ফিরহাদ। কিন্তু বিজেপি এই নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক জলঘোলা করে ফেলেছে। কোনও কোনও মহল ফিরহাদকে মন্ত্রীসভা থেকে অপসারণের দাবি করছে। ধর্ম নিয়ে এখন সমাজে স্পর্শকাতরতা মাত্রাতিরিক্ত।

তৃণমূল নেত্রী তাই ঝুঁকি নিতে চাননি। ফিরহাদের কথায় হিন্দুদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা ঠেকাতে মমতা এত কড়া পদক্ষেপ করেছেন। তাতে দলের সংখ্যালঘু মুখকে সাময়িক বলি দিতে হলে তাই সই, কিন্তু বিজেপির মেরুকরণের একক চেষ্টা সফল হতে দিতে রাজি নন তিনি। ফলে কিছুদিন সরকারি-বেসরকারি কর্মসূচি থেকে দূরে থাকার এই নিদান।

তাতে নতুন সাফাই দিতে গিয়ে আবার বিতর্ক ডেকে আনার ঝুঁকিতে লাগাম টেনে রাখা গেল। ফিরহাদকে কিন্তু শোকজ করা হয়নি। যেটা দলের আরেক সংখ্যালঘু নেতা হুমায়ুন কবীরের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল। প্রাক বড়দিনের কর্মসূচিতে মমতার পাশেই দেখা গেল ফিরহাদকে। বোঝা যাচ্ছে দিন কয়েক গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হলেও ফিরহাদকে স্বপদে রেখে দেওয়াই মমতার কৌশল।

অমৃতধারা

দুঃখ আছে বলিয়াই তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ। মৃত্যু আছে বলিয়াই মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা। যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে। দেওয়াই পাওয়া, না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা ব্যর্থতা। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য তখন ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার সহজাত সম্পদ। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্যতা অনুধাবন কর। আদির ভিতরে অন্তকে দেখা, চিরচঞ্চলের ভিতরে নিত্যস্থিরকে জানা- ইহাই যোগ। পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া। - শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

দাবার ভারত ও ভারতের দাবা বিপ্লব

গুকেশের বিশ্বজয় বোঝাল দক্ষিণ ভারতে দাবার বিস্ফোরণ। আনন্দের মতোই বড় ভূমিকা ম্যানুয়েল অ্যারনের।

নির্মল নাথ

গুকেশ ডোম্মারাজু বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জেতায় ভারত একটা অবিশ্বাস্য রেকর্ড স্পর্শ করল। জানি না, ক'জন এই ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন। ভারত আক্ষরিক অর্থেই বর্তমান বছরে দাবায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। গুকেশ ব্যক্তিগত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, দাবা অলিম্পিয়াডে ভারতীয় মহিলা ও পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন। দাবা অলিম্পিয়াডই দলগত বিভাগে শ্রেষ্ঠ দাবা প্রতিযোগিতা। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশ কয়েকবার এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। তাছাড়া অন্য কোনও দেশের এই কৃতিত্ব ছিল না। ভারত এবার সেটাই অর্জন করল।

ভারতের এই কৃতিত্বে যাঁর বুকটা সংগত কারণেই দশ হাত হওয়ার কথা, সেই ম্যানুয়েল অ্যারন ভারতীয় দাবায় পথপ্রদর্শক। একসময় ভুল বোঝাবুঝির জন্য আমাদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। পরে তা আবার মিটেও গিয়েছিল। এই তামিল খ্রিস্টান ভদ্রলোকই দেশে প্রথম রাজ্য দাবা সংস্থা বানিয়ে রাজ্য দাবার আয়োজন করেছিলেন। তারপর বছর কয়েকের মধ্যেই হল পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্র দাবা সংস্থা। ভারতে 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি' গড়ার কাজ সেই শুরু।

ম্যানুয়েল ছিলেন দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মাস্টার (আইএম)। সেটা ছিল ১৯৬১ সাল। ওঁর ১৭ বছর পর দেশের দ্বিতীয় আইএম হয়েছিলেন ভি রবিকুমার। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আনন্দ দেশের প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার হন ১৯৮৮ সালে। গত মে মাসে পি শ্যামনিখিল দেশের ৮৫ নম্বর গ্র্যান্ড মাস্টারের খেতাব অর্জন করেছেন। এর মধ্যে চারজন মহিলা। বিশ্বনাথন আনন্দ থেকে গুকেশ এবং দেশের সর্বশেষ 'জিএম' শ্যামনিখিল পন্নুস্বামী, সবাই তামিল। দেশের 'গ্র্যান্ড মাস্টার তৈরির কারখানা' তামিলনাড়ুর 'জিএম'-এর সংখ্যা তিরিশ। ৮৮ বছরের অ্যারন দেখছেন, তিনি যে চারাগাছটি গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে রোপণ করেছিলেন সেটি আজ মহীরুহে পরিণত।

দাবার জন্ম কোথায়, এ নিয়ে একসময় যথেষ্ট বিতর্ক ছিল। ইতিহাসবিদদের অধিকাংশই মনে করেন, পৌরাণিক ভারতের 'চতুরং' খেলাটিই আজকের দাবা। ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে 'চতুরং' তৎকালীন পারস্যে প্রবেশ করে হয় 'শতরঞ্জ'। শুধু পারস্যে নয়, অনাহূত মুসলিম শাসকদের হাত ধরে আবার দাবা যখন ভারতে ফিরে আসে, তখন থেকেই দাবা 'শতরঞ্জ'। আওয়াধের নবাব কবি ও দার্শনিক ওয়াজিদ আলি শাহ'র 'শতরঞ্জ'-প্রেম নিয়েই সত্যজিৎ রায়ের বিশ্ববিখ্যাত ছবি 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'।

সত্যজিৎ ইচ্ছে করলেই 'চতুরং' নামটি ফিরিয়ে আনতে পারতেন, কিন্তু স্বদেশ প্রীতি দেখাতে গিয়ে উনি ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করেননি। তো চতুরং হোক বা শতরঞ্জ, এখানে খেলাটা হত ভারতীয় নিয়মে-- বোড়ে একটার বেশি চাল দিতে পারত না। আন্তর্জাতিক নিয়মে বোড়ে প্রথম চালটা দু'ঘর-ও দিতে পারে। আর রাজার 'ক্যাসলিং' বলে কোনও চাল ভারতীয় প্রথায় ছিল না। ভারতীয় দাবায় এইরকম প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক পরিবর্তনগুলোও এনেছিলেন অ্যারন। নাহলে ভারত অনেক পিছিয়ে থাকত।

একসময়ে দাবার একচ্ছত্র সম্রাট সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর আজকের রাশিয়ার শেষ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভ্লাদিমির ক্রামনিক। ২০০৭ সালে তাঁকে হারিয়েই প্রথমবার বিশ্ব খেতাব জিতেছিলেন আনন্দ। তারপর রাশিয়ার দাবা অস্তাচলে। ভারতের উত্থান শুরু। ভারতের এই উত্থান মেনে নিতে পারেননি ক্রামনিক ও রুশ দাবা সংস্থা। গুকেশ বিশ্ব খেতাব জেতার পরই ক্রামনিক বললেন, 'এন্ড অফ চেস। এত বাজে খেলা ভাবা যায় না।' আর খেতাবি লড়াইয়ের শেষ গেমে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চিনের ডিং লিরেন ভুল চালে হারতেই রুশ দাবা সংস্থার প্রেসিডেন্ট দাবি করলেন, 'লিরেন গট-আপ খেলেছে। ফিডে তদন্ত করুক।'

ফিডে এই দাবি সঙ্গে সঙ্গেই খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার যে, ভারতের গুকেশের নয়, ভারতের সাফল্য রাশিয়া মেনে নিতে পারছে না। অথচ ক্রামনিকের ঘোষিত মেন্টর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভ কিন্তু হাসিমুখে গুকেশের সঙ্গে ছবি তুলেছেন। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেন প্রশংসা করেছেন গুকেশের। গুকেশের এই জয়কে ম্যাজিকাল বললেই বোধ করি সঠিক মূল্যায়ন করা হয়। ববি ফিশার, কাসপারভ ও কার্লসেনের সঙ্গে একই পংক্তিতে চলে এলেন গুকেশ।

ম্যানুয়েল অ্যারন দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মাস্টার (আইএম)। সেটা ছিল ১৯৬১ সাল। ওঁর ১৭ বছর পর দেশের দ্বিতীয় আইএম হয়েছিলেন ভি রবিকুমার। আনন্দ দেশের প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার হন ১৯৮৮ সালে। গত মে মাসে পি শ্যামনিখিল দেশের ৮৫ নম্বর গ্র্যান্ড মাস্টারের খেতাব অর্জন করেছেন। এর মধ্যে চারজন মহিলা।

এই তিন কিংবদন্তির মতো প্রথমবার ক্যান্ডিডেটস দাবায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করেই জিতলেন বিশ্ব খেতাব। আর এই তিন কিংবদন্তিকে পিছনে ফেলে এমন একটি নজির সৃষ্টি করলেন গুকেশ, যা ভাঙা প্রায় অসম্ভবই। এতকাল সবচেয়ে কম বয়সে বিশ্ব খেতাব জেতার নজির ছিল কাসপারভের। গুকেশের এই রেকর্ড যেন উসেইন বোল্টের ৯.৫৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়োনো। বোল্টের এই বিশ্ব রেকর্ড কবে কে ভাঙতে পারবেন, আদৌ কোনও দিন ভাঙা সম্ভব হবে কি না, সময়ই তার উত্তর দেবে। কাসপারভের কনিষ্ঠতম দাবাড়ু হিসেবে বিশ্ব খেতাব জেতার রেকর্ড গুকেশ ভাঙলেন চার বছরেরও বেশি কম সময়ে।

দাবার মতো একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার খেলায় চার বছরের বেশি কম সময় একটা দীর্ঘ পথ। একজন দাবাড়ু যখন একটা চাল দেন, তখন তিনি পরবর্তী অন্তত দশ বারোটা চালের পারমুটেশন কম্বিনেশন ভেবে রাখেন। যাঁর আইকিউ যত বেশি, তাঁর চিন্তাশক্তি আরও বেশি। ফলে তিনি আরও বেশিসংখ্যক চালের পারমুটেশন কম্বিনেশন করতে পারেন। অনেক সময়ই সময়ের চাপে ভুল চাল দিয়ে ফেলেন দাবাড়ু। সময়ের চাপে পড়ে গেলে প্রতিপক্ষ সেই সুযোগ নিয়ে ভুল চাল দিতে বাধ্য করেন।

বিশ্বের সব খেলার পরিণতি একটা ভুলের ফল। গুকেশের কৃতিত্ব এখানেই যে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লিরেনকে তিনি ভুল চাল দিতে বাধ্য করেছিলেন। যে ছেলেটা সাত বছর বয়সে অনূর্ধ্ব-১২ ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জেতে এবং মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়, তার ক্ষমতা যে সুপার হিউম্যানিক স্বীকার করতেই হবে। লিরেন 'ব্লান্ডার' করেছেন বলে গুকেশের জয়কে যাঁরা খাটো করতে চাইছেন, তাঁরা ভারতের এই বছরের অসাধারণ সাফল্যে ঈর্ষান্বিত।

ভারতীয় দাবাকে বিশ্বের মানচিত্রে প্রথম তুলে ধরেছিলেন, মুম্বইয়ের সুলতান খান ও গুলাম ফতিমা। এঁরা দুজনেই ছিলেন কর্নেল নবাব উমের হায়াত খানের কাজের লোক। সুলতান ছিলেন রাঁধুনি এবং ফতিমা ঘরদোর পরিষ্কার রাখতেন। সুলতানের কাছে দেখে দেখে দাবা শিখেছিলেন ফতিমা। তারপর দুজন হয়ে উঠেছিলেন দাবা খেলার পার্টনার। হায়াত খান দাবায় ওঁদের আগ্রহ দেখে, ১৯৩০ সালে পাকাপাকিভাব ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ার সময়, উনি সুলতান ও ফতিমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান। ১৯৩৩ সালে দুজনেই ব্রিটিশ চেস চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেন এবং দুজনেই খেতাব জিতেছিলেন। ফতিমা এগারো রাউন্ডের প্রতিযোগিতায় সাড়ে দশ পয়েন্ট পেয়েছিলেন। তিনি জিতেছিলেন তিন পয়েন্টের ব্যবধানে। আর সুলতান পরপর তিন বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। তারপর দেশে ফিরে আসেন। দুজনে যদি শিক্ষিত হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই ওই সময়ে লোকের বাড়ি কাজ করতে হত না।

গত বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে মেসি আলভারেজকে দিয়ে যে গোলটি করিয়েছিলেন, সেই গোলটি ভাবুন। মেসি ডান দিক দিয়ে উঠছেন। তাঁকে ফ্রান্সের দুজন ডিফেন্ডার আটকানোর চেষ্টা করছেন। জার্সি টেনেও থামাতে পারছেন না। তারপর মেসি বক্সে না ঢুকেই গোল লাইন থেকে একটা মাইনাস করলেন। বলটা ফ্রান্সের দু'-তিনজন ডিফেন্ডারের পায়ের তলা দিয়ে আলভারেজের পায়ে। আলভারেজের গোল না করতে পারার কোনও বাধা ছিল না। আসলে মনে হয়, বড় বড় খেলোয়াড়দের সুপার হিউম্যানিক ক্ষমতা গড়ে ওঠে। যার জন্য শুধু প্র্যাকটিস ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির প্রয়োজন হয় না।

দিব্যেন্দু বড়ুয়া ভারতের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার। দিব্যেন্দু জিএম হয়েছিলেন ১৯৯১ সালে। তাঁর সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে বেশ কিছু প্রতিভাবান দাবাড়ু উঠে এসেছিলেন বাংলায়। যেমন সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চন্দ, নীলোৎপল সাহা, সপ্তর্ষি রায় প্রমুখ। সূর্যশেখর বিশ্ব খেতাবি লড়াইয়ে আনন্দের টিমেও ছিলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্র্যান্ড মাস্টার হয়েই এঁরা সন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। ফলে আর এগোতে পারেন না। আর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে খেলার পরিকাঠামো করুণ অবস্থায়। ক্লাবগুলো বার্ষিক দু'লক্ষ টাকা করে বার্ষিক সরকারি অনুদান পেয়ে এখন সব বিয়েবাড়িতে পরিণত। খেলা সব লাটে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯১৫
আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

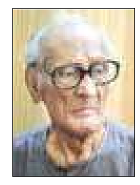

১৯১৯
নাট্যব্যক্তিত্ব খালেদ চৌধুরী আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

আলোচিত

অনেক অপমান সহ্য করতে না পেরেই আমার ছেলে অবসর নিয়েছে। আমিও খবরটা জানতে পারি শেষমুহূর্তে। যেভাবে দ্রুত ও সিদ্ধান্ত নিল তার পেছনে অনেক কারণ। অশ্বীনই শুধু জানে, হয়তো অপমানটাই কারণ।

- রবিচন্দ্রন

ভাইরাল/১

নবদম্পতির নাচ সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলছে। সবে বিয়ে হয়েছে। বিয়ের আসরেই 'পুষ্পা ২'-এর 'আঙ্গারো কা আম্বার সা' গানের তালে স্বামীর সঙ্গে চুটিয়ে নাচলেন নববধূ। আল্লু অর্জুন-রশ্মিকার মতো নেচে অতিথিদের অবাক করে দিয়েছেন তাঁরা।

ভাইরাল/২

বিহারের মুজফফরপুরে রাস্তার মাঝে দুই তরুণীর পরস্পরকে জুটোপেটা করার ভিডিও ভাইরাল। দুই তরুণী একটি ছেলের বান্ধবী। আর সেই ছেলেটিকে নিয়ে তরুণীদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল। শেষে হাতাহাতি থেকে জুতো ছোড়াছুড়ি শুরু হয়।

জনমত

পাড়ার মধ্যে পেট্রোল-ডিজেল বিক্রিতে রাশ টানা হোক

শিলিগুড়ির পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠেছে অবৈধ পেট্রোল-ডিজেলের রমরমা কারবার। ছোট মুদির দোকান থেকে পানের দোকান, এমনকি দর্জির দোকানেও পাওয়া যাচ্ছে এই অতি দাহ্য পদার্থ। প্রতিবেশীদের প্রতিবাদের ইচ্ছে থাকলেও পাছে সম্পর্ক খারাপ হয় সেই ভয়ে অনেকেই কিছু বলার সাহস করে উঠতে পারে না।

একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়, দুই চাকার গাড়ি ১০০ টাকা, ৫০ টাকার তেল ভরে দিব্যি চলে যাচ্ছে। প্রশাসন মাঝেমধ্যে এইসব কারবার বন্ধ করার চেষ্টা করলেও সফল হতে পারেনি। এর প্রধান কারণ সচেতনতার অভাব। এই তো কিছুদিন আগেই শিলিগুড়ির শান্তিনগরের একটি বাড়িতে অবৈধ পেট্রোল মজুত করে রাখায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সেই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিতও হয়। অথচ আমরা দু'পয়সা বেশি আয়ের আশায় এই অবৈধ কারবারে লিপ্ত হয়ে পড়ছি।

প্রশাসনের তরফে সবার ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। আমাদেরই এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। জনসাধারণের কাছে অনুরোধ, যারা অবৈধ তেল বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত তাদের যেন আর তেল কেনার মাধ্যমে উৎসাহিত না করা হয়। প্রয়োজনে সচেতনতার পাঠও দেওয়া যেতে পারে। সেইসঙ্গে আরও একটু সক্রিয় হওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে আর্জি রইল।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

দুর্গাপুজো কমিটি এবং অনুদান

পুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দুর্গাপুজো কমিটিকে সরকারি অনুদান দেওয়া শুরু হয়েছিল প্রথম ২৫ হাজার টাকা থেকে। অনুদানের পরিমাণ প্রতি বছরই বাড়ানো হচ্ছে। এবছর (২০২৪) ৪৩ হাজারেরও কিছু বেশি পুজো কমিটিকে ৮৫ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়ে মোট ৩৬৫ কোটিরও বেশি রাজস্ব ব্যয় করা হয়েছে।

অনেক পুজো কমিটি সরকারি অনুদান পাওয়া সত্ত্বেও সাধারণ ব্যবসায়ীদের থেকে জোরজুলুম করে চাঁদা আদায় করেছে। তাছাড়া সরকারি অনুদানের অর্থে রাতভর ডিজে বাজানো, নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপের দৃশ্য তো হামেশাই গোচরে আসে।

বেশিরভাগ পুজো কমিটির কাছে সরকারি অনুদান খরচ করার সাপেক্ষে কোনও ভাউচার রাখা হয় না। তাই যেসব দুর্গাপুজো কমিটি সরকারি অনুদান পেয়েছে, সেইসব কমিটির পুজো সম্পাদনের বিষয়ে সব আয় এবং ব্যয়ের হিসাব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের দ্বারা করানো হোক এবং পরের বছরের অনুদান পাওয়ার জন্য ওই অডিট সার্টিফিকেট পেশ করা বাধ্যতামূলক করা হোক।

ভীমনারায়ণ মিত্র
দেবীনগর, রায়গঞ্জ।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

হিংসার উৎসবে বাজে মরণের উন্মাদরাগিণী

ঘৃণাই যদি আশ্রয় হবে আমাদের, তবে এত কবি, এত প্রাবন্ধিক, এত ঔপন্যাসিক, এত গীতিকার– এসবের দরকারটাই বা কীসের?

কল্যাণময় দাস

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের কেউ নেই, একথা বললে প্রকৃতার্থে মিথ্যেই বলা হবে। সত্যি কথা হল, যুদ্ধ ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই এই বিশ্বে। রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয় প্রমুখ আছে ঠিকই বইয়ের পাতায় পাতায়, কিন্তু যুদ্ধ আছে আমাদের প্রতিটি মনে মনে, পাড়ায় পাড়ায়, দেশে দেশে। 'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে ঘটেছে সংগ্রাম- প্রলয়মন্থনক্ষোভে ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায় ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়'। ১৮৯৯ সালে রবিবাবু এই কবিতাটা লেখেন। ১২৫ বছর পরেও কতটা প্রাসঙ্গিক এই কবিতা! প্রতিবেশী দেশ তো বটেই মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যায় আমরা কতটা বর্বর এবং কতখানি সভ্য!

পৃথিবীর তামাম সংবাদমাধ্যমে সবসময় ছোট-বড় নানান হিংসার ছবি দেখানো হচ্ছে। দেখলে মনে হয় মানুষ প্রকৃতার্থে হিংসার মধ্যেই বসবাস করতে ভালোবাসে। পাড়া-মহল্লার বাঁশ-বাখারির ডাং থেকে শুরু করে নিউক্লিয়ার বম্ব- চিত্রটা ভয়ানক। কোথাও জমি দখল তো কোথাও দেশ দখল। কোথাও মেয়ে দখল তো কোথাও পুরুষ দখল। চারদিকে জল-জঙ্গল-জমি দখলের দবদবা। রাষ্ট্র ক্রনি-ক্যাপিটালিজমে আর রাজনীতি 'দাদা' ইজমের কলার তুলে এগিয়ে চলেছে। কোথায় যাবে নাগরিক! কীভাবে এর থেকে নিস্তার পাবে পৃথিবী- কারও কাছেই এর বৈজ্ঞানিক উত্তর নেই, নেই দর্শনগত উত্তর। আর থাকলেও শুনছেই বা কে?

আমাদের সামনে কোনও 'ক্ষুধাহরণের সুধাক্ষরণের উদাহরণ' নেই, শুধু চারপাশে 'সুধাহরণের ক্ষুধাভরণের উদাহরণ'। পড়শি দেশেও তাই। একে অন্যকে ঘেন্না করতে শেখাচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে, মিডিয়ায়। আমরা সেই ঘেন্না বহন করে নিয়ে চলেছি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের দিকে। এর শেষ নেই। ঘৃণাই যদি আশ্রয় হবে আমাদের তবে এত কবি, এত কবিতা, এত প্রাবন্ধিক, এত প্রবন্ধ, এত ঔপন্যাসিক, এত উপন্যাস, এত গীতিকার, এত গান- এসবের দরকারটাই বা কীসের? একসময় আমরা আবৃত্তি করেছি- 'তোমার শীতললক্ষা আর আমার ময়ূরাক্ষী/তোমার ভৈরব আর আমার রূপনারায়ণ... আমাদের এক রবীন্দ্রনাথ এক নজরুল'। সবই কি বৃথা!

অন্ধ হিংসার ভেতর জন্ম নিচ্ছে নিজেকেই মারার প্রক্রিয়া। জন্ম নিচ্ছে ভাষা থেকে শুরু করে সমগ্র অস্তিত্ব বিপন্ন করার অভিপ্রায়। জন্ম নিচ্ছে একটা প্রবল বর্ণময় সৃজন-ঐশ্বর্যে-ভরা ভাষাগোষ্ঠীকে শেষ করে দেবার চিন্তন। এই ঘূর্ণিপাকে দুই দেশের গলাগলি কখন যেন গালাগালিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে অপরিণত ছেলেছোকরাদের ইতরামিতে, তা কেউ গায়েই মাখছি না। কিন্তু এটা তো হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু হল, হচ্ছে। শুধুমাত্র হাহাকার ছাড়া আমাদের মতো লেখুড়েদের আরও কী-ই বা করার আছে! সমস্ত আশার বাণীকে থেকে থেকেই মনে হয় অসার বাণী। কেননা আমরা এতবার ঠকেছি রাষ্ট্রযন্ত্রের ঠোক্করে, এতবার ছিন্নমূল হয়ে ছন্নছাড়া হয়েছি- তবু কি একবারও আমাদের কোনও জ্ঞান হয়েছে? মাঝে মাঝে মনে হয় 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে' নিজেদের বিপন্ন করে তোলার অন্ধকার বাসনা। এর থেকে কি মানুষের রেহাই নেই!

বছরের শেষপ্রান্তে এসে একটাই কামনা তবু আমাদের হোক, 'আমরাই একে অন্যের হৃদয়ের অনুবাদ/মর্মের মধুকর, মঙ্গলের দূত/আমরাই চিরন্তন কুশলসাধক'।

(লেখক নাট্যকর্মী। কোচবিহারের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০১৮

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। উলের তৈরি বসার আসন ৩। দহন বা জ্বলন ৫। পল্লি বা পাড়া ৬। বাগে আনা, জবরদখল বা গ্রাস ৮। এক ধরনের পাখি ১০। মহাসাগর বা অনন্ত জলরাশি ১২। প্রচণ্ড ধারালো বা তীক্ষ্ম ১৪। মেয়েদের কোমরে কাপড়ের গিঁট ১৫। গাছের মূল থেকে শাখা পর্যন্ত অংশ ১৬। রীতি বা আচরণবিধি।

উপর-নীচ : ১। অসাবধানতা বা অমনোযোগ ২। অকারণে যে প্রশংসা করে ৪। প্রতিবিধান, ভারমুক্ত করা বা কমানো ৭। ব্যবসায়ে বিনিয়োগ ৯। সৌরজগতের একটি গ্রহ ১০। পাশা খেলায় দক্ষ ১১। তাড়িয়ে দেওয়া, বর্জন করা বা বাইরে রাখা ১৩। সুসজ্জিত পালকি।

সমাধান ■ ৪০১৭

পাশাপাশি : ১। অস্ফুট ৩। চারুলতা ৪। গরল ৫। বাসি বিয়ে ৭। দফা ১০। নিকা ১২। কিংখাব ১৪। তালাক ১৫। গোবেচারা ১৬। নারদ।

উপর-নীচ : ১। অপবাদ ২। টগর ৩। চালবাজ ৬। বিনুনি ৮। ফার্লং ৯। ধ্রুবতারা ১১। কাকপদ ১৩। ঢাকনা।

বিন্দুবিসর্গ

মমতার গান

দুর্গাপুজোর পর বড়দিন উপলক্ষ্যেও গান লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরও তিনিই দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার অ্যালেন পার্কের অনুষ্ঠানে শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সেই গান শোনানো হয়।

সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ

রাজ্যে উপাচার্য নিয়োগে দেরি হওয়ায় এবার সুপ্রিম কোর্টে আইনি পরামর্শ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, '১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ আটকে রয়েছে।'

ট্রেন বাতিল

শনিবার থেকে আগামী এক মাস হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখায় ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে। পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৩০ জোড়া লোকাল ট্রেনের পাশাপাশি বেশকিছু দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

শিশু বিক্রিতে ধৃত

হাওড়ার শালিমারে শিশু বিক্রি চক্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি। ধৃতের নাম সৌরভ অধিকারী। বাড়ি নদিয়ার হাঁসখালিতে।

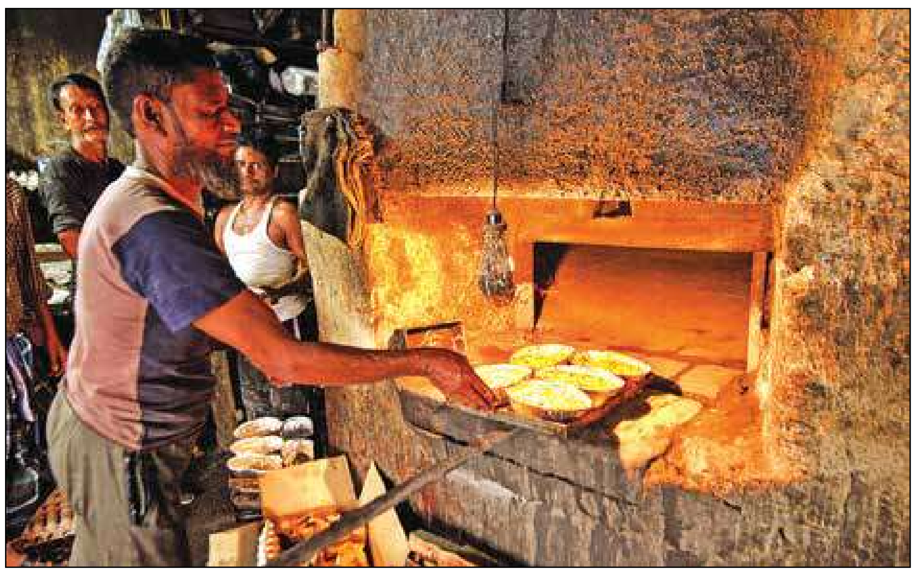

শীতকাল যেন মিলিয়ে দিল শহর ও গ্রামকে। একদিকে তৈরি হচ্ছে কেক, অন্যদিকে খেজুরের গুড়। বৃহস্পতিবার বৌবাজারের একটি বেকারিতে আবির চৌধুরী এবং নলহাটিতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

সেন্সর করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফের অনুষ্ঠানে যোগ মেয়রের

সারাক্ষণ মমতার নজরে ববি

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে অশান্ত পরিস্থিতির আবহে এদেশের সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরু হয়ে যাওয়ার কথা বলে বিতর্ক তৈরি করে দলের রোষানলে পড়েছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর মন্তব্য যে দল অনুমোদন করে না তা দলের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েও দেওয়া হয়েছিল। আপাতত দশ দিন কোনও সরকারি বা বেসরকারি অনুষ্ঠান যেখানে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেইসব অনুষ্ঠানেও ফিরহাদকে যেতে নিষেধ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার দক্ষিণ কলকাতায় ধনধান্য স্টেডিয়ামে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত সংখ্যালঘু দিবসের অনুষ্ঠানে দলের অন্যতম সংখ্যালঘু মুখ ফিরহাদ অনুপস্থিত ছিলেন। তখনই বোঝা গিয়েছিল, ফিরহাদকে কিছুদিনের জন্য হলেও সেন্সর করছে দল। কিন্তু বৃহস্পতিবার পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে বা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বড়দিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দেখা গেল ফিরহাদকে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ দিতে গিয়ে উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে

ক্রিসমাস কার্নিভাল উদ্বোধনে মমতা। রয়েছেন ফিরহাদও। বৃহস্পতিবার কলকাতার অ্যালেন পার্কে।

ফিরহাদের নামই প্রথম করলেন। তখনই প্রশ্ন উঠছে, রাতারাতি কী এমন ঘটল যে ফিরহাদকে ফের স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনা হল? এদিন বিকেলের পর থেকে এই নিয়ে সরগরম থাকল রাজ্য রাজনীতি।

তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশ মনে করছেন, ফিরহাদকে এদিন সংবাদমাধ্যমের ধারেকাছে ঘেঁষতে দেখা যায়নি। দুটি অনুষ্ঠানে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যেই ছিলেন। কারণ, ফিরহাদের মন্তব্যে যে মুখ্যমন্ত্রী রুষ্ট হয়েছেন, তা এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণেও উঠে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'আমরা সব ধর্মকে সম্মান করি। কাউকে ছোট বা বড় মনে করি না।' মুখ্যমন্ত্রী যখন এই কথা বলছিলেন, তখন ফিরহাদকে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে থাকতে দেখা গিয়েছে। এছাড়া ফিরহাদের এই মন্তব্য দলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠরাও ভালো চোখে দেখেননি। 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতিতে দলকে চলতে হবে বলে অনেক আগে থেকেই বার্তা দিয়েছিলেন অভিষেক। তখনই ফিরহাদের প্রসঙ্গও এসেছিল। কারণ, রাজ্যের মন্ত্রীর পাশাপাশি ফিরহাদ কলকাতা পুরসভার মেয়র পদেও রয়েছেন। অভিষেকপন্থীরা প্রকাশ্যেই ফিরহাদের দুটি পদে থাকার বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু পরে এই অধ্যায় কিছুটা হলেও স্তিমিত হয়ে যায়। এখন বেফাঁস মন্তব্যের পর তাঁকে একটি পদ থেকে সরানোর ব্যাপারেও ফের সওয়াল উঠতে শুরু করেছে। তাই এদিনের অনুষ্ঠানে ফিরহাদ থাকলেও তাঁকে কিন্তু বলতে দেওয়ার কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাই ফিরহাদের বিরুদ্ধে সেন্সরশিপ উঠে গিয়েছে মনে করার কোনও কারণ নেই।

যদিও দলের অন্য অংশের বক্তব্য, ফিরহাদের ওই মন্তব্য বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা। দল যে তা অনুমোদন করে না, তা দলের পক্ষ থেকে আগেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয়, ফিরহাদের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছেন দলনেত্রী। ফিরহাদ এখনও দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির অন্যতম সদস্য। কিন্তু সংবাদমাধ্যম তাঁর মন্তব্যে ভুল ব্যাখ্যা করেছিল। বিরোধীরা সেই সুযোগ নিয়েছিল। তাই আপাতত তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে আসতে চাইছেন না। তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা অবশ্য বলেন, বাংলাদেশের এই অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলার বলছেন। সেখানে ফিরহাদের আগ বাড়িয়ে মন্তব্য করতে যাওয়া ঠিক ছিল না। তা দলনেত্রীও তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই বৃহস্পতিবার যে দুটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন, ফিরহাদকে তাঁর চোখে চোখেই রেখেছিলেন।

ফের তদন্তের আবেদন নির্যাতিতার বাবা-মা'র

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বিচারপ্রক্রিয়ায় ত্রুটির অভিযোগ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। আবারও তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। তবে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এখনই নিম্ন আদালতে চলতে থাকা বিচারপ্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দেননি। সিবিআইকে বিচারপ্রক্রিয়ার ওপর ওঠা অভিযোগ নিয়ে অবস্থান জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এখনই বিচারপ্রক্রিয়ার ওপর হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করেনি। ২৪ ডিসেম্বর তদন্তের গতিপ্রকৃতি সিবিআইকে জানাতে হবে। তারপর আদালত পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে বলে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ।

নিম্ন আদালতে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে। সম্প্রতি অতিরিক্ত চার্জশিট না দেওয়ার ফলে জামিন পেয়ে যান সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডল। তারপরই সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ঘটনার ৪ মাস পেরিয়েছে। নির্যাতিতার পরিবারের তরফে অভিযোগ, সিবিআইয়ের তদন্তের প্রকৃতি নিয়ে তাঁরা আস্থা রাখতে পারছেন না। এদিন আদালতে নির্যাতিতার পরিবারের তরফে আইনজীবী সুদীপ্ত মৈত্র, রাহুল কর্মকার ও গার্গী গোস্বামী আদালতে জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত অনেকেরই সাক্ষ্য নেওয়া হয়নি। আরজি কর হাসপাতালের ডেপুটি

> আমার সাক্ষ্য নেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে বাবা সাক্ষি দিয়েছে, মায়ের আর সাক্ষ্যের দরকার নেই। আদালতে রুদ্ধদ্বারকক্ষে বিচারপ্রক্রিয়া চলার সময় আমাদের থাকতে দেওয়া হয়নি।
>
> **নির্যাতিতার মা**

সুপারের সাক্ষ্য নেওয়া হয়নি। তদন্ত এবং বিচারপ্রক্রিয়া হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে চলুক।

সিবিআইয়ের তরফে আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার জানান, আদালতে এখনও পর্যন্ত ৫১ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তদন্ত কোন প্রক্রিয়ায় চলছে, সিবিআই তার সমস্ত নথি আদালতে পেশ করতে পারে। তাই বিচারপ্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ না দেওয়ার আর্জি জানায় সিবিআই। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, নিম্ন আদালতে বিচারপ্রক্রিয়া চলছে। আদালত এখনই তাতে স্থগিতাদেশ দিতে চায় না। প্রয়োজনে পুনরায় তদন্তের নজরদারি করতে পারে আদালত।

নির্যাতিতার বাবা এদিন বলেন, 'আমরা হতাশ। কিন্তু আমাদের তো আদালত ও সিবিআই ছাড়া কোথাও যাওয়ার পথ নেই।' নির্যাতিতার মা দাবি করে বলেন, 'আমার সাক্ষ্য নেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে বাবা সাক্ষি দিয়েছে, মায়ের আর সাক্ষ্যের দরকার নেই। আদালতে রুদ্ধদ্বারকক্ষে বিচারপ্রক্রিয়া চলার সময় আমাদের থাকতে দেওয়া হয়নি। সিবিআই এবং আইনজীবীর তরফে ভিতরে থাকতে নিষেধ করা হয়।' তবে তাঁরা অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থা দ্বারা তদন্ত চাইছেন কি না সে বিষয়েও এদিন স্পষ্ট করা হয়নি।

সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত শিয়ালদা আদালতে ৫১ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তবে অতিরিক্ত চার্জশিট কবে আদালতে পেশ করা হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। শুক্রবার থেকে অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

বড়দিনের ছুটি বাতিলে কেন্দ্রের নিন্দায় মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বড়দিনের উৎসবে যোগ দিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করতে ছাড়লেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে অ্যালেন পার্কে বড়দিনের উৎসবে উদ্বোধনে গিয়ে কলকাতার সংস্কৃতি, সম্প্রীতির কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেন মমতা। তিনি বলেন, 'কলকাতা হল সাংস্কৃতিক রাজধানী, কলকাতা সম্প্রীতিরও। সবচেয়ে দুঃখজনক ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন ন্যাশনাল হলিডে। সেই ছুটিও কেন্দ্রীয় সরকার বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজ্য তা করেনি, আগামী দিনেও করবে না।' ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'আমরা এই রাজ্যে সম্প্রীতির বার্তা দিই। সমস্ত উৎসবে সবাই একত্রিত হই। আগামী কয়েকদিন পার্ক স্ট্রিট সারা বাংলার মানুষের গন্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। ভিড়ের জন্য ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর পার্ক স্ট্রিটে গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখা হবে।'

চিকিৎসকদের ধর্নায় অনুমতি

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে বিচার চেয়ে এবং সিবিআইয়ের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে অবস্থান বিক্ষোভের পরিকল্পনা করে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস বা চিকিৎসকদের সংগঠন। বৃহস্পতিবার বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ এই ধর্না কর্মসূচিতে অনুমতি দিয়েছেন। ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁরা চৌরঙ্গীতে মেট্রো সিনেমা হলের বিপরীতে কর্মসূচি করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন বিচারপতি।

পদ্মে অ্যাডহক রাজ্য সভাপতির সম্ভাবনা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : রাজ্য বিজেপি'র সদস্য সংগ্রহের হাল এমনই যে সাংগঠনিক নির্বাচনই প্রশ্নচিহ্নের মুখে। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে রাজ্য সভাপতি ঘোষণা করতে হবে দিল্লিকে। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মণ্ডল, জেলা ও প্রদেশের নির্বাচন করা না গেলে অ্যাডহক রাজ্য সভাপতি ঘোষণা করতে হতে পারে গেরুয়া শিবিরকে। বৃহস্পতিবার সল্টলেকে দলের রাজ্যস্তরে সক্রিয় সদস্যকরণ নিয়ে কর্মশালায় দলের প্রাথমিক সদস্যের যে তথ্য উঠে এসেছে তা থেকে এই আশঙ্কা করছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। আশঙ্কার মধ্যেই রাজ্যে দলের সাংগঠনিক নির্বাচনের জন্য রাজ্য রিটার্নিং অফিসার করা হল রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মনকে। সহযোগী হিসাবে প্রাক্তন সাংসদ সুভাষ সরকার ও তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতী রাভা রায়কে দায়িত্ব দিয়েছে দল।

২৭ অক্টোবর অমিত শার হাতে শুরু হয়েছিল রাজ্যের সদস্যতা অভিযান। তারপর প্রায় দুই মাসে দফায় দফায় বিশেষ অভিযান করে এখনও পর্যন্ত রাজ্যস্তরে প্রাথমিক সদস্য করা গিয়েছে ২৬ লক্ষ ৯৩ হাজার। প্রাথমিক সদস্যতা করার জন্য ৩১ ডিসেম্বরের লক্ষ্মণরেখা টেনে দিয়েছে দল। এই পরিস্থিতিতে এদিন সল্টলেকের একটি বেসরকারি হোটেলে প্রাথমিক সদস্যতা অভিযানের পর্যালোচনা ও পরবর্তী ধাপে সক্রিয় সদস্যতা অভিযান শুরুর বিষয়ে রাজ্যস্তরের কর্মশালা হয়। কর্মশালায় ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতা মঙ্গল পান্ডে, অমিত মালব্যরা। সূত্রের খবর, সদস্য সংগ্রহের হাল দেখে এদিন ফের গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পান্ডে। রাজ্য নেতৃত্বের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'সাংগঠনিক নির্বাচন করা যাবে তো?' পরিহাস করে বলেন, 'সদস্যতা অভিযানে আপনারা তো পাশ মার্ক পাওয়ার যোগ্য নন। ৩৪ পেলে পাশ, কিন্তু আপনারা পেয়েছেন ২৬ শতাংশের কিছু বেশি।'

সদস্যতা অভিযানে উত্তরবঙ্গে

> সদস্যতা অভিযানে আপনারা তো পাশ মার্ক পাওয়ার যোগ্য নন। ৩৪ পেলে পাশ, কিন্তু আপনারা পেয়েছেন ২৬ শতাংশের কিছু বেশি।
>
> **মঙ্গল পান্ডে**

একমাত্র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের জেলা ছাড়া বাকিরা ফেল। দক্ষিণবঙ্গে নবদ্বীপ জোন (রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, নদিয়া) ছাড়া বাকিদের অবস্থা তথৈবচ। শুভেন্দু অধিকারীর জেলা কাঁথি, তমলুক ছাড়া বাকি জেলার হাল খারাপ।

বৈঠকে যোগ দেওয়া এক নেতা বলেন, এখনও পর্যন্ত সদস্য সংগ্রহের সংখ্যা লক্ষ্যের থেকে কয়েক যোজন দূরে। আগামী ১০-১২ দিনে খুব বেশি পরিবর্তন সম্ভব নয়। ১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে জেলা ও মণ্ডল স্তরে সক্রিয় সদস্যকরণের কর্মশালা। ৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে বুথের সাংগঠনিক নির্বাচন। এরপর দু-সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে মণ্ডল ও জেলার নির্বাচন শেষ করতে হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রতি মণ্ডলে অন্তত ৫০ জন করে সক্রিয় সদস্য করার মতো অবস্থায় নেই আমরা। কিন্তু তা না করা গেলে ওই মণ্ডলের নির্বাচন করা যাবে না। আবার অন্তত ৫০ শতাংশ মণ্ডলে নির্বাচন করা না গেলে জেলার নির্বাচন করা যাবে না। জেলা নির্বাচন না হলে রাজ্য সভাপতি নির্বাচনও আটকে যাবে। কিন্তু প্রদেশের নির্বাচনের জন্য জাতীয় সভাপতি নির্বাচন তো আটকে থাকতে পারে না। সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে অ্যাডহক রাজ্য সভাপতি ঘোষণা করে দিতে পারে দিল্লি।

যদিও বঙ্গ বিজেপিতে অ্যাডহক রাজ্য সভাপতি একেবারে নতুন কিছু নয়। কিন্তু এবার ১ কোটি সদস্য করার ঢক্কানিনাদ করেও শেষপর্যন্ত যদি পর্যাপ্ত সদস্যের অভাবে নির্বাচন এড়িয়ে অ্যাডহক রাজ্য সভাপতি ঘোষণা করতে হয়, সেটা দলের কাছে চূড়ান্ত বিড়ম্বনার হবে বলেই মনে করছে দলের একাংশ।

শুক্রবারের সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার রাতেই শিলিগুড়ি আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে শিলিগুড়ি যেতে হওয়ায় এদিনের বৈঠকে ছিলেন না সুকান্ত। সংসদ চালু থাকায় সদস্যতা অভিযানের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যও ছিলেন না কর্মশালায়। মহিষাদলের সভায় ছিলেন শুভেন্দু।

কোটি কোটি টাকা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : ইডি'র চার্জশিটে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার বিরুদ্ধে বেআইনি লেনদেনের অভিযোগ করা হয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পঞ্চম অতিরিক্ত চার্জশিটে এই সংস্থাকে অভিযুক্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে। ইডি'র দাবি, এই সংস্থার সঙ্গে ৪টি সংস্থার বেআইনি লেনদেন হয়েছে। ওই সংস্থাগুলি থেকে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা জমা পড়েছে। অথচ খাতায়-কলমে দেখানো হয়েছে কেটলি, চশমা, কার্ডের ব্যবসা হয়েছে। তাই টাকার লেনদেন হয়েছে। কিন্তু ইডি'র দাবি, নথিতে যা উল্লেখ রয়েছে বাস্তবে তা হয়নি। বেশ কিছু সংস্থা থেকে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়েছে।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি'র চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, মোট ২ কোটি ৮৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৪৩৫ টাকা ৪টি সংস্থার মাধ্যমে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি এই ৪টি সংস্থার মধ্যে কয়েকটি সংস্থায় তল্লাশি চালানো হয়। সেই সূত্রেই ইডি'র হাতে বেশকিছু নথি এসেছে। যার মাধ্যমে তদন্তকারী আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, বাস্তবে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের সঙ্গে এই সংস্থাগুলির কোনও ব্যবসায়িক লেনদেন হয়নি।

ইসরোর সাহায্যে গঙ্গাসাগরে নজর

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে অশান্ত পরিস্থিতি। এর মধ্যেই ৭ জানুয়ারি থেকে গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হতে চলেছে। মেলায় যাতে কোনও নাশকতা না হয় তার জন্য আগেই একাধিক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ইসরোর সাহায্যে স্যাটেলাইট ও জিপিএস ট্র্যাকিং করা হবে। তার ফলে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা সম্ভব হবে। গোটা গঙ্গাসাগরজুড়ে প্রায় আড়াই হাজার সিসিটিভি ও বেশ কয়েকটি ড্রোনের সাহায্যেও নজরদারি চালানো হবে। গঙ্গাসাগরে রাজ্য সরকারের যে মেগা কন্ট্রোলরুম তৈরি হচ্ছে, সেখান থেকেই পুরো গঙ্গাসাগরের নজরদারি চালানো হবে। মেলার অন্তত এক সপ্তাহ আগে থেকে রাজ্য পুলিশের কয়েকজন দুঁদে পুলিশ কর্তাকে গঙ্গাসাগর যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। গোয়েন্দা দপ্তরের বিশেষ দলও সেখানে আগে থেকেই পৌঁছে যাবে।

জবাব তলব

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। এই মামলায় বৃহস্পতিবার রিপোর্ট জমা দেন ওই কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার। মামলাটিতে রাজ্য সরকার পক্ষ হিসেবে যুক্ত না থাকা সত্ত্বেও রিটার্নিং অফিসারের রিপোর্ট জমা দেওয়ায় ক্ষোভপ্রকাশ করেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। ওই রিটার্নিং অফিসারের থেকে লিখিত জবাবদিহি তলব করেছেন বিচারপতি।

কন্যাশ্রী পোর্টালে ছয় নির্দেশিকা

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : ট্যাব কেলেঙ্কারির পর একাধিক সামাজিক প্রকল্পে সুরক্ষা আনতে কয়েক দফা নির্দেশিকা দিয়েছিল অর্থ দপ্তর। এবার কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকাও যাতে নয়ছয় না হয়, তার জন্য ৬ দফা নির্দেশিকা দিল রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তর। কন্যাশ্রী পোর্টালকে আরও বেশি নিরাপদ করতে এই নির্দেশিকা মানা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অবিলম্বে প্রত্যেকটি অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড বদল করতে হবে। পাশাপাশি পোর্টালের সফটওয়্যারও আপডেট করে নিতে হবে। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনও ম্যালওয়্যার বা সফটওয়্যার সিস্টেমে থাকলে তা মুছে ফেলতে হবে। পোর্টালের নিরাপত্তা ঠিক আছে কি না তা প্রতিবার টাকা পাঠানোর আগে দেখে নিতে হবে। জানুয়ারিতে ফের এই প্রকল্পে টাকা পাঠানোর কথা রয়েছে।

এর আগে তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে অ্যাকাউন্টে জালিয়াতি করে অনেক ছাত্রের টাকা লোপাট হয়েছিল। তদন্তে নেমে কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তারও করেছিল। তাই প্রতিটি সামাজিক প্রকল্পের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার।

কলকাতার প্রেমে কাশ্মীরি তরুণ

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : চারিদিকে এত আলো, বিশাল বিশাল বাড়ি, অজস্র লোকের আনাগোনা, হাজার হাজার বাস চমকে দিয়েছে রউফ ফারুককে। প্রথমবার কলকাতায় এসে খুশিতে তাই ডগমগ এই কাশ্মীরি তরুণ। প্রতিবেশীদের সঙ্গে তিনিও এসেছেন কলকাতায় 'ড্রাই ফ্রুট' বিক্রি করতে।

আর পাঁচটা কাশ্মীরি তরুণের মতোই সুঠাম চেহারা রউফের। কথায় কাশ্মীরি টান। ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে কথা বলছেন সকলের সঙ্গে। আখরোট, লাল ও কালো কিশমিশ, পেস্তা সহ বিভিন্ন লোভনীয় 'ড্রাই ফ্রুট' বিক্রি করতে ১২ দিন ধরে বসছেন ডালহৌসি মোড়ে। খাস কাশ্মীর থেকে আনা এই 'ড্রাই ফ্রুট' কিনতে জমছে ভিড়। বিক্রির সময় সকলকে একটা কথাই বলছেন, গুণগত মান নিয়ে কোনও কথা হবে না।

মুখে সবসময় হাসি রয়েছে রউফের। মাঝেমাঝে 'দেশ' থেকে আসছে ভিডিও কল। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে কলকাতা শহরের একাংশ দেখিয়ে দিচ্ছেন রউফ। সেইসময় চোখেমুখে ঠিকরে বের হচ্ছে খুশির ঝলক। কাশ্মীরের ভাষায় বোঝাচ্ছেন এই শহরের মাহাত্ম্য। কুলগামে থাকেন রউফ। বাবা-মা ছাড়াও বাড়িতে আছে দুই বোন ও এক ভাই। আর্টস নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করছেন তিনি। একইসঙ্গে চাকরির প্রস্তুতিও

ড্রাই ফ্রুটস নিয়ে ফুটপাথে রউফ ফারুক। বৃহস্পতিবার ডালহৌসিতে।

নিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জায়গায় চাকরির জন্য ইন্টারভিউও দিয়েছেন। আগামী মার্চ মাসে রেলের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এখন। একগাল হেসে বলেন, 'চাকরি পেয়ে গেলে সাংসারিক অনটন খানিকটা মিটবে।'

মাত্র ১২ দিনেই প্রেমে পড়ে গিয়েছেন এই শহরের। কলকাতাকে যে 'সিটি অফ জয়' বলা হয় তা জানেন। সে কথা মনে করিয়ে রউফ বলেন, 'এখানকার মানুষ এত ভালো যে মনেই হচ্ছে না বহু দূরে বাড়ি ছেড়ে এসেছি এখানে।' ডালহৌসিতে ফুটপাথের পাশে চৌকি পেতে চলছে তাঁর বর্তমান অস্থায়ী দোকান। উলটোদিকেও দু'পাশের দোকানিদের সঙ্গে আলাপ ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে। তাঁরাও জানান, অত্যন্ত ভালো ছেলে রউফ।

কলকাতায় এলেও এখনও এখানকার বিখ্যাত মিষ্টি 'রসগোল্লা' খাওয়া হয়নি তাঁর। বলেন, 'অনেক সকালে দোকান খুলতে হয়, তাই খাওয়া হয়নি। দু'একদিনের মধ্যেই পেট ভরে রসগোল্লা খাব।' গল্প শুনলেও খাওয়া হয়নি বাঙালির বিখ্যাত মাছ-ভাত। সময়ের অভাবই এর কারণ। তবে আশপাশের দোকানের গরম গরম শিঙাড়া, গোলাপজাম খেয়েছেন। তাতেই 'ফিদা' তিনি।

কলকাতার বিখ্যাত চিড়িয়াখানা, পার্ক স্ট্রিট, কালীঘাট সহ বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখার পরিকল্পনাও আছে। তিনি জানান, 'ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে কাশ্মীরে ফিরে যাওয়ার আগে ১০ দিন কলকাতার সবকিছু ঘুরে দেখবেন। চেখে দেখবেন এখানকার লোভনীয় খাবার। 'দাদা' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িও যে এই শহরে, তা জানেন। তাই সেই বাড়ি দেখার ইচ্ছা আছে। আগামী বছর যে ফের আসবেন, সে কথা এখনই দিয়ে ফেললেন 'কলকাতাপ্রেমী' রউফ।

বড়দিনের আগে উৎসবের মেজাজে তরুণীরা। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

শুভেন্দুর সাফাই

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : 'কাঁথির সমবায় নির্বাচনে বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। তৃণমূলের বিরুদ্ধে যারা লড়েছে, আমরা তাদের সমর্থন করেছি। তাই কাঁথি সমবায় নির্বাচনে বিজেপি হেরেছে, এই তত্ত্বের কোনও মানে নেই,' অধিকারী গড়ে কাঁথি সমবায় নির্বাচনে বিজেপির পরাজয় নিয়ে বৃহস্পতিবার এই সাফাই দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সমবায় নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর এদিনই প্রথম মহিষাদলে প্রতিবাদ সভা করে বিজেপি। কাঁথি সমবায় নির্বাচনে 'গোহারা' হারার পর ভোট লুটের অভিযোগ করেছিলেন শুভেন্দু ও বিজেপি। এদিনও সেই ভোট লুটের অভিযোগকে হাতিয়ার করেই শুভেন্দু নিশানা করেন হলদিয়ার তৃণমূল নেতা আজিজুল ও মহিষাদলের বিধায়ক তিলক চক্রবর্তীকে। মহিষাদলের বিধায়কের নাম না নিয়ে তাঁকে সাইকেল মিস্ত্রি বলে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'এই অবচীন সাইকেল মিস্ত্রি বলেছে, ২৬শে শিশিরবাবুর তুলসীতলায় কে বা বাতি দেয় রে। ছবি বলে কেউ নাই কেউ নাই।' এরপর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, '২৬ সালে আপনার তুলসীতলায় কে বাতি দেয় দেখব। সেই দিনটার জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি।'

অসম এসটিএফের হানা মুর্শিদাবাদে, মালদায় নজরে ৩ শিক্ষক

জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তার দুই

কল্লোল মজুমদার ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কড়া পাহারায় বিএসএফ জওয়ানরা।

মালদা ও কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : অসমের কোকরাঝাড় ও ধুবরি থেকে ৫ জৈশ-ই-মহম্মদ সংগঠনের সদস্য ধরা পড়ার পরেই মালদা ও মুর্শিদাবাদের সীমান্ত দিয়ে দেশে ঢুকতে পারে জঙ্গিরা, এমনটাই আশঙ্কা ছিল গোয়েন্দাদের। আর সেই আশঙ্কাই হয়তো সত্যি হতে চলেছে। বুধবার ভোর চারটা নাগাদ মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার দুইটি প্রত্যন্ত এলাকায় হানা দেয় অসম এসটিএফের একটি দল। গ্রেপ্তার করা হয় দুই সন্দেহভাজনকে। প্রাথমিকভাবে অনুমান ছিল ধৃতরা জাল পাসপোর্ট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় বেশ কয়েকটি মোবাইল, পেন ড্রাইভ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ধর্মীয় বিষয়ক বইপত্রও। যা থেকে গোয়েন্দাদের অনুমান ধৃতদের সঙ্গে যোগ রয়েছে জঙ্গি সংগঠনের।

ধৃতদের নাম মহম্মদ আব্বাস আলি ও মিনারুল শেখ। ধৃতদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ-র ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনার পরেই মালদার সীমান্তেও বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। বুধবার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অফিসাররা বৈঠকে বসেন। সেখানেই উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলাকে অতি স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপরই এই ৪ জেলার সীমান্ত রক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহেই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে পরিস্থিতির রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। ওই রিপোর্ট দেওয়ার আগে নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেন বিএসএফের কর্তারা। বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি মনিন্দর সিং পাওয়ার বলেছেন, 'সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এছাড়া টহলদারিও আগের তুলনায় অনেকটা বাড়ানো হয়েছে। একটা অনুপ্রবেশও যেন না ঘটে, সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।'

আর এই ঘটনার পরেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর। অধীরের কথায়, 'রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার একটু ভাবুন। আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশের মৌলবাদীরা যদি প্রশ্রয় পায়, ক্ষমতার স্বাদ পায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের দিকে হাত বাড়াবে। বাংলার মুর্শিদাবাদ, মালদা, দিনাজপুরে মুসলিমরা সংখ্যাগুরু। মুর্শিদাবাদে ৭০ শতাংশ মুসলিম বসবাস করে। এরা আগামীদিনে এই এলাকাগুলোকে বাংলাদেশের অতিরিক্ত অংশ হিসেবে দাবি করবে।' এদিন অধীর আরও বলেন, 'আমি একথা বলছি, কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে ইরাক, সিরিয়ায় জন্ম নিয়েছিল আইএস। তাঁদের লক্ষ্য সাম্রাজ্য বাড়ানো। তারা খালিফ বলে দাবি করছে। আগামীদিনে বাংলারও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিকে বাংলাদেশের অঙ্গ হিসেবে দাবি করবে।'

এদিকে মুর্শিদাবাদের এক পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, বুধবার ভোর চারটের সময় মহম্মদ আব্বাস আলির বহরাণের বাড়িতে হানা দেয় এসটিএফ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে দুটি মোবাইল সেট। এরপর অভিযান চালানো হয় হরিহরপাড়ার রুকুনপুরের বাসিন্দা মিনারুল শেখের বাড়িতেও। তাকেও গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। তার কাছ থেকেও বাজেয়াপ্ত হয়েছে দুটি মোবাইল ফোন, একটি পেন ড্রাইভ। তদন্তকারীদের দাবি, দুই ব্যক্তির বাড়ি থেকে জেহাদি কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে এসটিএফ। ধৃতদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ১০, ইউএপিএ ১৩, ইউএপিএ ১৬ সংক্রান্ত ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও ১৮বি, ইউএপিএ ২০ ধারাও যোগ করা হয়েছে।

গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, বাংলাদেশে হাসিনা পরবর্তী জমানায় ক্রমেই শক্তি বাড়াচ্ছে জামাত-উল মুজাহিদিন, আনসারুল্লা বাংলা টিম, হিজবুত তাহরির মতো মৌলবাদী শক্তিরা। ইতিমধ্যে ছাড়া পেয়েছে বহু সন্ত্রাসবাদী। আলফা প্রধান পরেশ বড়ুয়ার মৃত্যুদণ্ড মকুব হয়েছে। এমনকি অস্ত্রাগার লুটের মামলায় শাস্তি থেকেও রেহাই পেয়ে যায় জামাত জঙ্গিরা। এমন পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের রাজ্যগুলিতে জেহাদিরা ঢোকার চেষ্টা করতে পারে বলে তদন্তকারীদের অনুমান।

গোয়েন্দা সূত্র বলছে, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুরের মতো জেলাগুলিতে ক্রমাগত সংগঠন তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। পড়শি দেশের অশান্ত পরিস্থিতিতে বাংলা, অসম, মেঘালয়ের মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে তৎপরতা বাড়িয়েছে কেন্দ্র-রাজ্য তদন্তকারী সংস্থাগুলি।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার তিনজন শিক্ষকের দিকে নজর আছে। একজনের বাড়ি উত্তর মালদায়। সিমির সঙ্গে তাঁদের যোগ রয়েছে। জেলার ১৭২ কিলোমিটার ভারত-বাংলা সীমান্তে ৩২ কিলোমিটারে কাঁটাতার নেই। ১৮ কিলোমিটার নদীপথ। এটাই ভাবাচ্ছে গোয়েন্দাদের। মালদার হবিবপুর ও পুরাতন মালদার কয়েকটি দুর্গম রাস্তা আছে। সেই পথেই জঙ্গিরা ব্যবহার করছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর।

সীমান্ত রক্ষায় কঠোর মনোভাব নিয়েছে বিএসএফ। দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আওতায় ৯১৩.৩২৪ কিলোমিটার স্থল সীমান্ত ও ৩৬৩.৯৩০ কিলোমিটার জল সীমানা রয়েছে। এর মধ্যে ৫৩৮ কিলোমিটারে কোনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। তাই এই এলাকার দিকেই বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। অতিরিক্ত ক্যামেরা বসিয়ে সেখানে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানো হচ্ছে।

বাড়ছে শঙ্কা

- বাংলাদেশে শক্তি বাড়াচ্ছে জামাত-উল মুজাহিদিন, আনসারুল্লা বাংলা টিম, হিজবুত তাহরি
- আলফা প্রধান পরেশ বড়ুয়ার মৃত্যুদণ্ড মকুব, অস্ত্রাগার লুটের মামলায় শাস্তি কমেছে
- রেহাই পেয়েছে জামাত জঙ্গি সহ বহু সন্ত্রাসবাদী
- ভারত-বাংলা সীমান্তের রাজ্যগুলিতে জেহাদিরা ঢোকার চেষ্টা করতে পারে বলে গোয়েন্দা রিপোর্ট

হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে বিধায়ক

বারবিশা, ১৯ ডিসেম্বর : খেতের পাকা ধান কেটে ঘরে তুলেও শান্তি নেই। রোজ রাতে গৃহস্থের বাড়িতে হানা দিচ্ছে হাতির পাল। কখনও বাড়ির উঠনে মজুত ধানের গাদা আবার কখনও ঘরের বেড়া ভেঙে সাবাড় করে দিচ্ছে বস্তাভর্তি ধান। বুধবার গভীর রাতে ৪-৫টি হাতি হানা দেয় বারবিশা সিমলাপাড়ায়। দীপক দাসের শোয়ার ঘরের বেড়া ভেঙে মজুত ধান খেয়ে নেয়। এরপর হামলে পড়ে প্রতিবেশী তপন চৌধুরীর বাড়িতে। সেখানেও ঘরের ক্ষতি করে মজুত ধান খেয়ে পালিয়ে যায় হাতির দল। বৃহস্পতিবার ওই গ্রামে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। গ্রামবাসীদের সমস্যার কথা শোনেন। লোকালয়ে হাতির হানা রুখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য বন দপ্তরের আধিকারিক এমনকি বনমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করার কথাও বলেন।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ দাস বলেন, 'সন্ধ্যা হলেই হাতি চলে আসছে। বন দপ্তর আমাদের আলো বা পটকা কিছুই দেয়নি।' বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ এদিন আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'বক্সার জঙ্গল লাগোয়া ভল্কা-বারবিশা-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায়শই হাতির দল হানা দিচ্ছে। ঘর, ফসলের নষ্ট করছে। সমস্যা মেটাতে গ্রামবাসী এবং বনাধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হবে।'

যক্ষ্মা সচেতনতা নিয়ে আলোচনায় আশাকর্মী। নাগরাকাটায়।

যক্ষ্মা নির্মূলে বড়দেরও টিকাকরণ

নাগরাকাটা, ১৯ ডিসেম্বর : দেশ থেকে যক্ষ্মা রোগকে নির্মূল করাই সরকারের লক্ষ্য। তাই এবার ছোটদের পাশাপাশি বড়দেরও বিসিজি টিকাকরণ শুরু হতে চলেছে রাজ্যে। তবে আপাতত সেটি পাইলট প্রোজেক্ট হিসাবে চালু হচ্ছে। রাজ্যে সাত জেলায় শুরু হবে ওই টিকাকরণ কর্মসূচি। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার রয়েছে। কত মানুষকে এই আওতায় আনা হবে সমীক্ষা চলছে। সমীক্ষা শেষে সেই তথ্য পাঠানো হবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রককে। টিকা এলে কাজ শুরু হয়ে যাবে।

পাইলট প্রোজেক্ট হিসাবে রাজ্যে টিকাকরণ প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানালেন রাজ্য যক্ষ্মা আধিকারিক ডাঃ সন্তোষ রায়। আলিপুরদুয়ারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'সরকারি নির্দেশিকা মেনে যাঁরা ওই টিকা পাবেন তাঁদের তালিকা তৈরি হচ্ছে। আশা করছি সামনের সপ্তাহে তালিকা তৈরির কাজ শেষ হবে। এরপর টিকাকরণ শুরু হবে।'

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, আপাতত ১৮ বা তার বেশি বয়সি নির্বাচিত ব্যক্তিরা বিসিজি টিকার জন্য বিবেচিত হবেন। তাঁদের মধ্যে গত পাঁচ বছরে যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তি, তিন বছরের মধ্যে যাঁরা যক্ষ্মা রোগীর সংস্পর্শে এসেছেন, প্রবীণ নাগরিক, যাঁদের বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) প্রতি বর্গমিটারে ১৮-এর কম, ধূমপান করা ব্যক্তি ও ডায়াবিটিস আক্রান্তরা রয়েছেন। জলপাইগুড়ি রানি অশ্রুমতী যক্ষ্মা হাসপাতালের সিনিয়ার মেডিকেল অফিসার ডাঃ সব্যসাচী সেনগুপ্ত বলেন, 'যক্ষ্মায় আক্রান্ত হতে পারে এমন ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের জন্য আপাতত এই প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। এতে ওই মানুষজন অনেকটাই সুরক্ষিত থাকবেন।'

এজন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক আপাতত নির্দিষ্ট কিছু রাজ্যকে বেছে নিয়েছে। সেই রাজ্যগুলি আবার কয়েকটি জেলাকে বেছে নিয়েছে। শিশুদের মতো বড়দেরও এক ডোজের টিকা দেওয়া হবে। টিবি আক্রান্তের সংখ্যা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

এই রোগ দূরীকরণে জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচির মাধ্যমে বড়দের বিসিজি টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

ডুবে মৃত্যু ৩ পড়ুয়ার

মাথাভাঙ্গা, ১৯ ডিসেম্বর : নদীতে ঝিনুক কুড়োতে যাওয়া যে এতটা মর্মান্তিক হতে পারে তা কে-ই বা জানত! অসাবধানে সেই কাজ করতে গিয়েই দুর্ঘটনায় তিন খুদের মৃত্যু হল। বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েতের নগর গোপালগঞ্জ গ্রামে ধরলা নদীর ঘাট এলাকার ঘটনা। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম অঙ্কুর বর্মন (১০), আকাশ অধিকারী (১২) ও সুস্মিতা অধিকারী (১৪)। সম্পর্কে তারা মামাতো ও পিসতুতো ভাইবোন ছিল। হাসানের ঘাটে জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা নতুন কোনও বিষয় নয়। এর আগেও একাধিকবার হাসানেরঘাট সংলগ্ন এলাকায় ধরলা নদীতে জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তবে একসঙ্গে তিনজনের মৃত্যুর ঘটনা এই প্রথম।

গরুমারার জঙ্গলে আহারে ব্যস্ত জোড়া গন্ডার। - সংবাদচিত্র

আঞ্চলিক ভাষা রক্ষার পরামর্শ

বাগডোগরা, ১৯ ডিসেম্বর : বাংলার অনেক সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই বিষয়কে 'আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব' হিসাবে চিহ্নিত করা হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় দিনের আলোচনাচক্রে। বইগ্রামের স্বীকৃতি পেয়েছে আলিপুরদুয়ারের কাছে রাজাভাতখাওয়ার জঙ্গল লাগোয়া যে পানিঝোরা, সেখানে গারো, ভুটিয়া, ওরাওঁ, মঙ্গর সহ বিভিন্ন জনজাতির বাস। অথচ গ্রামের একমাত্র স্কুলটি বাংলামাধ্যম। পড়ুয়ারা স্কুলে বাংলা বলছে, বাংলায় লেখাপড়া শিখছে আবার বাড়িতে সাদরি বা অন্য কোনও জনজাতির ভাষায় কথা বলছে। কখনও পড়ুয়ারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে রাজবংশী ভাষায়।

ভাষা গবেষক জ্যোতির্ময় রায় তাঁর বক্তৃতায় উত্তরবঙ্গের এই সংকটটিই তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গকে আমরা মিনি ভারত বলতে পারি। এই অঞ্চলে ১০০-রও বেশি জনজাতির বাস। তাদের সকলের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি আছে।'

অটোচালক জখম

ফালাকাটা, ১৯ ডিসেম্বর : পথ দুর্ঘটনায় জখম হলেন অটোচালক। বুধবার মাঝরাতে ফালাকাটা ব্লকের অন্তর্গত ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই মাইল এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। জখম ওই অটোচালকের নাম সমর আচার্য, বাড়ি মাদারি রোডের রেল ওভারব্রিজের পাশে। এদিন তিনি মালিকের বাড়িতে অটো রেখে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তখন একটি বাইক পিছন থেকে তাঁকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। তিনি মাথা, হাঁটু ও হাতে চোট পেয়েছেন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান।

প্রস্তুতি

শালকুমারহাট, ১৯ ডিসেম্বর : ২২ ডিসেম্বর শালকুমারহাটে হতে চলেছে সিপিএমের আলিপুরদুয়ার পশ্চিম-১ এরিয়া কমিটির বার্ষিক সম্মেলন। বৃহস্পতিবার এজন্য গোটা শালকুমারহাট বাজার চত্বরে লাল পতাকা, ঝান্ডা, পোস্টার লাগিয়ে সম্মেলনের আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে ৬৯৫টি প্রকল্প

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গকে ভালোভাবে গড়ে তুলতে সামগ্রিক তোড়জোড়।

উত্তরের উন্নয়নে ২০২৪-'২৫ আর্থিক বছরে ৬৯৫টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হল। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে বেশিরভাগই উত্তরবঙ্গের রাস্তাঘাট ও নিকাশির উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানান। শুধু উন্নয়নমূলক কাজই নয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর বেকার তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে স্কিল ডেভেলপমেন্টের পরিকল্পনাও নিয়েছে। একাজে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর টাকা দেবে এবং টেকনিকাল এডুকেশন দপ্তর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। উত্তরবঙ্গের বেকার তরুণ-তরুণীদের এই ধরনের কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি কিছু নামী সংস্থার সঙ্গে কথা বলে রাখা হয়েছে। যাতে প্রশিক্ষণপর্ব শেষ হলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ-তরুণীরা ওই সংস্থাগুলিতে কাজ পান। এজন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ৪০ কোটি টাকা ধরে রেখেছে। উদয়ন বলেন, 'উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে চলতি আর্থিক বছরে আমাদের দপ্তর থেকে ৭৩৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। ৬৯৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৫৫০টি প্রকল্পের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। আগামী জানুয়ারির মধ্যে যাতে বাকি প্রকল্পগুলির ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।'

৬৯৫টি প্রকল্পের মধ্যে মূলত গ্রামীণ মানুষের যাতায়াতের জন্য রাস্তা, কালভার্ট, কমিউনিটি হল তৈরি করা হবে। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার জন্য অর্থ ব্যয় করা হবে। অনেক জায়গায় পথবাতির সমস্যা রয়েছে, সেখানে সোলার হাইমাস্ট বাতিস্তম্ভ লাগানো হচ্ছে। উদয়ন বলেন, 'আমরা খুব নামী লোহার রড যেমন ব্যবহার করি, তেমনি আইএসআই মার্ক ছাড়া কোনও সিমেন্ট ব্যবহার করছি না। আমরা আগে ১০, ১২ কোটি টাকার প্রকল্প নিতাম। কিন্তু এখন ৩-৪ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিচ্ছি। তাতে অনেক মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।' মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের অধিকাংশ রাস্তা পেভার্স ব্লকের হচ্ছে। তবে টেন্ডার ছাড়া কোনও কাজ হয় না। আমরা এজেন্সিগুলির সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি করে নিচ্ছি। পাঁচ বছরের মধ্যে রাস্তার ক্ষতি হলে সেই এজেন্সিকে আবার সেই কাজ করে দিতে হবে। সময়মতো কাজ না করার জন্য একটি বড় সংস্থাকে এই বছরই আমরা কালো তালিকাভুক্ত করেছি।' এদিকে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাজে বিভিন্ন সময় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এদিন সেই প্রসঙ্গে উদয়ন বলেন, 'কোনও জায়গায় দুর্নীতির প্রমাণ থাকলে যে কেউ হাইকোর্টে যেতে পারেন। যদি কেউ মনে করেন, রাজ্য সরকারের কোনও এজেন্সিকে দিয়ে তদন্ত করালে প্রকৃত তদন্ত হবে না তবে যে কোনও এজেন্সিকে দিয়ে তদন্ত করানো যেতে পারে। আমরা সবরকম সহযোগিতা করব।'

নজরে কর্মসংস্থানও

- ৬৯৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৫৫০টি প্রকল্পের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে
- এর বেশিরভাগই উত্তরবঙ্গের রাস্তাঘাট ও নিকাশির উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে
- বেকার তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে স্কিল ডেভেলপমেন্টের পরিকল্পনাও

২৫ হাজার চাকরি

প্রথম পাতার পর

রাজ্য অবশ্য যুক্তি দেয়, সুপারনিউমেরারি পোস্ট তৈরি করা হলেও কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। যদিও প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, অযোগ্যদের চাকরিতে বহাল নিশ্চিত করতেই রাজ্য সরকার এসএসসির ঘোষিত শূন্যপদের সমান্তরালে অতিরিক্ত পদ তৈরি করেছিল। আদালতের পর্যবেক্ষণে এসএসসির কাছে ওএমআরের স্ক্যানকপি থাকলেও সেই ফলের সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের মিল নেই। নিয়মানুযায়ী মিরর ইমেজ সংরক্ষণের দায়িত্ব এসএসসির। কিন্তু এসএসসি সেই দায়িত্ব দিয়েছিল বেসরকারি সংস্থা নাইসা-কে। নাইসাও সেই দায়িত্ব হস্তান্তর করেছিল অন্য একটি সংস্থা স্ক্যানটেক-কে। তারা মিরর ইমেজ সংরক্ষণ না করে শুধু স্ক্যান করেছিল।

এসএসসির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্য সরকারের আইনজীবীও। তিনি কার্যত স্বীকার করেন, টেন্ডার ছাড়াই নাইসা-কে ওএমআর শিট সংরক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছিল এসএসসি। এমন পদক্ষেপের ব্যাখ্যা রাজ্যের কাছে নেই বলে তিনি জানান।

বিদেশি টানতে সোশ্যাল মিডিয়া হাতিয়ার গরুমারার

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : দেশের পর্যটন মানচিত্রে সবসময়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এরাজ্যে অবস্থিত গরুমারা জাতীয় উদ্যান। সারাবছর দেশি পর্যটকদের ভিড় থাকলেও বিদেশি পর্যটক টানতে এবার সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্য নিতে চলেছে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ। নতুন বছরে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কীভাবে গরুমারাকে নতুন করে তুলে ধরা হবে তার পরিকল্পনাও শুরু করেছে তাঁরা। সম্প্রতি জঙ্গলে বেড়াতে আসা পর্যটকদের কাছ থেকে লিখিতভাবে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জেনে নেওয়া হচ্ছে। বন দপ্তরের এই জোড়া সিদ্ধান্তে একদিকে যেমন গরুমারায় পর্যটকদের আগমন বাড়বে তেমনই এলাকাটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের।

প্রকৃতি এবং বন্যপ্রাণের বিপুল ভাণ্ডার এই গরুমারা জাতীয় উদ্যান। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে এটি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। হাতি, বাইসন সহ ছোট-বড় অনেক বন্যপ্রাণীর সঙ্গে গরুমারার অন্যতম আকর্ষণ একশৃঙ্গ গন্ডার। তা দেখতে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক ছুটে আসেন। তবে গত কয়েক বছর ধরে দেশীয় পর্যটকরা এলেও বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা অনেকটাই কমেছে। তাই জঙ্গলকে বিদেশি পর্যটকদের কাছে আরও আকৃষ্ট করতে সোশ্যাল মিডিয়ায় গরুমারাকে তুলে ধরতে উদ্যোগ নিচ্ছে বন বিভাগ। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'কীভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় গরুমারাকে তুলে ধরা হবে তার রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। এখানে কী কী জীববৈচিত্র্য রয়েছে, পর্যটকরা এলে কোন কোন বিষয় উপভোগ করতে পারবেন তা সবই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরা হবে।' এর ফলে গরুমারায় আবার বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা অনেকটাই বাড়বে বলে দাবি করেছেন তিনি।

নতুন বছরের শুরু থেকে এই অনলাইন প্রচার শুরু হবে জোরকদমে। ইতিমধ্যেই বেশ শীতের আমেজ উত্তরবঙ্গে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পর্যটকদের আনাগোনাও বেড়েছে জঙ্গলে। গত কয়েকদিনে গরুমারার প্রত্যেকটি ওয়াচটাওয়ারেই উপচে পড়েছে মানুষের ভিড়। পর্যটকদের জন্য নতুন বছরে এলাকায় বেশ কিছু নতুন রুটও চালু করতে চলেছে বন দপ্তর। আর এই সমস্ত বিষয়ই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বদরবারে তুলে ধরা হবে। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'বরাবরই আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে গরুমারা সহ ডুয়ার্সকে তুলে ধরি পর্যটকদের কাছে।' বন দপ্তর সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে পর্যটক টানার যে উদ্যোগ নিয়েছে আগামীদিনেও তাতে বিদেশি পর্যটক বাড়বে বলেও আশা করেন তিনি।

গণতন্ত্রের মন্দিরে

প্রথম পাতার পর

ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ায় মল্লিকার্জুন খাড়গের হাঁটুতে চোট লেগেছে। রাহুলও বলেন, 'বিজেপি সাংসদরা আমাকে ধাক্কা দিচ্ছিলেন। হুমকি দিচ্ছিলেন।' যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, 'রাহুল গান্ধি যা করেছেন, তা সবাই দেখেছেন। এরকম লোক বিরোধী দলনেতার পদে বসে থাকার যোগ্য নন।'

কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার অভিযোগ, 'বিজেপি আজ গুন্ডামি করেছে। অমিত শা'কে বাঁচানোর জন্য ওঁরা রাহুল গান্ধিকে ধাক্কা দিয়েছেন। মল্লিকার্জুন খাড়গেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'রাহুল গান্ধি কি ক্যারাটে, কুংফু শিখেছেন অন্য সাংসদদের মারধর করার জন্য?' পরে উভয় শিবিরই পার্লামেন্ট থানায় পরস্পরের অভিযোগ দায়ের করে।

রাহুলের বিরুদ্ধে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূলের গলায় ছিল ভিন্নসুর। দলীয় সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাহুল ধাক্কা দিয়েছেন কি না আমি দেখিনি। কিন্তু এরকম কিছু হলে তা সমীচীন নয়।' তবে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার কথায়, 'আমি রাহুলকে চিনি। সাংসদ দূরস্থান, উনি কাউকেই ধাক্কা দিতে পারেন না। এত নিষ্ঠুর বা কদর্য মানসিকতা ওঁর নয়।'

দুই বাংলার দুই আন্দোলন যখন আলো থেকে আঁধারে

প্রথম পাতার পর

তাড়িয়ে দেয় বাবা-মাকেই। সব জলভাত। কেউ কিছু মনে রাখে না। আপনি একজনের দশটা উপকার করলেন, একটা কাজ করতে পারলেন না। লোকে ওটাই বলবে, ভুলে যাবে ন'টা উপকার। ব্রিটিশরা আমাদের ওপর ২৫০ বছরের বেশি অত্যাচার চালিয়েছে বলে কি ভারতীয়রা বিলেতে চাকরি করতে যায় না? স্থায়ী বাসিন্দা হয় না? বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের বয়ে গিয়েছে ভারতের অবদান মনে রাখতে। এত পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটার দিন শেষ।

এখন যা অবস্থা, তাতে অনেক কিছুই বুদ্ধি দিয়ে মেলানো যায় না।

নইলে ভাবা যায়, জয় বাংলা স্লোগান লেখা বা বলার জন্য খুন করা হচ্ছে বাংলাদেশে?

ঢাকার কিছু সংবাদমাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বোঝাতে টানা হচ্ছে ১৭৯৮ সালে লর্ড ওয়েলেসলির 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতির কথা। যখন বাংলার নবাব-জমিদাররা কার্যত মনিব-ভৃত্য চুক্তি করেন ব্রিটিশদের সঙ্গে। বন্ধু নয়, ভারতও নাকি সেভাবে নিজেদের প্রভু ভাবতে চায়।

দেশ বড় হতে থাকলে পাশের ছোট দেশ সব সময় সন্ত্রস্ত থাকে। সবক্ষেত্রে দাদাগিরি দেখবে কারণে-অকারণে। এটা কিছু ক্ষেত্রে সত্যি, আবার কিছু ক্ষেত্রে কাজ করে ছোট দেশের হীনমন্যতাবোধ। আমেরিকার ক্ষেত্রে মেক্সিকো, চিনের ক্ষেত্রে তাইওয়ান, রাশিয়ার ক্ষেত্রে ইউক্রেন। বাংলাদেশও ভারতের দাদাগিরি দেখছে। কোনও সময় কিছু ক্ষেত্রে যুক্তি থাকে, কোনও সময় থাকে না। পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার ব্যাপারেও এক কথা।

যে কারণে পদ্মাপারে বলা হচ্ছে, ভারত আমাদের বন্ধু ভাবে না। গোলাম ভাবে। বন্ধুত্ব আসলে ছিল হাসিনা-মোদির, দুই দেশের নয়। যে কারণে ওপারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন সটান বলে দেন, 'আমরা প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু খবরদারি নয়।'

ওই যে বলছিলাম, আজকাল অনেক কিছুই বুদ্ধি দিয়ে মেলানো যায় না।

কলকাতার ডাক্তারদের বুধবারের নির্বাচনের গল্পেও লেগে আছে এমন বিস্ময়। যে ডাক্তাররা আন্দোলন করে প্রচারমাধ্যমের হিরের টুকরো ছেলে হয়ে রইলেন, তাঁরা মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনে একেবারে দশ গোল খেলেন কেন? ডাক্তারদের মধ্যেই তাঁরা জনপ্রিয় নন। ডাক্তাররাই তাঁদের ওপর অসন্তুষ্ট। ডাক্তারদের বিদ্রোহী অংশ আমাদের বিশ্বাস করতে শেখালেন, তৃণমূলের রাজত্বে স্বাস্থ্যে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। প্রতিবাদ হল কোথায়? ডাক্তাররা নিজেরাই তো বিপুল ভোটে জিতিয়ে আনলেন তৃণমূলের নেতাদের।

বারবার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে একটা প্রশ্ন। ডাক্তারদের এত রাজনীতি করার কী দরকার? ভালো ডাক্তাররা কি ডাক্তারির বাইরে অন্য কিছু করার সময় পান? এত রাজনীতি করা কীসের জন্যে? আর সবার মতো ডাক্তারদের রাজনীতি করার অধিকার আছে অবশ্যই। অথচ রাজনীতি যদি করা হয় নিজেদের ভাবমূর্তি তৈরির জন্য, তাহলে তা চরম অন্যায়। আজকের অধিকাংশ মানুষের রাজনীতিতে মিশে থাকে চরম অসততা, টাকা কামাইয়ের অঙ্ক। ডাক্তারদেরও বিশ্রী খেরোর পাতায় নাম লেখানো কি খুব জরুরি?

ডাক্তারদের আন্দোলনের উজ্জ্বল দিক যেমন আমরা দেখলাম, তেমন আবেগ থিতিয়ে এলে দেখা গেল কালো দিকও। বহু আন্দোলনকারীর মোটিভ নিয়েই প্রশ্ন থাকছে অনেক।

আমরা দেখলাম, ক্রাউড ফান্ডিংয়ে প্রচুর টাকা তোলা হল। কেউ কেউ প্রচার কাজে লাগালেন। মডেল হয়ে বিজ্ঞাপনে নামলেন। আমরা দেখলাম, মৃত ডাক্তারের সহপাঠীরা কেউ কোনও নির্দিষ্ট ক্লু দিতে পারলেন না হত্যাকারীদের নিয়ে। আমরা দেখলাম, পোস্টমর্টেমে সই করা অনেক ডাক্তার আন্দোলনে মিশে গিয়েছেন। আমরা দেখলাম, এঁরা শিরদাঁড়া শিরদাঁড়া করে বাজার মাতালেন, লালবাজারে কমিশনারের টেবিলে পর্যন্ত রেখে এলেন প্লাস্টিকের শিরদাঁড়া। পরবর্তীতে তাঁদের কার্যকলাপ দেখাল, এঁদেরই অনেকের শিরদাঁড়া নেই। তাঁদেরও টেবিলে শিরদাঁড়া রেখে আসা উচিত।

যে সব সাধারণ মানুষ তাঁদের ওপর আস্থা রেখে নিয়মিত খাবার দিয়ে গেলেন, মঞ্চ ভরাতে গেলেন, তাঁদের বিশ্বাসের প্রতি অত্যন্ত অবমাননা হল।

অবশ্যই কলকাতায় ডাক্তারদের আন্দোলন নতুন আলো জ্বালিয়েছিল সমাজে। পুরো বাংলায় নয়, কলকাতাভিত্তিক। পরবর্তীতে যা হল, ভবিষ্যতের আন্দোলনকারীদের পক্ষে খুব খারাপ। কেউ আর দ্রুত প্রতিবাদীদের বিশ্বাস করবে না। যেমন বাংলাদেশে কোনও আন্দোলনই মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ পাবে না আর। যেখানে জয় বাংলা বলতে গেলে, জয় বাংলা লিখতে গেলে মানুষ খুন হয়ে যায়-- সেখানে আন্দোলনকে বিশ্বাস করবে কে?

খুব অল্প সময়ের মধ্যে নতুন প্রজন্মের হাত ধরে আমরা দেখলাম দুটো আন্দোলনের জন্ম। শিহরিত হলাম। অজান্তে মন দিয়ে ফেললাম তারুণ্যের সাহসে, দীপ্ত কথায়। এবং ক'দিনের মধ্যে দেখলাম, ধীরে ধীরে পালটে গেল আন্দোলনের গতিমুখ। কেউ মৌলবাদ ও রক্তকে ভালোবাসতে থাকল, কেউ ভালোবাসতে লাগল প্রচার ও মিথ্যা ভাষণকে। কেউ বোড়ে হয়ে উঠল নেতাদের, পার্টির। উদারতা এবং সবাইকে নিয়ে চলার ভাবনাই মুছে যেতে থাকল ক্রমে। ও অন্য পার্টির সমর্থক, ও তা হলে আমার শত্রু-- এমন ভাবনা আচ্ছন্ন করে দিল আমাদের বিবেককে। আন্দোলন শব্দটা হয়ে উঠল অঙ্ক কষার প্রতীক।

এই পরিবর্তনই বড় বেদনার, যন্ত্রণার। আমরা যে তাঁদের অন্যরকম দেবদূত ভেবেছিলাম!

হাসপাতালে নর্দমা

প্রথম পাতার পর

কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই এই কাজগুলো করায় এখন সমস্যা দেখা দিচ্ছে।' নর্দমার মধ্য দিয়ে কীভাবে জলের পাইপ নিয়ে যাওয়া হল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বিষয়টি বিভিন্ন দপ্তরে জানানো হয়েছে বলে আশ্বাসও দিয়েছেন।

জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের পাশের নর্দমায় ওই পাইপলাইন রয়েছে। এই নর্দমা আর্থমুভার দিয়ে পরিষ্কার করতে গেলে পাইপ ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণে কোদাল দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে। তাহলে আবার সুষ্ঠুভাবে সাফাই হচ্ছে না। এসবের মাঝে এদিন নর্দমায় জলের পাইপের কথা শুনে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন হাসপাতালে আসা রোগীর পরিজনরাও।

কালচিনি থেকে হাসপাতালে এসেছিলেন সুভাষ লামা। এদিন তিনি বলেন, 'জানতে পেরেই কেমন ঘেন্না করছে। জেলা হাসপাতালে এইভাবে জলের পাইপ যদি থাকে তবে এতদিনেও কেন সেটা দেখা হল না?' নন্দিনী সাহা নামে আরেক রোগীর বাড়ির লোক বলেন, 'সবাই তো হাসপাতালের জল ব্যবহার করে। তাহলে সেই পাইপ কোন জায়গা দিয়ে আনা হয়েছে সেটা কেউ দেখেনি কেন? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের উচিত এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা।'

এসবের জটে হাসপাতালের নর্দমা সংস্কারের টেন্ডার করা হলেও সেই কাজ ঠিক করে হচ্ছে না বলে অভিযোগ। কয়েক জায়গায় নর্দমার মধ্যে পাইপ রয়েছে, সব জায়গায় তা কিন্তু নেই। তা সত্ত্বেও ঠিকাদারি সংস্থা সেই জায়গাগুলোতেও ঠিক করে কাজ করছে না বলে অভিযোগ।

আদালতের রায়ে হতাশ ফালাকাটা

দশক পুরোনো খুনের মামলা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার, ১৯ ডিসেম্বর : বাড়ি থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে গুলি করে খুন করা হয়েছিল একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে। ১১ বছর আগে ফালাকাটা শহরের সুভাষ কলোনির ওই ঘটনা মনে করলে আজও বুক কেঁপে ওঠে অভিভাবকদের। সেই ছাত্রী খুনের ঘটনায় তিনজন মূল অভিযুক্ত ছিলেন। বৃহস্পতিবার ওই ঘটনার রায় ঘোষণা হয়। আলিপুরদুয়ার ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস ঘোষণা করেছে। আদালতের রায় শোনার পর থেকেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে কিশোরীর পরিবার এবং প্রতিবেশীরা।

রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রীর বাবা সহ অন্যরা। আদালতের এমন রায়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। এমনকি এদিনই তাঁরা এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। আদালতের এমন রায়ের পর মৃত ছাত্রীর বাবা বলেন, 'মেয়েকে কারা গুলি করেছে তার সাক্ষীও ছিল। আদালতের এই রায় শুনে আমি হতাশ। তবে এখনও রায়ের কপি হাতে পাইনি। কপি পেলেই আমি হাইকোর্টে যাওয়ার উদ্যোগ নেব।'

এদিন রায় ঘোষণার পর হতাশা প্রকাশ করেছেন কিশোরীর স্মরণ দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক পীযূষ শর্মা। তাঁর কথায়, 'যারা খুন করল তারাই বেকসুর খালাস হল? আমরা আদালতের এই রায়ে স্বভাবতই হতাশ। মৃত ছাত্রীর বাবা উচ্চ আদালতে গেলে আমরা তাঁর সঙ্গে থাকব।'

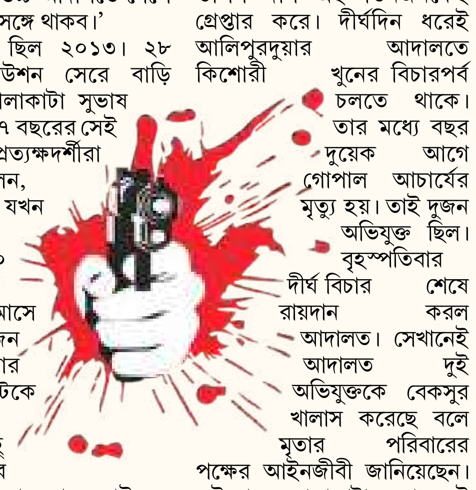

সালটা ছিল ২০১৩। ২৮ জুলাই। টিউশন সেরে বাড়ি ফিরছিল ফালাকাটা সুভাষ কলোনির ১৭ বছরের সেই কিশোরী। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছিলেন, নিকিতা যখন বাড়ির ঠিক ১০০ মিটারের মধ্যে চলে আসে তখন দুজন আচমকা তার পথ আটকে দাঁড়ায়। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই খুব কাছ থেকে বাইকের আরোহী গুলি করে কিশোরীকে। মেয়েটির মাথা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গুলি বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে। রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়েকে ফালাকাটা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ শুনে বিজিত দত্ত ও গোপাল আচার্য নামে স্থানীয় দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছিল, ঘটনার সময় বিজিত বাইক চালাচ্ছিল। গুলি চালায় তাপস (খুলু) দাস। পুলিশ গোপাল আচার্য, বিজিত দত্ত এবং তাপস দাস এই তিনজনকেই গ্রেপ্তার করে। দীর্ঘদিন ধরেই আলিপুরদুয়ার আদালতে কিশোরী খুনের বিচারপর্ব চলতে থাকে। তার মধ্যে বছর দুয়েক আগে গোপাল আচার্যের মৃত্যু হয়। তাই দুজন অভিযুক্ত ছিল। বৃহস্পতিবার দীর্ঘ বিচার শেষে রায়দান করল আদালত। সেখানেই আদালত দুই অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস করেছে বলে মৃতার পরিবারের পক্ষের আইনজীবী জানিয়েছেন। এই খবর ফালাকাটায় আসতেই জোর আলোচনা শুরু হয়। ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী তুষার চক্রবর্তী বলেন, 'সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে ২০১৪ সাল থেকে মামলা চলে। তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। একজন বিচার চলাকালীন মারা যায়। বৃহস্পতিবার বাকিরা বেকসুর খালাস হয়।'

আলোয় সেজে উঠবে আলিপুরদুয়ার

ক্রিসমাস কার্নিভাল

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ডিসেম্বর : বড়দিন মানেই সান্তাক্লজ, ক্রিসমাস ট্রি, উপহার, কেক ইত্যাদি। বড়দিন সামনে এলেই আগে দোকানে কেকের বাহার দেখা যেত। দোকান সাজানো থাকত আলো, ফেক বরফ এবং পাইন গাছ দিয়ে। এখন অবশ্য ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে আরও জমজমাট আয়োজন থাকবে আলিপুরদুয়ার শহরে। আয়োজিত হবে ক্রিসমাস কার্নিভাল। আলিপুরদুয়ারে এই প্রথম এমন আয়োজন করা হবে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও পুরসভার সহযোগিতায়। বৃহস্পতিবার জেলা শাসক আর বিমলা, জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর নেতৃত্বে শহরের পুরসভা সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন আধিকারিকরা। শহরের পার্ক রোড এলাকা থেকে মহাকালধাম এলাকা পর্যন্ত প্রায় ২০০ মিটার রাস্তার ধার সেজে উঠতে চলেছে আলোর রোশনাইয়ে।

বড়দিন উপলক্ষ্যে থাকতে চলেছে খাবারের স্টল, গানের আয়োজন, বাচ্চাদের জন্য ফেস পেইন্টিং, যেমন খুশি তেমন সাজো সহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। জানা যায়, এই অনুষ্ঠান শুরু হতে চলেছে ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়। ২৫ ডিসেম্বরই শেষ হবে। তবে আয়োজনে কোনও ধরনের খামতি রাখতে চাইছে না প্রশাসন।

পার্ক রোডে কার্নিভালের জায়গা পরিদর্শনে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা।

পরিদর্শন চলাকালীন রাস্তার দু'ধারের যানবাহন চলাচল কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে, কোথায় কোথায় আলোকসাজ্জা থাকতে চলেছে সেই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর সহ পুরসভার অন্য আধিকারিক ও কাউন্সিলাররা। এই বিষয়ে জেলা শাসক আর বিমলা বলেন, 'বড়দিন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র শিশু উদ্যানে আলোর ব্যবস্থা করার পাশাপাশি ম্যাক উইলিয়াম স্কুলের সামনে থেকে মহাকালধাম এলাকা পর্যন্ত রাস্তার একদিক বন্ধ করে বড়দিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। ২৪ ডিসেম্বর বিকেল থেকে এই অনুষ্ঠান শুরু হবে। অনেকে রান্না করে তাঁদের বানানো ডিশের স্টল দিতে পারবেন এখানে। অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে- মেরি পার্ক রোড।' তিনি আরও জানান, থাকছে ম্যাজিক শো, তরুণদের গান এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান।

এদিন দেখা যায়, রবীন্দ্র শিশু উদ্যানের চারপাশে লাইট দিয়ে সাজানোর কাজ চলছে। শহরের এক হোমমেকার ডলি রায় বলেন, 'এটা খুবই ভালো উদ্যোগ। আমরা অনেক সময় নিজেদের প্রতিভাকে দেখানোর সুযোগ পাই না। এরকম হলে খুবই ভালো হয়। আমিও সেখানে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করব।'

খাবারের স্টল দিতে চাইলে পুরসভা বা জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন করতে হবে আগে থেকে। এই বিষয়ে শহরের তরুণ মলয় কুণ্ডু বলেন, 'বড়দিন উপলক্ষ্যে এই ধরনের আয়োজন খুবই ভালো উদ্যোগ।' আরেক তরুণ মাধব সরকার বলেন, 'অনুষ্ঠানে গানে অংশ নেব। ভীষণ ভালো উদ্যোগ।'

ঝুমকি দে এর আগে অনেক জায়গায় রান্না করা খাবারের স্টল দিয়েছেন, কিন্তু বড়দিন উপলক্ষ্যে এই প্রথম কোথাও স্টল দেবেন বলে ভেবেছেন। জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। বছরের শেষটা আনন্দেই কাটবে।

থানা রোডে রাস্তা সংস্কার শুরু

ফালাকাটা, ১৯ ডিসেম্বর : দীর্ঘ চার মাসেও শেষ হয়নি ফালাকাটা শহরের থানা রোডের পাকা রাস্তার কাজ। মাত্র সাড়ে সাতশো মিটার বেহাল রাস্তা এখনও সারাই না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। বৃহস্পতিবার রাস্তা নিয়ে মানুষের ক্ষোভের বিষয়টি ছবি সহ খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসেন সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার। বৃহস্পতিবার থেকেই ওই রাস্তার কাজ শুরু করা হয়েছে। রীতিমতো শ্রমিক লাগিয়ে রাস্তার ধুলোবালি পরিষ্কার করা হয়। এদিন রাস্তার কাজ খতিয়ে দেখতে যান এলাকার কাউন্সিলার।

পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মনোজ সাহা বলেন, 'মাত্র সাড়ে সাতশো মিটার রাস্তার কাজ চার মাসেও শেষ হল না। এটা আমাদের কাছে লজ্জার। মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। তবে এদিন দেখেছি জেলা পরিষদের ওই রাস্তার কাজ শুরু করা হয়েছে। আমরা আশাবাদী নতুন বছরের আগেই রাস্তার কাজ শেষ হবে।'

> মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। তবে আজ দেখেছি জেলা পরিষদের ওই রাস্তার কাজ শুরু করা হয়েছে। আমরা আশাবাদী নতুন বছরের আগেই রাস্তার কাজ শেষ হবে।
>
> **মনোজ সাহা,** *কাউন্সিলার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড*

থানা রোড থেকে মিল রোড যাওয়ার ওই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকজন শ্রমিক লাগিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা চলছে। তবে এদিন যে কয়েকজন শ্রমিক রাস্তার কাজ করেছেন তাতে গোটা রাস্তা পরিষ্কার করতে আরও ৩ থেকে ৪ দিন লাগতে পারে বলে নাগরিকরা জানিয়েছেন। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, মান ঠিক রেখে রাস্তার কাজ দ্রুত শেষ করুক ঠিকাদার। স্থানীয় বাসিন্দা রামচন্দ্র সাহা বলেন, 'রাস্তার কাজ চলছে। তবে এর আগেও এমন মাঝেমধ্যেই রাস্তার কাজ শুরু করা হয়েছিল। দেখতে হবে আগের অবস্থা যেন না হয়। আমরা চাই দ্রুত রাস্তার কাজ হোক।'

জুনিয়ার বেসিকে পুনর্মিলন

ফালাকাটা, ১৯ ডিসেম্বর : ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলির সূচনা হয় বুধবার। বৃহস্পতিবার ছিল স্কুলের প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসব। এদিন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গতবছর পর্যন্ত প্রাক্তনীরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের জন্য একটা সময় অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রাক্তনীরা স্কুলে এসে স্মৃতিচারণ করেন। প্রাক্তনীদের হাতে স্মারক, উত্তরীয় স্মরণিকা তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নানা অনুষ্ঠান করে। প্রধান অতিথিরাও উপস্থিত ছিলেন। শহরের বিভিন্ন সরকারি স্কুলগুলিকে নিয়ে নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলির সভাপতি সুভাষ রায় বলেন, 'শুক্রবার সকাল থেকেই নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। সন্ধ্যা থেকে বহিরাগত শিল্পীদের অনুষ্ঠান রয়েছে। শুক্রবারই প্ল্যাটিনাম জুবিলি সূচনার অনুষ্ঠান শেষ করা হবে। এদিন ৭৫ বছরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন, ডিআই (মাধ্যমিক) আশানুল করিম, শিক্ষাবিদ সুভাষ সেনগুপ্ত, অজিত দে সরকার সহ অন্যরা।

রেলের উচ্ছেদ ঠেকাতে আশ্বাস সুমনের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ডিসেম্বর : রেলের নোটিশ নিয়ে এবার রাজনৈতিক রং লাগল। বৃহস্পতিবার বিবেকানন্দ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নর্থপয়েন্ট এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বৈঠক করেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। সেখানে উত্তর জিতপুর নর্থপয়েন্ট বিবেকানন্দ শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের মাঠে রেলের নোটিশ পেয়েছেন এমন প্রায় শতাধিক স্থানীয় বাসিন্দাদের সামনে বক্তব্য রাখা হয়। রেলমন্ত্রক ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন স্থানীয় নেতারা। উচ্ছেদের বিষয়টি নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন বলেও আশ্বাস দেন বিধায়ক সহ অন্যরা।

বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'রেল কেন এতগুলো জায়গায় নোটিশ দিল তা দেখা হবে। রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব। নোটিশ পাওয়ার পরেই সাধারণ মানুষের ঘুম উড়েছে। এমনভাবে রেলের নোটিশ দেওয়ার মানে কী? বিশেষ করে প্রবীণরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন।'

আলিপুরদুয়ার জংশনে প্রায় এক হাজারের বেশি বসতি চিহ্নিত করা হয়েছে। তার মধ্যেই ৮২৫ জনকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বেও একাধিকবার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।

উচ্ছেদ নিয়ে চিন্তিতদের সঙ্গে দেখা বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের।

তবে এবার ডিআরএম অফিসে দেখা করতে বলা হয়েছে। আর সেই সুযোগে এবার নিজেদের ঘাঁটি শক্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছে শাসকদল। জংশনের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয়দের সঙ্গে কথাও বলেন তাঁরা।

তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের অভিযোগ, রেলের উচ্ছেদ নোটিশের ফলে আবাস যোজনার ঘর থেকে বঞ্চিত হবেন স্থানীয়রা। আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার কাজ শুরু হতেই রেলের তরফে উচ্ছেদের চক্রান্ত বলে মন্তব্য করতেও শোনা যায়। স্থানীয়দের দাবিতে রেলের উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে চান।

মিনা মাহাতো, মালিকা খাতুন, সুরঞ্জন হেমব্রমরা রেলের জমিতে প্রায় কয়েক দশক ধরে বসবাস করেছেন। হঠাৎ রেলের নোটিশ পেয়ে অবাক হয়ে যান। তবে তাঁদের এলাকায় পঞ্চায়েতের তরফে পথবাতি, পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা প্রদান করা হয়। এখন রেলের নোটিশে উচ্ছেদের আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। এই নোটিশের ফলে আবাস যোজনার ঘর থেকে বঞ্চিত হবেন বলে মনে করছেন অনেকেই।

বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক মিঠু দাস বলেন, 'রেল বিষয়টি মানবিকভাবে দেখবে বলে মনে করছি। সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র বিরুদ্ধ করে তোলার একটা চক্রান্ত চলছে।'

বনধের ডাক ডুয়ার্স উন্নয়ন সংগ্রাম সমিতির

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার জংশনে মাল্টি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও হাসিমারায় অসামরিক বিমানবন্দরের দাবিতে ২৭ ডিসেম্বর ১২ ঘণ্টার বনধ ডাকল ডুয়ার্স উন্নয়ন সংগ্রাম সমিতি। এই বনধ পালন হবে আলিপুরদুয়ার ফ্লাইওভার থেকে জংশনের নর্থপয়েন্ট এলাকা পর্যন্ত। ডুয়ার্স উন্নয়ন সংগ্রাম সমিতির এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে জংশন এলাকার চারটি ব্যবসায়ী সংগঠন। ২৭ ডিসেম্বর বনধ পালনের পাশাপাশি ওইদিন জংশন স্টেশন থেকে একটি বিরাট পদযাত্রা আলিপুরদুয়ার ডিআরএম অফিস পর্যন্ত যাবে। ওই পদযাত্রায় হাজারখানেক মানুষ উপস্থিত থাকবেন বলে দাবি করেছেন সংগঠনের সদস্যরা।

ওই দাবির পক্ষে জনসমর্থন গড়ে তুলতে বৃহস্পতিবার থেকেই আলিপুরদুয়ারজুড়ে পোস্টার সাঁটানো শুরু করেছে অরাজনৈতিক ওই সংগঠনটি।

সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক রাতুল বিশ্বাস এবং তুষাররঞ্জন ঘোষ জানান, নির্বাচন এলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল উন্নয়নের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নিয়ে জনসাধারণের কাছে হাজির হয়। তারই জ্বলন্ত উদাহরণ আলিপুরদুয়ারের মাল্টি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল এবং হাসিমারায় অসামরিক বিমানবন্দর তৈরি প্রতিশ্রুতি। লোকসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জন বারলা এই দুই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচন মিটে যেতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ওই প্রতিশ্রুতি এখন বিশবাঁও জলে। এদিকে রাজ্য ও কেন্দ্রের উদাসীনতায় বঞ্চনার কবলে আলিপুরদুয়ার। আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় কোনও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। তাই মানুষ চাইছে কেন্দ্র এই দুই প্রতিশ্রুতি দ্রুত পালন করুক। মানুষ এই দুই দাবির সপক্ষে একজোট হচ্ছে।

ডুয়ার্স উন্নয়ন সংগ্রাম সমিতির এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে জংশনের বিবেকানন্দ ব্যবসায়ী সমিতি, জংশন রেলস্টেশন ব্যবসায়ী সমিতি, রেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি এবং নর্থপয়েন্ট ব্যবসায়ী সমিতি।

সংগঠনের তরফে জানা গিয়েছে, ২৭ তারিখের ওই পদযাত্রাটি ডিআরএম অফিসের সামনে টানা অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে। বিক্ষোভ শেষে ডিআরএম-কে এই দুই দাবির সমর্থনে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হবে।

আমরা তাহলে কোথায় যাব জানতে চান শ্যামলীরা

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ডিসেম্বর : তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। সেই সময়ই হঠাৎ করে দেশজুড়ে জারি করা হল এমারজেন্সি। এমারজেন্সির সময় আলিপুরদুয়ার জংশন দুধিয়া কলোনি এলাকায় রেলের কাজ করতে এসেছিলেন শ্যামলী বর্মন ও তাঁর পরিবার। প্রশাসনের তরফেই শ্যামলীর মতো আরও কয়েকজনকে জংশন লাগোয়া এলাকায় সাময়িকভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। সেই সাতের দশক থেকে তাঁরা সেখানেই বসবাস করে আসছেন। হঠাৎ করেই রেলের তরফে এবার তাঁদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। উচ্ছেদের নোটিশ নয়। জমির কাগজপত্র নিয়ে দেখা করার নোটিশ। এদিকে, শ্যামলীদের কাছে তো জমির কাগজ নেই। তাহলে এবার কী হবে? রেল যদি সরে যেতে বলে, তাহলে এতদিনের ভিটে ছেড়ে তাঁরা কোথায় যাবেন? সেই আশঙ্কায় ভুগছেন তাঁরা।

উচ্ছেদ হওয়ার ভয়ে প্রহর গুনছে হাজারখানেক পরিবার। আলিপুরদুয়ার জংশন লাগোয়া এলাকায় ৮২৫টি পরিবারকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। যাদের আগামী ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্দিষ্ট দিনে জমির নির্দিষ্ট কাগজপত্র নিয়ে রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু বৈধ কাগজপত্র না থাকায় সিঁদুরে মেঘ দেখছেন এদের মধ্যে অনেকেই। ইতিমধ্যে জংশন এলাকার দুধিয়া কলোনি, তালতলা কলোনি, ইন্দিরা কলোনি, ইনস্টিটিউট কলোনি এলাকার প্রায় ১,১৭১টি বাড়ি চিহ্নিত করা হয়েছে রেলের তরফে। নোটিশ গিয়েছে আট শতাধিক বাড়িতে। সেখানে আজন্ম বসবাস অনেকেরই। ফলে দীর্ঘদিনের আশ্রয় হারানোর আশঙ্কার মেঘ ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে পরিবারগুলির মধ্যে।

শ্যামলী বলছিলেন, 'জন্মের পর থেকে এখানেই বসবাস করে আসছি। কিন্তু প্রথমবার এধরনের নোটিশ আসায় ভয় লাগছে। কী হবে ভেবে কূল পাচ্ছি না।' তবে তাঁদের যেদিন কাগজপত্র নিয়ে যেতে বলা হয়েছে সেদিন তাঁরা যাবেন বলে জানান। শুধু শ্যামলী নন, তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মী বর্মন, মনোজ রায়, ফুলকুমারী রায়, দীপিকা রায়রাও রেলের তরফে নোটিশ পেয়েছেন। নোটিশ অনুযায়ী তাঁদেরও আলাদা আলাদা তারিখে জংশনে ডিআরএম অফিসে জমির কাগজপত্র সহ ডেকে পাঠানো হয়েছে।

জংশনের ইন্দিরা কলোনিতে উচ্ছেদের আতঙ্ক।

এঁদের মধ্যে লক্ষ্মী বর্মন জংশনের তালতলা এলাকার বাসিন্দা। সেই এলাকায় তিনি একটি ঝুপড়ি ঘর বানিয়ে বসবাস করছেন। তিনি বলেন, 'প্রায় ৫০ বছর ধরে এখানে রয়েছি। বাড়িতে ছেলে, বৌমা ও নাতি-নাতনিদের নিয়ে বাস। এই ৭০ ছুঁইছুঁই বয়সে যদি ঘরবাড়ি ছাড়া হতে হয় তাহলে আমরা কোথায় যাব?' এখন এই নোটিশের ফলে তাঁদের রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে।

ইনস্টিটিউট কলোনির বাসিন্দা মনোজ রায় ফাস্ট ফুডের দোকান দিয়ে ঘরসংসার চালাচ্ছেন। তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখা গেল, দোকানের জন্য খাবার বানাতে ব্যস্ত। বললেন, 'বাপ-ঠাকুরদার সময় থেকে এখানেই বাস। তবে আর কতদিন এই বাড়িতে থাকতে পারব, জানি না।'

জংশন লাগোয়া এলাকায় পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে যেমন অনেকে বিনা কাগজপত্রে বসবাস করছেন তেমনই তার পাশের ফাঁকা জায়গাগুলোতে নিজেরাই ঘর তৈরি করে বসবাস করছেন অনেকেই। সেখানে বসবাসকারী ফুলকুমারী রায়, দীপিকা রায়দের দাবি, যদি উঠতেই হয় তবে বিকল্প ব্যবস্থা করা হোক।

কমিটি গঠন

বীরপাড়া, ১৯ ডিসেম্বর : ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় বীরপাড়া হাইস্কুল। ২০২৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ওই স্কুলে ৭৫ বছর পূর্তি উৎসবের সূচনা হবে। এজন্য প্রায় এক বছরেরও আগে বৃহস্পতিবার উৎসব কমিটি গঠন করা হয়। এদিন স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিচালন সমিতির সদস্য এবং প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা বৈঠক করেন। প্রধান শিক্ষক জয়ব্রত ভট্টাচার্য জানান, প্রবীণ নাগরিক তথা স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র সুভাষ গর্গকে সভাপতি করে উৎসবের মূল কমিটি গড়া হয়েছে। এছাড়া আরও প্রায় ১৫টি উপকমিটি (সাব-কমিটি) গড়া হয়েছে। বিদ্যালয় সূত্রের খবর, এক বছর ধরে উৎসবের প্রস্তুতি নেওয়া হবে। পরের এক বছর ধরে চলবে উৎসব।

বীরপাড়া হাইস্কুলে অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা।

শেষের প্রস্তুতি

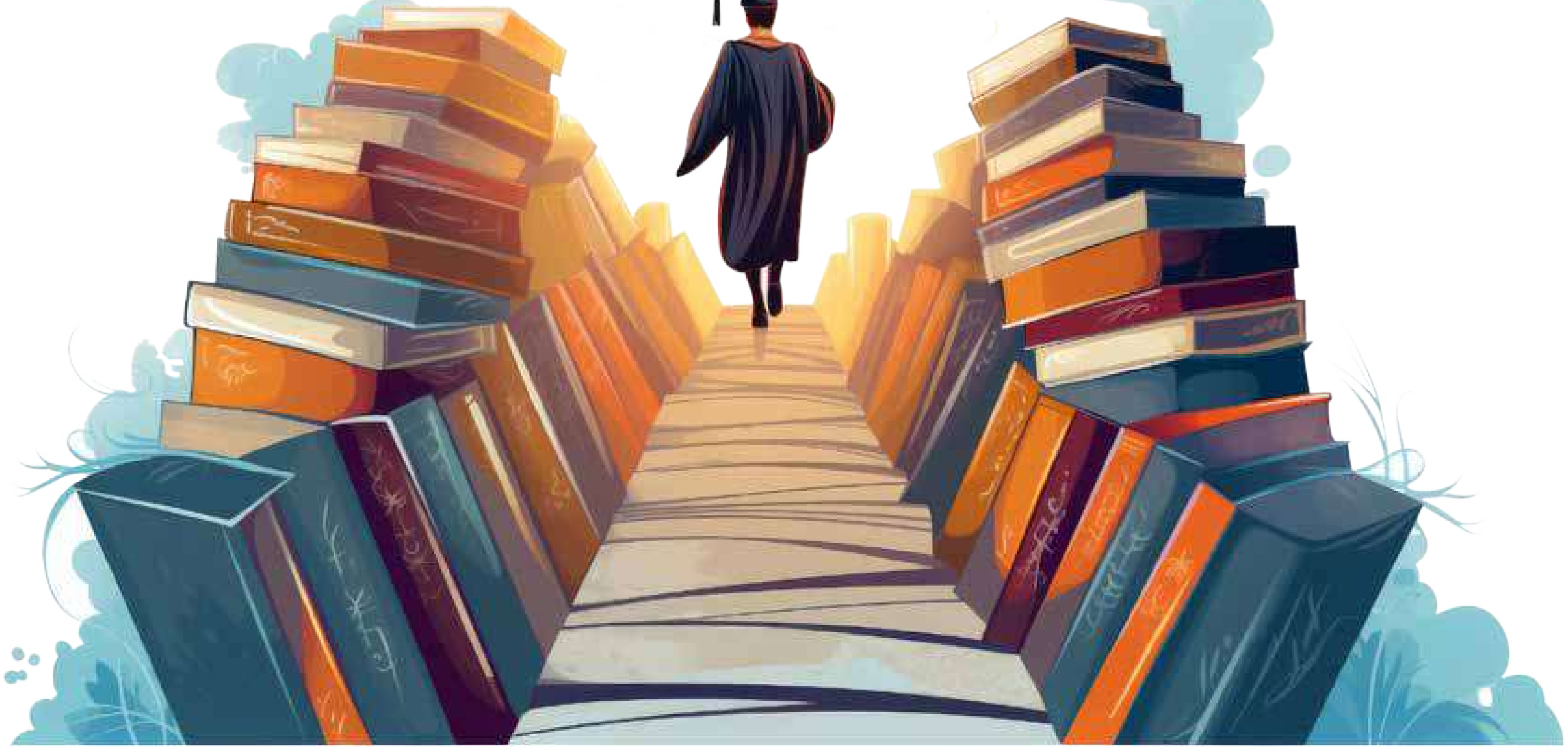

শর্মিষ্ঠা পাল
এডুকেশনাল কাউন্সিলার

কারও জীবনের প্রথম, কারও বা দ্বিতীয় বোর্ড পরীক্ষা দুয়ারে দাঁড়িয়ে। আমরা পরীক্ষার প্রস্তুতিকে তিনভাগে ভাগ করে নিতে পারি- প্রিপারেশন, রিভিশন ও রি-রিভিশন। এখন সবমিলিয়ে আমাদের হাতে দু'মাসের মতো সময় রয়েছে। সুতরাং, এটা মূলত রিভিশনের সময়। ক্যাম্পাসের পাতায় আজ কিছু কথা ভাগ করে নিচ্ছি তোমাদের সঙ্গে। এই পরামর্শগুলো মেনে চললে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। খুব ভালোভাবে পরীক্ষা দিয়ে আগামীর পথে এগিয়ে যেতে পারবে তোমরা।

১. সবার আগে প্রয়োজন মানসিক প্রস্তুতি। যারা দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দেবে, তারা জানো বোর্ডের পরীক্ষার ধরন কেমন হয়। তবে যারা প্রথম দিচ্ছ, তাদের কাছে সবটাই নতুন। তাই বিদ্যালয়ের সাধারণ পরীক্ষা আর বোর্ডের পরীক্ষার মধ্যে তফাত বুঝে নাও। শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলো। প্রশ্নপত্রের ধরন কেমন হয়, সেটা বুঝতে বিগত বছরের প্রশ্নে চোখ বোলাও। অযথা ভয় পেয়ো না।

২. এখন নতুন করে কোনও চ্যাপ্টার বা নতুন গৃহশিক্ষকের কথা ভেবো না। যেগুলো পড়া হয়েছে, সেগুলোই ভালোভাবে রিভিশন দাও। বারবার পড়ো। এতে সেই চ্যাপ্টার থেকে যাই প্রশ্ন আসুক, তুমি সহজে উত্তর লিখে আসতে পারবে।

৩. যেহেতু এখন চয়েস বেসড পড়াশোনা, তাই 'আমি তো আর্টস নিয়ে পড়ব, অঙ্কে বেশি জোর দেওয়ার দরকার নেই'-এই ধরনের মানসিকতা রেখো না। মোট নম্বরের ওপর খারাপ প্রভাব পড়বে। তাছাড়া মাধ্যমিক স্তরে অঙ্কে অনীহা চলে এলে ভবিষ্যতে চাকরি বা যে কোনওধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

৪. সারাদিনের রুটিন করে নাও। গোটা বছর যে রুটিন মেনে চললে, এখন সেটা বদলাতে হবে। মহড়া পরীক্ষা আর অনুশীলনকে বেশি করে জায়গা দিতে হবে। টিউশন ছাড়াও সেল্ফ স্টাডির সময় থাকবে। মনে রেখো, সেল্ফ স্টাডি ছাড়া ভালো ফল করা সম্ভব নয়। রুটিন থেকে বাদ পড়বে না টিভি দেখা কিংবা আড্ডা দেওয়া। কারণ, মাথা আর মনকে বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক।

৫. শুধু পড়া নয়, লেখার জন্যও সময় থাকবে। যা পড়ছ, তা লিখে অনুশীলন করো। এতে ভালোভাবে এবং বেশি সময় বিষয়টিকে মনে রাখা সম্ভব। লেখার গতিও ঠিক থাকবে। পরীক্ষার হলে সময়ের মধ্যে স্পষ্ট হাতের লেখায় সব উত্তর দিয়ে আসাটাই মূল উদ্দেশ্য।

৬. এতক্ষণ শুধু লেখাপড়া নিয়ে কথা হল। 'তাহলে কি সারাদিন পড়ব?' না, তা নয় একেবারে। মাঝেমধ্যে ওঠো, বাইরে বের হও, খেলাধুলো করো- তবে সবই হবে সীমিত সময়ের মধ্যে।

৭. বাইরের খাবার, তেলেভাজা, প্যাকেটজাত খাবার খেয়ে শরীর খারাপ করা যাবে না। শীতের পোশাক পরতে হবে। অসুস্থ হয়ে পড়লে অনেকটা সময় নষ্ট হয়। শীতকালীন পিকনিক আর বিয়েবাড়ির ভূরিভোজ এবছর একটু বুঝে করতে হবে।

৮. মা-বাবাদের উদ্দেশে বলছি, সারাদিন 'ওরে তোর পরীক্ষা, পড়তে বোস' বলে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করবেন না। ওদের পরামর্শ দিন, পাশে থাকুন, সাহায্য করুন। সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকটিরও খেয়াল রাখতে হবে আপনাকে। 'পাশ করতে পারবি তো আদৌ?', 'তোর দ্বারা কিছু হবে না' ইত্যাদি গোছের নেতিবাচক কথা বলবেন না। বাড়িতে ইতিবাচক পরিবেশের মধ্যে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি নিতে দিতে হবে পরীক্ষার্থীকে।

৯. যথেষ্ট ঘুম খুব প্রয়োজন। ৬-৭ ঘণ্টা ঘুমোলে সুস্থ থাকে মস্তিষ্ক। যে সময় পড়তে সুবিধা তোমার, সেভাবে রুটিন করো। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লে ভোরে ওঠো। নয়তো রাতে দেরি করে পড়াশোনা করার পর সকালে ঘুমোও।

১০. এবার আসি ফ্রেন্ড সার্কেল আর সোশ্যাল মিডিয়া প্রসঙ্গে। এই দু'মাস বড়সড়ো প্ল্যানিং থেকে নিজেকে দূরে রাখাটাই শ্রেয়। বন্ধুদের সঙ্গে দিনে একবার বেরিয়ে কিছুটা সময় কাটিয়ে এসো। যারা ইউটিউব দেখে নোটস তৈরি করো, হঠাৎ করে নতুন চ্যানেল ফলো কোরো না। যে পদ্ধতিতে পড়েছ এতদিন, সেটাই ধরে চলো। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের রিল থেকে আপাতত দূরত্ব বজায় রাখা ভালো।

১১. শেষ এক মাস হল রি-রিভিশন পর্ব। তখন শুধু একটা করে প্রশ্নের উত্তর লেখা নয়, ঘড়ি ধরে দিতে হবে মক টেস্ট। জোর দেবে গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টারে। সবসময় মন শান্ত রাখতে হবে। যে কোনও পরিস্থিতিতে ইতিবাচক (পজিটিভ অ্যাটিটিউড) হও। সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে নিজেকে প্রস্তুত করো। সবার পরীক্ষা ভালো হোক। অল দ্য বেস্ট!

টপার্স টক

চন্দ্রচূড় সেন
২০২৪ মাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম

কথায় রয়েছে, 'শেষ ভালো যার সব ভালো তার।' তাই মাধ্যমিকের জন্য সারাবছর যত ভালোই প্রস্তুতি নেওয়া হোক না কেন, পরীক্ষার আগে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি অবশ্যই ভালো হওয়া প্রয়োজন।

মাধ্যমিকের খুব বেশি দেরি নেই। আমি এই সময়ে বিশেষ কিছু 'ট্রিকস' অবলম্বন করে পড়াশোনা করতাম। এবার যারা মাধ্যমিক দেবে, তারা সেগুলো মেনে প্রস্তুতি নিতে পারো।

এখন ঘড়ি ধরে টেস্ট পেপার সলভ করা উচিত। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন যেমন- এবিটিএ, ডব্লিউবিটিএ সহ নানা প্রকাশনীর টেস্ট পেপার পাওয়া যায়। সেগুলো থেকে নিয়মিত অনুশীলন করলে, সময়ের মধ্যে সব উত্তর দেওয়ার অভ্যাস তৈরি হবে। টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলের জন্য যত বেশি মক টেস্ট দেওয়া যাবে, ততই মঙ্গল।

পরীক্ষার আগে 'সিলেক্টিভ ওয়ে'-তে পড়তে হবে। অর্থাৎ কী কী পড়া উচিত, তা আগে থেকে ঠিক করে নিতে হবে। নতুন কোনও টপিক শুরু না করে সারাবছর যা পড়েছ, সেগুলোই রিভিশন দাও। এখন 'এমসিকিউ'-এর ক্ষেত্রে সহায়িকা বই খুব কাজে লাগে। সেই বইগুলি বেশি করে পড়লে পরীক্ষায় 'এমসিকিউ' সলভ করা সহজ।

সবাই যে খুব দক্ষ, তা তো নয়। অনেকেই রয়েছে, সারাবছর খুব একটা পড়াশোনা না করে পরীক্ষার আগের মুহূর্তে বেশি জোর দেয়। তাদের জন্য বলব, গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো এই সময় পড়া উচিত। কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সহযোগিতা করবেন। শেষ ৪-৫ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোন ধরনের প্রশ্ন এসেছে, সেগুলি একবার দেখে পড়তে হবে।

অনেকের ধারণা থাকে গতবছর পরীক্ষায় যে প্রশ্ন এসেছে, সেটা এবার আসবে না। হয়তো একই প্রশ্ন রিপিট হয় না। তবে একই টপিকে অন্য প্রশ্ন আসতেই পারে। পরীক্ষার আগে অনেকে বেশি চাপে পড়ে ঘুম, খাওয়াদাওয়া বাদ দিয়ে সারাদিন বই নিয়ে বসে থাকে। সেক্ষেত্রে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই লেখাপড়ার পাশাপাশি শরীরের প্রতি নজর দেওয়া উচিত।

অনুলিখন : শিবশংকর সূত্রধর

মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক যোগাভ্যাস

প্রণব সূত্রধর

শরীর ও মন-দুইই সুস্থ রাখতে যোগাভ্যাস ভীষণভাবে কার্যকরী। স্মার্টফোনে আসক্তি মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়। যার প্রভাব পড়ে পঠনপাঠনের ওপর। এছাড়া বর্তমানে মাঠে খেলাধুলোর অভ্যাস কমছে। পড়ুয়াদের শরীর আর মনের স্বাস্থ্যের ওপর যার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব পড়ে। এসব শিশুমনের সার্বিক বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

তাই যোগাভ্যাসের মাধ্যমে পড়ুয়াদের মনঃসংযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিল আলিপুরদুয়ার জেলার তপসিখাতা-২ নম্বর বিএফপি স্কুল। পাশাপাশি মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহার, ফাস্ট ফুড ও প্যাকেটজাত খাবার খাওয়া কতটা ক্ষতিকর, সেই সম্পর্কে সচেতন করেন শিক্ষকরা। চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া অনুষ্কা দাসের উপলব্ধি, 'আমরা প্রায়ই জাংক ফুড খাই। সেই কারণে বদহজম, পেট খারাপের মতো নানা সমস্যায় ভুগি। ওই ধরনের খাবার শরীরের যে ক্ষতিটা করছে, তা বিস্তারিতভাবে শুনলাম। এখন থেকে দূরে থাকব। বন্ধুদেরও বোঝাব, যেন বাড়ির খাবার খায়। এছাড়া নিয়মিত যোগাভ্যাস, শরীরচর্চা, খেলাধুলো করলে মন আর শরীর সতেজ থাকে।'

পদ্মাসন, প্রাণায়াম, গোমুখ আসন, হলাসন, ময়ূরাসন, ধনুরাসন শেখানো হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। কোনটার কেমন পদ্ধতি, শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়ম কী ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয়েছে। এসবের নিয়মিত চর্চায় কী উপকার হয়, সে ব্যাপারেও আলোচনা করেন যোগবিদরা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রসেনজিৎ রায় জানালেন, সুমন পাল ও সুমন্ত সোরেন নামে দুজন শিক্ষক, যাঁরা নিজেরাও নিয়মিত যোগচর্চা করেন, তাঁরা রুটিন অনুযায়ী পড়ুয়াদের যোগাভ্যাস করাবেন। মোবাইলে আসক্তি, চঞ্চলতা সহ যাবতীয় কুঅভ্যাস দূর করে লেখাপড়া এবং সার্বিক জীবনযাপনে মনযোগ বাড়ানোই উদ্দেশ্য।

প্রথমদিন দুজন যোগবিদকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ধ্যানের মাধ্যমে চাপ কমিয়ে একাগ্রতা ও লেখাপড়ায় মনঃসংযোগ কীভাবে বাড়ে, সেই কথা সহজ ভাষায় পড়ুয়াদের সামনে আলোচনা করেন আলিপুরদুয়ার বয়েজ হাইস্কুলের শিক্ষিকা মৌটুসি পাল। ধ্যান ও যোগাসনের উপকারিতা ব্যাখ্যা করেন আরেক শিক্ষিকা শুভ্রা ঘোষ। শিবিরে অংশ নিয়ে খুদেদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ দেখা গিয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র দেবা দাসের কথায়, 'করোনার সময় থেকে মোবাইলের নেশা মারাত্মক আকার নেয়। এদিন বুঝলাম কতটা ক্ষতি করছি নিজের। যোগার মাধ্যমে মোবাইলে আসক্তি দূর করে মনকে শান্ত রাখা যায়, তা শিক্ষকরা শেখালেন। সারাবছর এগুলো অভ্যাস করতে হবে।' একই কথা পড়ুয়া লিপিকা দাসের।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক শৈলেন দাস বললেন, 'আমিও পিছনে বসে যোগের পদ্ধতি শিখলাম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দারুণ উপকার হবে এই অভ্যাসে।'

ফ্রেম ইন

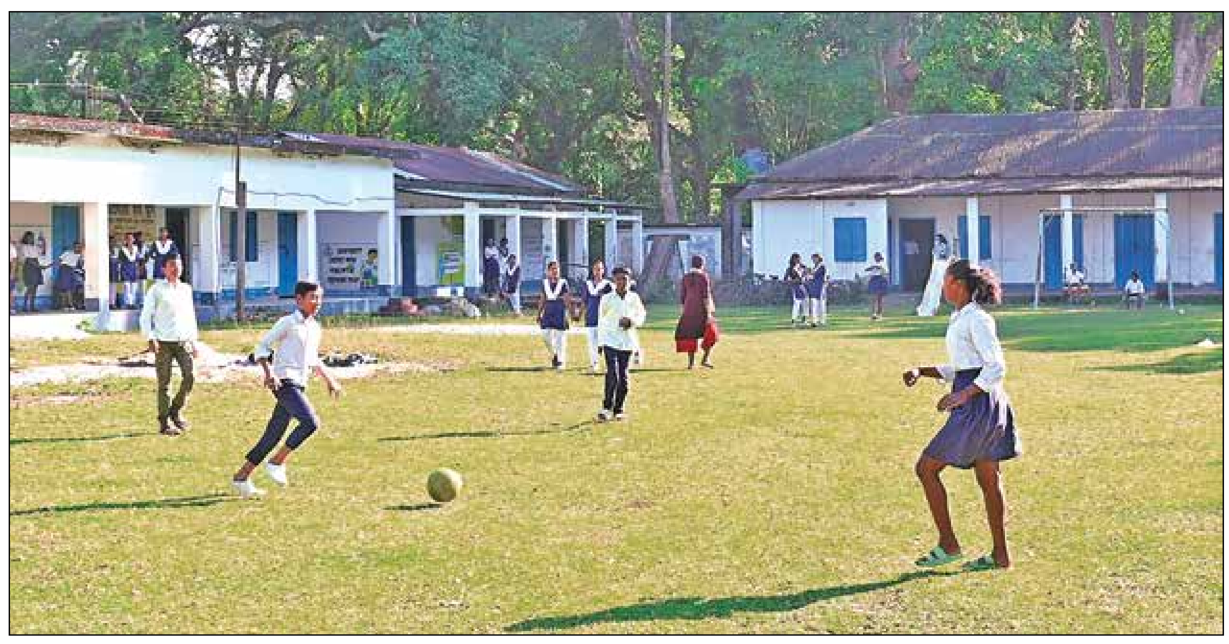

সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি... *রাজাভাতখাওয়া হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

'ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস' ও 'বোস সংখ্যায়নের শতবর্ষ' বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের আলিপুরদুয়ার শাখা। নিউটাউন গার্লস স্কুলে আলোচনাপর্বে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা অংশ নিয়েছিল। বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহ দিতেই এমন উদ্যোগ। তথ্য ও ছবি : প্রণব সূত্রধর

পায়ে পায়ে ৭৫

সমীর দাস

দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক মাস পর আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম পূর্ব সাতালিতে শিক্ষানুরাগীদের উদ্যোগে স্থাপিত হয় সাতালি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। ১৯৪৮ সালের ২ জানুয়ারি পথ চলা শুরু। তবে স্কুল স্থাপনের বহু বছর বাদে, ১৯৯৭ সালে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় পুনম চাঁদ মিত্তাল মেমোরিয়াল হাইস্কুল।

২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠানের প্ল্যাটিনাম জুবিলি বর্ষ ছিল। তবে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনার পর এবছর সাড়ম্বরে উদযাপনের উদ্যোগ নেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। ১৩ ডিসেম্বর সমাপ্তি পর্বের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। চলে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পড়ুয়ারা তিনদিনের অনুষ্ঠানের মেতে উঠেছিল। উদযাপনের সূচনা হয়েছিল চলতি বছরের জানুয়ারিতে। শোভাযাত্রার মাধ্যমে।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সমীরকুমার দেব জানালেন, স্থানীয় বাসিন্দা মহেন্দ্রনাথ রায় সেসময় জমি দান করেছিলেন স্কুল তৈরির জন্য। স্থানীয় বাসিন্দা বীরেন্দ্রনাথ মেচ মণ্ডল সহ গ্রামের বেশ কিছু শিক্ষানুরাগী মানুষ স্কুল স্থাপনের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। ১৯৫১ সালে স্কুলটিতে বাংলামাধ্যমে পঠনপাঠন শুরু হয়।

সমাপ্তি পর্বের অনুষ্ঠানের প্রথম দিন এই স্কুলের পাশাপাশি হাসিমারা হাইস্কুল, ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি হাইস্কুলের পড়ুয়ারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। সন্ধ্যায় বিখ্যাত শিল্পী জলধর মাহাতো তাঁর দল নিয়ে ছৌ নৃত্য পরিবেশন করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানের শুরুতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন হয়।

স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ঈশা চম্প্রমারি নৃত্য পরিবেশন করে। দ্বাদশ শ্রেণির সমীর চম্প্রমারির গানও মন জয় করে নেয় শ্রোতাদের। শেষ দু'মাস ধরে তারা অনুশীলন করেছে। অবশেষে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে খুশি সবাই।

দ্বিতীয় দিন ছিল স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব। সেদিন হয়েছে বৃক্ষরোপণ।

প্রাক্তন পড়ুয়া বিজয় শৈব প্রথম দিন থেকেই স্কুলের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালের পাশআউট ব্যাচের। বললেন, 'আগে স্কুলটি কাঠের ছিল। দুটি একতলা কাঠের ঘরে ক্লাস হত। আমার বেশিরভাগ সহপাঠী সাতালি ও মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় থাকেন। তাঁদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখা হয়। তবে স্কুলের অনুষ্ঠানে এসে একসঙ্গে সবাইকে কাছে পেয়ে খুব ভালো লেগেছে। পুরোনো দিনের হাজারও কথা উঠে এল।'

রোজ নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। প্রাক্তন পড়ুয়া বিনয় নার্জিনারি ১৯৯৫ সালের পাশআউট। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'নবীন প্রজন্মের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে ভালো লাগল। স্কুলটিতে প্রথম থেকেই ছাত্রাবাস রয়েছে। সেখানে আমার সহপাঠীরাও থাকত। তাঁদের সঙ্গে হইহই করে অনুষ্ঠানের ক'দিন বেশ মজায় কাটল।' একই কথা আরেক প্রাক্তনী বিজয় শৈবর।

স্কুলের প্রাক্তনী চন্দ্রা নার্জিনারিও অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। জানালেন, বহু বছর আগে ক্যাম্পাস ছাড়লেও স্কুল জীবনের স্মৃতি তাজা। শুধু প্ল্যাটিনাম জুবিলির অনুষ্ঠান নয়, সুযোগ পেলে বারবার ছুটে আসেন এখানে। পুনর্মিলন উৎসবে সহপাঠীদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে সেই আগের আমেজ ফিরে পেলেন।

বুরহান ওয়ানির শেষ সঙ্গী সহ হত ৫

মৃত জঙ্গিদের অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে সেনা। বৃহস্পতিবার কুলগামে।

শ্রীনগর, ১৯ ডিসেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে পাঁচ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে ওই জঙ্গিদমন অভিযানে মৃতদের মধ্যে রয়েছে হিজবুল-মুজাহিদিনের শীর্ষ কমান্ডার ফারুক ভাট ওরফে নলি। সে বুরহান ওয়ানির ঘনিষ্ঠ শেষ সঙ্গী ছিল। জম্মু ও কাশ্মীরে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকায় ছিল এই জঙ্গি নেতা। তার মাথার দাম ছিল ১০ লক্ষ টাকা। ২০১৪ সাল থেকে সক্রিয় নালির মৃত্যু হিজবুলের কাছে বড় ধাক্কা। কাশ্মীর পুলিশ সূত্রের খবর, ফারুক কাশ্মীরে সবচেয়ে বেশি দিন ধরে গা-ঢাকা দিয়ে থাকা হিজবুল জঙ্গি। কুলগামের অভিযানে বৃহস্পতিবার ফারুক সহ আরও চার কাশ্মীরি জঙ্গির মৃত্যু হয়।

সংঘর্ষে দুই সেনা সদস্যও

কুলগামে সংঘর্ষ

আহত হন। বুধবার গভীর রাতে গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কুলগামের বেহিবাগ এলাকার কাদ্দার গ্রামে অভিযান চালানো হয়। অভিযান শুরু হওয়ার পর জঙ্গিরা গুলি চালায়। সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথবাহিনী পালটা গুলি চালালে সংঘর্ষ শুরু হয়। বৃহস্পতিবার সকালের দিকে সংঘর্ষে ৫ জন জঙ্গি নিহত হয়।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিনার কোর একটি পোস্টে জানিয়েছে, '১৯ ডিসেম্বর নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কুলগামের কাদ্দার এলাকায় সেনা ও পুলিশের যৌথ অভিযানে জঙ্গিদের উপস্থিতি চিহ্নিত করা হয়। সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে জঙ্গিদের চ্যালেঞ্জ করা হলে তারা বাহিনীকে নিশানা করে গুলি চালায়। আমাদের বাহিনী পালটা গুলি চালিয়ে তাদের নিষ্ক্রিয় করেছে।'

এর আগে ডিসেম্বর মাসের শুরুতে লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে যুক্ত এক জঙ্গি জুনেইদ আহমেদ ভাট ডাচিগ্রামে সংঘর্ষে নিহত হয়। সম্প্রতি জম্মু অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী হামলার কারণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জাতীয় সুরক্ষা গার্ড (এনএসজি)-এর একটি বিশেষ দলকে জম্মুতে মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছে। চলতি বছরে জম্মু অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী হামলা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই হামলায় ৪৪ জন নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে ১৮ জন নিরাপত্তাকর্মী, ১৪ জন সাধারণ নাগরিক এবং ১৩ জন জঙ্গি।

চুলের নয়া স্টাইলে নজর কাড়লেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৯ ডিসেম্বর : প্রশাসক হিসেবে নজর কাড়লেও স্টাইল আইকন হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে জগৎজোড়া জনপ্রিয়তা রয়েছে, বিষয়টা এমন নয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট পদে শপথের একমাস আগে নিজের হেয়ারস্টাইলে খানিকটা নতুনত্বের ছোঁয়া এনেছেন তিনি। বুধবার ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পাম বিচের ইন্টারন্যাশনাল গলফ ক্লাবে এসেছিলেন তিনি। নতুন কেশবিন্যাসে শোভিত ট্রাম্পের পরনে ছিল সাদা গলফ টি-শার্ট এবং কালো ট্রাউজার। হাতে ছিল লাল টুপি। পায়ে সাদা স্নিকার। সচরাচর তাঁকে এভাবে বড় একটা দেখা যায়নি। স্বাভাবিকভাবেই ট্রাম্পের 'নয়া অবতার' ভাইরাল।

আম্বেদকর বিতর্কে উত্তাল সংসদ

কংগ্রেস-জোড়াফুল ব্যবধান বাড়ছে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : ইস্যু এক। তা নিয়ে কেন্দ্র ও বিজেপি-বিরোধী সুরেও খুব বেশি অমিল নেই। তবুও আম্বেদকর বিতর্কে কংগ্রেসের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার সংসদের মকরদ্বারের সামনে বিজেপি এবং কংগ্রেস সাংসদদের ধাক্কাধাক্কি ঘিরে রাজ্যসভা ও লোকসভা উত্তাল হলেও পুরো বিষয়টি থেকে নিজেদের দূরে রেখে পৃথকভাবে আম্বেদকর বিতর্কে সরব হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল।

তৃণমূলের এহেন অবস্থানের ফলে ইন্ডিয়া জোটের ফাটল আরও চওড়া হল বলেই মনে করা হচ্ছে। শুধু তৃণমূল নয়, আপ এবং সপা-ও কংগ্রেসের থেকে দূরে থেকে আম্বেদকর কাণ্ডে পৃথকভাবে সুর চড়িয়েছে। শুধু বাম, আরজেডি, ডিএমকে, জেএমএম, আইইউএমএলের মতো শরিকদের আম্বেদকর ইস্যুতে কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে দেখা গিয়েছে। এর আগে আদানি ইস্যুতেও সংসদ অচল করার বিষয়ে কংগ্রেসের থেকে ভিন্ন অবস্থান নিয়েছিল তৃণমূল।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকালে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আম্বেদকর ইস্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য দলীয় সাংসদদের নির্দেশ দেন। তারপরই তৃণমূল সাংসদরা সংসদ চত্বরে আম্বেদকর মূর্তির সামনে দফায় দফায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র পদত্যাগ দাবিতে স্লোগান দেন।

দুপুর দুটোর সময় ফের লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে কংগ্রেস সাংসদরা আম্বেদকরের ছবি হাতে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান। কেউ কেউ স্পিকারের চেয়ারের দিকেও এগিয়ে যান। তখন কংগ্রেসের সঙ্গে সপাকে সুর মেলাতে দেখা গেলেও তৃণমূল সাংসদরা যথারীতি দূরত্ব বজায় রাখেন। পরে দুপুর দুটোর সময় লোকসভার অধিবেশন মুলতবি হওয়ার পর ফের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল সাংসদরা আম্বেদকর মূর্তির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অমিত শা-র বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ এনেছেন দলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন।

ইন্ডিয়া জোটে থেকেও কেন এমন ভিন্ন অবস্থান, সেই সম্পর্কে তৃণমূল সূত্রে বলা হয়েছে, 'ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমরা একজোট। বিষয়ের সঙ্গে সহমত হলেও আমরা আলাদা পদক্ষেপ করব।' কংগ্রেসকে বিরোধী পরিসরে একা লাঠি ঘোরাতে না দেওয়ার ব্যাপারে সপা, আপের মতো বিভিন্ন আঞ্চলিক দল তৃণমূলের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে বলে জানা গিয়েছে। তার ছাপ আদানির পর এবার আম্বেদকর বিতর্কেও পড়ল।

মহাকাশে সান্তা সুনীতা

ওয়াশিংটন ডিসি, ১৯ ডিসেম্বর: চুলে পাক ধরেছে। তবুও ঠোঁটের কোণে হাসি। ঘরসংসার থেকে অনেক দূরে তিনি। তবুও মুখ খুশিতে ভরা। মহাকাশে আসন্ন বড়দিনের মরশুমকে সান্তার পোশাকে আলিঙ্গন করছেন নাসার নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস। নাসার মহাকাশ স্টেশন আইএসএস-এ দিব্য রয়েছেন তিনি। সান্তার টুপি তে দুর্দান্ত পোজ দিয়েছেন সুনীতা ও তাঁর সঙ্গী ডন পেটিট। দুই মহাকাশচারীর ছবি এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছে নাসা। বড়দিনের উপহারের সঙ্গে অত্যাবশ্যক অনেককিছু তাঁদের জন্য পাঠানো হয়েছে স্পেস এক্স মহাকাশযানে। লাল টুপিতে চমৎকার দেখাচ্ছে সুনীতাকে। নাসা জানিয়েছে, পরিজনদের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের।

টাকার মূল্যে রেকর্ড পতন

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় টাকার মূল্যে পতন অব্যাহত। বৃহস্পতিবার এক ডলারের মূল্য পৌঁছে যায় ৮৫ টাকা ৩০ পয়সায়। যা ইতিহাসে সর্বোচ্চ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্প জয়ী হওয়ার পর থেকেই চাঙ্গা হয়েছে ডলার। সে দেশের শীর্ষ ব্যাংক প্রত্যাশা মতো সুদের হার কমানোয় আরও শক্তিশালী হয়েছে ডলার। সেই অভিঘাতে ক্রমশ দাম কমছে ভারতীয় মুদ্রা টাকার। এদেশ থেকে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি লগ্নি সরানোয় আরও দুর্বল হয়েছে টাকা।

অজানা রোগে মৃত ৮ শিশু

শ্রীনগর, ১৯ ডিসেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার বদহাল গ্রামে অজানা রোগে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮। মৃতরা সকলে গ্রামের দুটি পরিবারের সন্তান। সোমবার জেলার ডেপুটি কমিশনার অভিষেক শর্মা বদহাল গ্রামের পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে যান। এক সরকারি মুখপাত্র জানিয়েছেন, ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজৌরিতে একটি বায়োসেফটি লেভেল ও তিনটি ভ্রাম্যমাণ ল্যাবরেটরি পাঠানো হয়েছে। অসুস্থতার কারণ জানাতে বিশেষজ্ঞদের একটি কেন্দ্রীয় দলও পাঠানো হয়েছে ওই জেলায়।

এখনও আতঙ্কে বেঁচে ফেরা যাত্রীরা

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর : দুর্ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরেও বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের আতঙ্ক কাটেনি।

মুম্বইয়ের গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া থেকে এলিফ্যান্টা গুহায় যাওয়ার পথে বুধবার নৌবাহিনীর স্পিডবোটের সঙ্গে ধাক্কায় ডুবে যায় যাত্রীবাহী একটি ফেরি-লঞ্চ। ওই দুর্ঘটনায় ১৩ যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। উদ্ধার করা হয়েছে ১০১ যাত্রীকে। অনেকে পরিজনদের হারিয়ে শোকে পাথর। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন কেউ কেউ। দুর্ঘটনার ভয়াবহতা বিহ্বল করেছে উদ্ধারকর্মীদেও। শুরু হয়েছে দোষারোপের পালা।

নীলকমল নামে ডুবে যাওয়া লঞ্চের চালকের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের কোলবা থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন এক যাত্রী। তাঁর দাবি, লঞ্চে চড়ার পর তাঁদের লাইফ জ্যাকেট দেওয়া হয়নি। যার জেরে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সূত্রের খবর, নৌবাহিনীর স্পিডবোটের চালকের বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু হয়েছে। গাজিপুরের বাসিন্দা গৌতম গুপ্ত নামে এক লঞ্চযাত্রী বলেন, 'স্পিডবোটের ধাক্কায় ফেরি উলটে গেলে যাত্রীরা জলে পড়ে যান। কারও কাছে লাইফ জ্যাকেট ছিল না। উদ্ধারকাজ শুরু করতে ২০-২৫ মিনিট লেগে গিয়েছিল। ততক্ষণে জলে ডুবে আমার কাকিমার মৃত্যু হয়েছে।'

দীনেশ আদকানে নামে এক যাত্রীর দাবি, ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে যাত্রীদের লাইফ জ্যাকেট পরতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়েছিল। যাত্রীরা লাইফ জ্যাকেট পরার আগেই লঞ্চটি ডুবে যায়। তাঁর কথায়, 'লঞ্চটি ভর্তি ছিল। আমি কয়েকজনকে পড়ে যেতে দেখেছি। তাঁরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছিলেন। তবে প্রায় আধঘণ্টা কেউ উদ্ধারের জন্য আসেননি। পরে কয়েকটি নৌকা এসে আমাদের উদ্ধার করে। দুর্ঘটনার সময় কেউ লাইফ জ্যাকেট

মুম্বইয়ে লঞ্চডুবি

পরেননি। ফেরিটি যখন ডুবতে শুরু করে তখন আমাদের লাইফ জ্যাকেট পরতে বলা হয়েছিল।'

বৈশালী আরখানে নামে এক যাত্রী বলেন, 'পরিবারের ৭ জনকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বরাতজোরে প্রাণে বেঁচেছি।' বৃহস্পতিবারও আতঙ্ক কাটেনি তাঁর। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ জানিয়েছেন, মৃতদের মধ্যে ১০ জন যাত্রী ও নৌবাহিনীর ৩ সদস্য রয়েছেন। মৃতদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মৃতদের পরিবারবর্গের জন্য ২ লক্ষ টাকা করে সহায়তা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে সাহায্যের কথা জানিয়েছেন তিনি।

হাতে হাত। বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে। কায়রোয় বৃহস্পতিবার।

ঢাকা-লাহোর বৈঠক কায়রোয়

'বাংলাদেশ এখন নতুন পাকিস্তান'

কলকাতা ও ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর : রাতারাতি পালটে গিয়েছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার তা আরও স্পষ্ট হল। সাক্ষী থাকল কায়রো শহর।

বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস এদিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে কায়রোয় ডি-৮ সম্মেলনের ফাঁকে দেখা করেন। সেখানে পাক প্রধানমন্ত্রীকে ১৯৭১ সালের অমীমাংসিত সমস্যাগুলি মীমাংসা করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ইউনূসকে পাকিস্তান সফরে আসারও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শাহবাজ শরিফ।

বাংলাদেশের এহেন ভোলবদল নিয়ে এবার সুর চড়িয়েছেন ইসকনের প্রাক্তন সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের প্রবীণ আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ। চিকিৎসা করাতে তিনি বর্তমানে ব্যারাকপুরে নিজের ছেলের বাড়িতে এসেছেন।

রবীন্দ্র বলেন, 'ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আর ১৯৭১ সালে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ এক নয়। এটা ৮ অগাস্ট ২০২৪ সালে জন্ম নেওয়া নতুন বাংলাদেশ। ইউনূসের সরকার দেশটাকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে। তারা নতুন পাকিস্তান গড়তে চাইছে।' রবীন্দ্রবাবুর সাফ কথা, 'আমি কাপুরুষ নই। আমি বাংলাদেশ ছেড়ে পালাইনি। আমি আমার দেশে অবশ্যই ফিরব এবং চিন্ময় কৃষ্ণদাসের মুক্তির জন্য লড়াই জারি রাখব।' রবীন্দ্রর মন্তব্য, 'হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশে কোনও আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। ভারতের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু মানুষ সেসব ভুলে গিয়েছে।'

বরাদ্দ বাড়ছে সেনায়

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : ভারতীয় সেনার শক্তি বাড়াতে অন্তর্বর্তী বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির সুপারিশ করল প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। বর্তমান বরাদ্দ যথেষ্ট নয় বলে জানিয়ে কমিটি বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। সংসদীয় কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, 'প্রতিবেশীদের সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধির সঙ্গে আনুপাতিক ভারসাম্য রক্ষা করতেই এই পদক্ষেপের প্রয়োজন।' বর্ধিত বরাদ্দ সেনার আধুনিকীকরণের জন্য ব্যবহৃত হবে। প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান রাধামোহন সিং জানিয়েছেন, বর্ধিত বাজেট বরাদ্দ প্রতিরক্ষায় 'আত্মনির্ভরতা' বাড়াতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দেবে। পাশাপাশি জরুরি প্রয়োজনে আমদানি করা হবে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম।

২০২৪-২৫'এ প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ৬ লক্ষ ২১ হাজার কোটি টাকা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী।

৮০ হাজারের নীচে নামল সেনসেক্স

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর : মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের রক্ষণাত্মক বার্তায় ফের ডুবল ভারতীয় শেয়ার বাজার। টানা পতনের হাত ধরে সেনসেক্স নামল ৮০ হাজারের নীচে। অন্যদিকে নিফটিও নেমে এসেছে ২৪ হাজারের নীচে।

লক্ষ্মীবারে দিনের শুরু থেকেই নিম্নমুখী ছিল দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। দিনের শেষে সেনসেক্স ৯৬৪.১৫ পয়েন্ট নেমে ৭৯২১৮.০৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। একইভাবে নিফটি ২৪৭.১৫ পয়েন্ট নেমে ২৩৯৫১.৭০ পয়েন্টে পৌঁছেছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, মার্কিন শীর্ষ ব্যাংকের বার্তা, বিদেশি লগ্নি ভারত থেকে সরে যাওয়া, ডলারের তুলনায় রেকর্ড নীচে টাকার দাম ইত্যাদি কারণে নামছে শেয়ার বাজার। প্রত্যাশামতোই ফেডারেল রিজার্ভ ০.২৫ শতাংশ সুদের হার কমিয়েছে। তবে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক জানিয়েছে, আগামী বছরে আরও ০.২৫ শতাংশ সুদের হার কমানো হতে পারে। আশা ছিল আগামী বছরে ০.৭৫ থেকে ১.০ শতাংশ পর্যন্ত এই হার কমানো হতে পারে। ফেডের এই বার্তায় ধাক্কা খেয়েছে বিশ্বের অন্যান্য দেশের শেয়ার বাজারও। অন্যদিকে ডিসেম্বরের শুরুতে ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও গত তিন দিনে ৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের শেয়ার বিক্রি করেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। যা শেয়ার বাজারের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে। ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য ৮৫ টাকা ৩০ পয়সায় নেমে যাওয়াও শেয়ার বাজারের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে।

নীতীশ-নাইডুকে চিঠি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মন্তব্যের জেরে বিতর্কের পারদ ক্রমশ চড়ছে শাসক এবং বিরোধীদের মধ্যে। বিরোধী ইন্ডিয়া জোট নিজেদের যাবতীয় মতবিরোধ দূরে সরিয়ে এই ইস্যুতে একযোগে বিজেপিকে নিশানা করেছে। এই পরিস্থিতিতে আম্বেদকরকে কেন্দ্র করে এনডিএ-তে ফাটল তৈরির চেষ্টা শুরু হল ইন্ডিয়ার তরফে। বৃহস্পতিবার আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুকে একটি চিঠি লিখে আম্বেদকর বিতর্কে তাঁদের মতামত তুলে ধরার পাশাপাশি বিজেপিকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আর্জি

আম্বেদকর বিতর্ক

জানিয়েছেন। কেজরির বক্তব্য, 'বিজেপি সংসদে বাবাসাহেবের অপমান করেছে। মানুষ মনে করে, যাঁরা বাবাসাহেবকে ভালোবাসেন, তাঁরা কখনও বিজেপিকে সমর্থন করতে পারেন না। আপনাদেরও এই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা উচিত।'

মদ্যপান কমানোর উপায় বেরোল গবেষণায়

সিডনি, ১৯ ডিসেম্বর : কেউ বলেন, এমন বন্ধু আর কে আছে! কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, এমন শত্রুও মানষের খুব বেশি নেই। নিশানায় একটিই পদ—মদ। এর প্রভাব সমাজে মারাত্মক। এহেন ক্ষতিকর নেশা থেকে মানুষকে বাঁচাতে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন সিডনির এক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। মদ্যপান কমানোর জন্য এক নতুন পদ্ধতি তাঁরা জানিয়েছেন।

অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মদ্যপানের কারণে ক্যানসারের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার পাশাপাশি প্রতিদিন কতটা মদ্যপান করা হচ্ছে তা হিসাবে রাখার অভ্যাস তৈরি করলে অতিরিক্ত মদ্যপান কমানো অনেকটাই সহজ হয়। অর্থাৎ সুরারসিকরা যখন বুঝতে পারেন, মদ্যপান ক্যানসারের মতো গুরুতর রোগের কারণ হতে পারে তখন তাঁরা নিজেরাই মদ্যপানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। এর ফলে তখন মদ্যপানের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

বিজ্ঞানীদের মতে, মদ পেটে পড়লে বেশ একটা আনন্দ হয় বটে। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপান ক্যানসার ছাড়াও হৃদরোগ, হজমের সমস্যা, ডিমেনশিয়া এবং অকাল মৃত্যুর মতো স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়।

গবেষণার প্রধান লেখক জর্জ ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল হেলথের প্রফেসর সিমোন পেটিগ্রিউ বলেন, অস্ট্রেলিয়ায় মদ্যপান একটি বড় স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করেছে। এর জেরে দুর্ঘটনা থেকে হতাহত হওয়ার সম্ভাবনার পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ী নানাবিধ রোগ, ক্যানসার এবং অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। শুধু অতিরিক্ত মদ্যপায়ীরাই নন, মাঝারি মাত্রার মদ্যপায়ীরাও বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকিতে রয়েছেন।

পেটিগ্রিউয়ের কথায়, 'মদ্যপানের ক্ষতিকর দিক নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সীমিত সম্পদ ব্যবহৃত হয়। তাই কোন ধরনের জ্ঞানের কথা মানুষকে বেশি প্রভাবিত করতে পারে, তা নির্ধারণ করাটা গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই জানেন না যে, মদ একটি কার্সিনোজেন বা ক্যানসার সৃষ্টিকারী পদার্থ। তবে শুধুমাত্র এটি জানানোই যথেষ্ট নয়, বরং ঝুঁকি কমানোর জন্য কীভাবে পদক্ষেপ করতে হবে তা-ও জানানো দরকার।'

সিডনির ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় তিনটি পর্যায়ে সমীক্ষা করা হয়। প্রথম সমীক্ষায় অংশ নেন ৭,৯৯৫ জন। তাঁদের মধ্যে ৪,৫৮৮ জন তিন সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় সমীক্ষায় অংশ নেন। এরপর আরও তিন সপ্তাহ পরে ২,৬৮৭ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নেন তৃতীয় তথা শেষ সমীক্ষায়।

গবেষণার ফলাফলে দেখা গিয়েছে, মদ্যপান এবং ক্যানসারের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি মদ্যপানের পরিমাণ সম্পর্কে খেয়াল রাখার অভ্যাস তৈরি করলে মদ্যপানের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

জমি বিবাদে নাক কাটা গেল পিসির

জয়পুর, ১৯ ডিসেম্বর : অনাত্মীয়া শূর্পণখার নাক কেটেছিলেন লক্ষ্মণ। কিন্তু সে তো নিছক কল্পকথা। বাস্তবে ভাইপোর হামলায় নাক কাটা গেল পিসির। রাজস্থানে জমি বিবাদের জেরে মহিলার নাক কাটলেন তরুণ। কাটা নাক নিয়ে হাসপাতালে ছুটলেন তিনি। চিকিৎসকরা নাক এবং ক্ষত অংশ দেখার পর জানিয়ে দেন, প্লাস্টিক সার্জারি ছাড়া নাকটি শরীরের সঙ্গে জোড়া সম্ভব নয়।

বছর ৪০-এর কুকি দেবী তাঁর মায়ের বাড়িতেই থাকেন। রাজস্থানের মোকনি জেলায় ভিটে এবং জমিজমা নিয়ে ভাইপোর সঙ্গে গোলমাল শুরু হয়। চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার বৌদিকে নিয়ে ওই জমি দেখতে যান কুকি দেবী। সেখানেই তর্কে জড়িয়ে পড়েন ভাইপো ওমপ্রকাশের সঙ্গে। অভিযোগ, এরপর ওই তরুণ ছুরি নিয়ে তাঁর ওপর চড়াও হন। কেটে দেন নাক।

'লিভ-ইন ঠিক নয়'

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : বিয়ে না করে একসঙ্গে থাকা বা লিভ-ইন সম্পর্কে বিশ্বাসী নন নীতিন গড়করি। সমলিঙ্গে বিবাহকেও তিনি সমর্থন করেন না। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, লিভ-ইন সম্পর্ক সামাজিক জীবনধারা নষ্ট করছে। সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে এই জীবনশৈলী সামাজিক কাঠামোকে পতনের দিকে নিয়ে যাবে।

গড়করির প্রশ্ন, তরুণ-তরুণীরা বিয়ে না করলে সন্তান হবে কী করে? লিভ-ইন সম্পর্কে সন্তানদের ভবিষ্যৎ কী?

গড়করি জানিয়েছেন, আসল কথা হল মা-বাবা সন্তানকে ঠিকমতো পালন করছেন না। সন্তানদের বড় করতে তাঁদের দায়িত্ব রয়েছে। বিজেপি নেতা বিবাহবিচ্ছেদের বিরোধী নন। তাঁর কথায়, লিভ-ইন সম্পর্ক ভালো নয়।

গোবিন্দার ছেলের জন্য ঘেমে আকুল বলিউড

গোবিন্দার ছেলের নায়িকা হওয়ার জন্য সারা দেশ থেকে প্রায় ১৪০০০ অডিশন জমা পড়েছে। বলিউডের স্বনামধন্য কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবরার অবস্থাটা একবার ভাবুন। পরিচালক সাই রাজেশ এবং প্রযোজক মধু মান্টেনা ও আল্লু অরবিন্দের কাছে ঠিক কার ক্লিপিং পাঠাবেন তিনি, সেই নিয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে হচ্ছে তাঁকে।

কিন্তু ব্যাপারটা কী, বুঝলেন না তো? আসলে যশোবর্ধন আহুজা, মানে গোবিন্দার ছেলে এবার সিনেমায় আসছেন। ২০২৫-এর গ্রীষ্মে তাঁর প্রথম ছবির শুটিং আরম্ভ হবে। ছবির নাম অবশ্য এখনও ঠিক হয়নি। তবে প্রযোজক এবং পরিচালক ভেবেছেন যে, যশের সঙ্গে একেবারে নতুন কোনও মুখ নিয়ে কাজ করবেন তাঁরা। মানে একদম টাটকা জুটি। সেই মতো অডিশন নেওয়ার কাজটা শুরু হয়েছিল। কিন্তু তার ফল যে এই দাঁড়াবে, সে কথা কে জানত!

সিনেমাটা যখন একটা প্রেম কাহিনি, তখন জুটিটাও জম্পেশ না হলে চলে? ব্যস, এবার জম্পেশ জুটি বানাতে গিয়ে পরিচালক সাই রাজেশেরও মাথায় হাত। বেচারা কাস্টিং ডিরেক্টর নিজে আর কজনকে দেখতে পারবেন?

তবে শুধু নায়িকা নন, এই ছবির গানগুলোও কিন্তু একেবারে এক্সক্লুসিভ আর অরিজিনাল হতে হবে। সে কাজটা এখনো শুরু হয়নি, তবে সেখানেও যে ভালোরকম ঘাম ঝরবে, তা বলাই বাহুল্য।

ড্রাগ মাফিয়া ভিকির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল? কী বলছেন মমতা কুলকার্নি

মমতা কুলকার্নি। ৯০-এর দিভা এই গ্ল্যামারাস নায়িকা সম্প্রতি মুম্বাই এসেছেন। ড্রাগচক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য তিনি ও তাঁর 'স্বামী' ভিকি গোস্বামী মুম্বাই পুলিশের নজরে পড়েন। ২০০৭ সালের ঘটনা। এই সময় অভিনেত্রী নাকি কেনিয়ায় ছিলেন। ২৫ বছর পর তিনি দেশে ফিরে বলেছেন, 'আমি অভিনয় করতে ভারতে আসিনি। বলিউডে নিজের কেরিয়ার নতুন করে শুরু করতেও চাই না। কুম্ভমেলার জন্য এসেছি। ২৫ বছর আগে এই কুম্ভমেলার জন্যই এসেছিলাম।' তিনি ড্রাগচক্র ও তাঁর 'সঙ্গী' ভিকির কথাও বলেছেন। তাঁর কথায়, 'আমি ড্রাগচক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। হ্যাঁ, ভিকির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। ১৯৯৬-তে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়। পরের বছর ওর জেল হয় ড্রাগ কেসে। ১২ বছর ওর জেল হয়। এই সময় ওর সঙ্গে আমার দেখাও হয়। কিন্তু তখন থেকে আমার মন আধ্যাত্মিক বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। তারপর থেকে পূজা, জপতপ নিয়েই আছি।'

ওঁদের কি বিয়ে হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে মমতা বলেন, 'আমি ১২ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করেছি, পিঁয়াজ-রসুনও খাইনি। ভিকিকে ভালোবেসেছি, চিরকাল ভালোবাসব, কিন্তু আমাদের বিয়ে হয়নি। তারপর আট বছর কেটে গিয়েছে, সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছে।' ২০১২-তে ভিকি জেল থেকে বেরোলে মমতা বিয়ে, সংসার সবকিছু থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তিনি বলেছেন, 'তবে, ও জেল থেকে বেরোনোর আগে আমি ভারতে ফিরব না বলেই সিদ্ধান্ত নিই। জেল থেকে বেরিয়ে ভিকি কেনিয়া চলে যায়, আমি দুবাই থেকে এলাহাবাদ ফিরি ১০ দিনের জন্য, তারপর আবার দুবাই চলে যাই। মাঝে মাঝে ভিকির সঙ্গে দেখা করতে কেনিয়া যেতাম। ওখানেও ও ড্রাগ ব্যবসার জন্য অভিযুক্ত হয়। আমি ওর সঙ্গে তখন থাকতাম না। ২০১৬-২০২৪ পর্যন্ত আমি নিজের জন্য তপস্যা করেছি। এখন ওর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। শেষ ওর সঙ্গে আমার কথা হয় ২০১৬-তে।' ২০১৭-র জানুয়ারিতে, মমতা ও ভিকির নামে অজামিনযোগ্য ওয়ারেন্ট বার করে মুম্বাই পুলিশ। এখন তারা মমতাকে এই ড্রাগের ব্যবসার অভিযোগ থেকে ক্লিনচিট দিয়েছে। হঠাৎ দশ ছেড়েছিলেন, তাই তাঁকে পলাতক আখ্যা দিয়ে দেয় পুলিশ, বলেছেন মমতা।

বন্ধুত্বই আসল

বিচ্ছেদের পর বারবার সেলেবরা বলেন, বন্ধুত্বই আসল। দারুণভাবে আবার কথাটি প্রমাণ করলেন হৃতিক রোশন। ১০ বছর আগে হৃতিক ও সুসানে খানের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। ওঁরা এখন হৃদান ও রিহান খানের বাবা-মা। বিভিন্ন ইভেন্টে তাঁদের একসঙ্গে মাঝেমাঝেই দেখা যায়।

এবার দেখা গেল সুসানে খানের প্রেমিক আরসলান গনির জন্মদিনে। মঙ্গলবার, এই অনুষ্ঠানের ছবি শেয়ার করেছেন সুসানে, তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায়। সঙ্গে লিখেছেন, 'জীবনে আমি যা চাই, তা হল তুমি। শুভ জন্মদিন আমার প্রাণ, তুমি এ পৃথিবীতে আমাকে সবথেকে সুখী মানুষ বানিয়েছ।' আরসলান তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে হৃতিকের পোস্ট। তিনি লিখেছেন, 'শুভ জন্মদিন।' সঙ্গে লাল হার্ট ইমোজি।

আরও অনেকেই সুসানের পোস্টে মন্তব্য করছেন। সুসানও হৃতিকের প্রেমিকা সাবা আজাদের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। এই চারজন ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। সেই ছুটি কাটানোর মুহূর্তও ধরা পড়েছে একটি ছবিতে। ২০২৫-এ হৃতিক আসছেন অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ছবি ওয়ার ২-তে। ছবির খলনায়ক জুনিয়ার এনটিআর। ২০২৫ সালটি হৃতিকের কেরিয়ারের সিলভার জুবিলি। ২০০০ সালে রাকেশ রোশনের কহোনা পেয়ার হ্যায় দিয়েই অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন তিনি।

অভিনেতা রাম আর ব্যক্তি রামে মিল থাকতে হবে

যিনি রাম হবেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও রামের একেবারে বিপরীত মেরুতে হলে হবে না। একথা সাফ জানিয়ে দিলেন মুকেশ খান্না। নীতিশ তিওয়ারি তাঁর রামায়ণে রণবীর কাপুরকে রাম হিসেবে নিয়ে আসছেন। সাই পল্লবী হচ্ছেন সীতা। ২০২৬ সালের দিওয়ালিতে আসবে এই ছবি। তবে তার অনেক আগে থেকে এই রামায়ণ নিয়ে জোরদার আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করতেই একটু বিব্রত হয়ে পড়েন মুকেশ খান্না। রণবীর কাপুর বা কাপুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়তো ভালোই। সুতরাং বেশ একটু আমতা আমতা করে তিনি বলেন যে, রাম চরিত্রে যিনি অভিনয় করবেন, চান বা না চান, তাঁর সঙ্গে অরুণ গোভিলের তুলনা আসবেই। ভীষ্ম চরিত্রে কেউ কখনো অভিনয় করলে মুকেশ খান্নার সঙ্গে তুলনা আসবেই। কারণ তাঁরা একটা করে ট্রেন্ড তৈরি করে দিয়ে গেছেন।

অবশ্য রণবীরকে অযোগ্য বলছেন না তিনি। বরং তিনি মনে করছেন যে, কাপুর পরিবারের এই একমাত্র নায়ক নিশ্চয়ই রামের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নেই। তাঁর সাম্প্রতিক ছবি 'অ্যানিমাল' ছবিতে যে নেগেটিভ চরিত্রে তিনি কাজ করেছেন, সেই নেগেটিভিটি তাঁর রাম চরিত্রে পড়বে না বলে আশা করছেন তিনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২৬-এর কালীপুজোয় রামায়ণের প্রথম পর্ব আনছেন পরিচালক নীতিশ তিওয়ারি। ২০২৭ সালের কালীপুজোয় আসছে দ্বিতীয় পর্ব।

মল্লিকা, পূজাকে ইডির জিজ্ঞাসাবাদ

ম্যাজিকুইন নামের একটি পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে অভিনেত্রী মল্লিকা শেরাওয়াত ও টিভি অভিনেত্রী পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করল ইডি। এই পোর্টালি একটি বেটিং ওয়েবসাইট। এটি বেআইনিভাবে পুরুষদের টি ২০ ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচ ব্রডকাস্ট করেছিল। ইডি এই ঘটনার তদন্ত করছে। গত দু সপ্তাহে এই সংস্থা দিল্লি, মুম্বাই, পুনে-তে নতুন করে তল্লাশি করেছে। অভিনেত্রীরা এই পোর্টালের প্রচারের মুখ। তাই তাঁদের প্রশ্ন করার ছিল। ইডি বলেছিল, ই-মেল করে বা সশরীরে উপস্থিত হয়ে তাঁরা উত্তর দিতে পারেন। সেইমতো আমেদাবাদে গত সপ্তাহে ইডি-র অফিসে ই-মেল পাঠিয়ে এবং দায়িত্ব সচেতন প্রতিনিধি পাঠিয়ে মালাইকা ইডির প্রশ্নের উত্তর দেন। অন্যদিকে পূজা ইডির অফিসে এসে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন, সেসব রেকর্ডও করা হয়। এইসব প্রশ্ন প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং ল-এর অধীনে করা হয়। মালাইকাকে ভিকি বিদ্যা কা উহোহওয়ালা ভিডিও-তে দেখা গিয়েছে, পূজা কসৌটি জিন্দগি কে-তে কাজ করেছেন।

ইডিয়ট, মুন্নাভাই-এর সিক্যুয়েল

বলেছেন ছবির পরিচালক ও প্রযোজক বিধু বিনোদ চোপড়া। সম্প্রতি ১২ ফেল-এর দারুণ সাফল্যের পর ছবির বিহাইন্ড দ্য সিন 'জিরো সে স্টার্ট' প্রকাশ করেন। একটি সর্বভারতীয় হিন্দি পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেবার সময় তিনি জানিয়েছেন, থ্রি ইডিয়টস এবং মুন্নাভাই এমবিবিএস ৩-এর প্রস্তুতি চলছে। তিনি বলেছেন, 'আমি ২ ইডিয়টস এবং মুন্নাভাই এমবিবিএস ৩-এর চিত্রনাট্য লিখছি। এছাড়া আমি বাচ্চাদের জন্য একটা ছবি করতে চাই। ছবির নাম ঠিক হয়নি। আমি একটি হরর কমেডিও লিখছি। এটা বেশ ইন্টারেস্টিং। আমি ১-২ বছর ধরে লিখব, তারপর ছবির শুটিংয়ের কথা ভাবব। তবে মনে হয়, ২ ইডিয়টস আর মুন্নাভাই এমবিবিএস-এর কাজই আগে শুরু হবে।' এই দুটি ছবি করতে এত দেরি হল কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তিনি বলেন, 'আমি এই দুটো ছবির ২-৩টি সিক্যুয়েল বানিয়ে নিতে পারতাম, অনেক টাকাও হত। বাড়ি-গাড়িও হত। কিন্তু ছবিগুলো যদি ভালো না হত, তাহলে ছবি নিয়ে কথা বলাটা আমার কাছে উপভোগ্য হত না। সব সময়েই মনে হত, আমি আমার ভাবনাচিন্তা, ধ্যানধারণার সঙ্গে সমঝোতা করে ছবিগুলো বানিয়েছি শুধু টাকা রোজগারের জন্য। আমি দর্শকদের জন্য ভালো করে ছবিগুলো করতে চাই।'

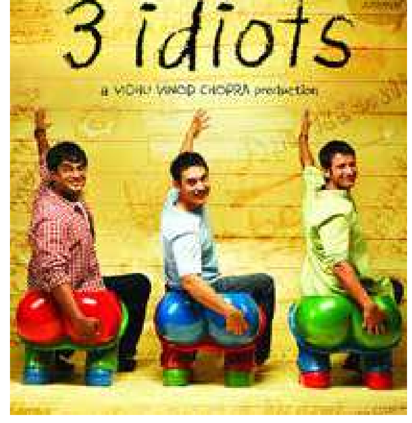

একনজরে সেরা ৫

শাহিদ, তৃপ্তি একসঙ্গে

সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা ও বিশাল ভরদ্বাজের মিলিত প্রচেষ্টায় ছবি। নায়ক শাহিদ কাপুর, নায়িকা তৃপ্তি দিমরি। ২০২৫ সালের ৬ জানুয়ারি শুটিং শুরু, ওই বছরেই ৬ ডিসেম্বর ছবি মুক্তির চেষ্টা হচ্ছে। ছবিটিতে নানা পাটেকর ও রণদীপ হুডাও আছেন। সাজিদের সিকান্দার, হাউসফুল ৫, বাগি ৪ আগামী বছর মুক্তি পাবে।

পুষ্পা ২, বেবি জন সংঘাত

বুধবার এসেছে বেবি জন। এদিকে পুষ্পা ২-এর পরিবেশক অনিল থাডানি হলগুলোকে বলেছেন চুক্তিমতো শুক্র থেকে পরের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দুটো ছবিকেই সমান শো দিতে হবে না। একথা লিখিতভাবে দিতে হবে, নাহলে পুষ্পা ২ ওই হলগুলি চালাতে পারবে না। সেক্ষেত্রে ২৭ ডিসেম্বরের আগে বেবি বেশি শো পাবে না। আলোচনা চলবে।

অজয়ের ছবি

অজয় দেবগণ ও রকুল প্রীত সিং অভিনীত ছবি দে দে পেয়ার দে ২-এর মুক্তি হচ্ছে ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ সালে। দে দে পেয়ার দে-র এই সিক্যুয়েলে আছেন আর মাধবনও। পরিচালনায় অনশুল শর্মা। প্রথমটিতে তাব্বু ছিলেন, দ্বিতীয়তে তিনি নেই। দ্বিতীয়টিতে আরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। পাঞ্জাব, মুম্বাই, লন্ডনে শুটিং হবে।

রেসে সলমন, ভিকি

করণ জোহারের ধর্মা প্রোডাকশনে পরিচালক হিসবে আসছেন কবীর খান। একটি অ্যাকশন-থ্রিলারের চিত্রনাট্য লিখছেন তিনি। সলমন খান অথবা ভিকি কৌশল নায়ক হতে পারেন। প্রাথমিকভাবে দুজনেই ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন চরিত্রটির জন্য, অপেক্ষা করছেন চূড়ান্ত চিত্রনাট্যের জন্য। আগামী বছরের শেষে শুটিং শুরু করতে চান তাঁরা।

চুল-রঙের মুখ

শর্বরী ওয়াঘ। গোদরেজের হেয়ার কালারের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেন। জাতীয় স্তরে কেশশিল্পীদের সম্মান দিল গোদরেজ প্রফেশনাল স্পটলাইট। তারই গ্র্যান্ড ফিনালেতে এই ঘোষণা করা হল। এদিন শো-স্টপার ছিলেন শর্বরী। তাঁর হাত ধরে ব্যবসা আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে গোদরেজ। নতুন ভূমিকায় এসে শবর্রী বলেছেন, 'এ আমার কাছে বিরাট সম্মান'।

‘বাবার মন্তব্যকে গুরুত্ব দেবেন না’

আচমকা অবসর নিয়ে অনুশোচনা নেই অশ্বীনের

চেন্নাই বিমানবন্দরে নামার পর রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

চেন্নাই, ১৯ ডিসেম্বর : তিনি দেশে ফিরে এসেছেন। কিন্তু তাঁর আচমকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে চমকের ঘোর কাটেনি ক্রিকেট দুনিয়ায়।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন আচমকা কেন এমন সিদ্ধান্ত নিলেন, সিরিজ শেষে কি তিনি অবসরের সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না, তাঁকে কি বাধ্য করা হল অবসরের জন্য? অশ্বীনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ধোঁয়াশা ও জল্পনার শেষ নেই।

এমন অবস্থায় আজ সদ্য প্রাক্তনদের তালিকায় ঢুকে পড়া অশ্বীনের বাবা রবিচন্দ্রন ‘বোমা’ ফাটিয়েছেন। বিস্তর ‘অপমান’ নিয়ে অশ্বীন ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রথম একাদশে সুযোগ না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকেই এমন সিদ্ধান্ত অশ্বীন নিয়েছেন বলে তাঁর দাবি। যদিও তাঁর বাবার মন্তব্য সামনে আসার পর অস্বস্তিতে পড়ে সমাজমাধ্যমে অশ্বীন সবাইকে অনুরোধ করেছেন, বাবার মন্তব্যকে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য। অশ্বীন বলেছেন, ‘আমার বাবা হয়তো সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ততটা প্রশিক্ষিত নয়। ওঁর মন্তব্যকে গুরুত্ব দেবেন না। একা ছেড়ে দিন আমার বাবাকে।’

অশ্বীনের এমন অনুরোধে বাস্তবে কতটা কাজ হয়েছে, স্পষ্ট নয়। কিন্তু একইসঙ্গে আজ ব্রিসবেন থেকে চেন্নাই ফিরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অশ্বীন জানিয়েছেন, অবসর নিয়ে তাঁর

বিমানবন্দরে স্নেহচুম্বনে অশ্বীনকে স্বাগত জানালেন তাঁর বাবা।

মনের মধ্যে কোনও অনুশোচনা নেই। চেন্নাই বিমানবন্দরে অশ্বীনের জন্য আজ তাঁর পরিবারের সদস্যদের পাশে সংবাদমাধ্যম ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সেখানেই অশ্বীন আবেগে ভেসে বলেছেন, ‘বিমানবন্দরে এত মানুষ আমায় স্বাগত জানানোর জন্য হাজির হতে পারেন, ভাবতে পারিনি। আপনারা সবাই আমার আজকের দিনটা অন্যরকম করে দিয়েছেন। সবে নিজের শহরে ফিরলাম। আপাতত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চাই। একটু রিল্যাক্স করতে চাই।’ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের পাশে আইপিএলে খেলা চালিয়ে যাওয়ার কথা গতকালই জানিয়েছিলেন অশ্বীন। আজও তিনি সেই একই স্টান্স বজায় রেখে বলেছেন, ‘বহু বছর ধরে ক্রিকেট খেলছি। ২০১১ সালে যখন আমরা মুম্বইয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিলাম, আজ সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে। আপাতত স্থানীয় ক্রিকেটের পাশে আইপিএলেও খেলা চালিয়ে যাব। দেখা যাক কতদিন ক্রিকেট চালিয়ে যেতে পারি।’

অশ্বীন আর কতদিন ক্রিকেটটা চালিয়ে যেতে পারবেন, কতদিন তাঁর ফিটনেস ঠিক থাকবে- সময় তার জবাব দেবে। তার আগে অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরে আজ অশ্বীন বলেছেন, ‘আপাতত জাতীয় দলের হয়ে আমার কাজ শেষ। অবসর নিয়ে কোনও অনুশোচনা নেই আমার। ক্রিকেট জীবনে বহু ঘটনার সাক্ষী আমি। সাধারণত ঘুমোতে যাওয়ার সময় মাথায় অনেক বিষয় ঘোরে। যেমন উইকেট নেওয়া বা রান করা। শেষ কিছুদিন ধরে এই অনুভূতিটা আসছিল না আমার। তখনই বুঝে গিয়েছিলাম, এবার অবসরের সময় আসছে।’ দীর্ঘ কেরিয়ারে অশ্বীন বহু সাফল্য পেয়েছেন। কিন্তু কখনও জাতীয় দলের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ আসেনি। এব্যাপারেও কোনও আক্ষেপ নেই তাঁর। প্রাক্তন ভারতীয় অফস্পিনারের কথায়, ‘এখন এসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। জাতীয় দলের ক্রিকেটার হিসেবে কাজ শেষ আমার। কোনও আক্ষেপ বা অনুশোচনা নিয়ে অবসর নিইনি। কোনও অনুশোচনা নিয়েও বাকি জীবনটা কাটাতে চাই না আমি।’

বাড়ি ফেরার জন্য গাড়িতে লাগেজ তুলছেন অশ্বীন।

হাইব্রিড মডেলেই সায় আইসিসি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : পাকিস্তান বোল্ড ইন্ডিয়া!

জল্পনার অবসান। বিস্তর আলোচনার পর আজ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি ঘোষণা করে দিল, আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে নির্ধারিত থাকা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হবে হাইব্রিড মডেলেই। আয়োজক দেশ হিসেবে পাকিস্তান খেলবে তাদের ঘরের মাঠেই। কিন্তু রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ হবে নিরপেক্ষ কেন্দ্রে। সম্ভবত দুবাইয়ে। এখানেই শেষ নয়, আজ দুবাইয়ে আইসিসি-র বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ২০২৭ সাল পর্যন্ত যত আইসিসি প্রতিযোগিতা রয়েছে, তার সবগুলিতেই পাকিস্তান ভারতের মাটিতে খেলতে হাজির হবে না। আর ভারতীয় দলের পাকিস্তানে যাওয়ার প্রশ্নই নেই।

হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হলে পাকিস্তান তা মানবে না বলে আগে জানিয়েছিল। কিন্তু বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে মহসিন নাকভিদের দাবি ধোপে টিকল না। পিছু হটতে হল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে। বাস্তবে হাইব্রিড মডেল ছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের বিকল্প কোনও রাস্তা ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে আজ ভারতের শর্তে রাজি হতে হল পাকিস্তানকে। ইমরান খানের দেশের তরফে আগামী তিন বছর আইসিসি প্রতিযোগিতার আসরে ভারতে খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তকে ‘জয়’ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আইসিসি-র এক প্রতিনিধি নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন, ‘পাকিস্তান যদি হাইব্রিড মডেল মেনে না নিত, তাহলে ওদের বাদ দিয়েই প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্যও তৈরি ছিল ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। পাকিস্তান সেটা বুঝে যাওয়ার পরই হাইব্রিড মডেল মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।’ এদিকে, হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে দীর্ঘ টালবাহানার কারণেই প্রতিযোগিতার সূচি এখনও প্রকাশিত হয়নি। জানা গিয়েছে, আগামী দুই-তিনদিনের মধ্যেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি সামনে আসবে। বড় অঘটন না হলে দুবাইয়ে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাক মহারণ হতে চলেছে।

> “ পাকিস্তান যদি হাইব্রিড মডেল মেনে না নিত, তাহলে ওদের বাদ দিয়েই প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্যও তৈরি ছিল ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। পাকিস্তান সেটা বুঝে যাওয়ার পরই হাইব্রিড মডেল মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।
>
> **আইসিসি-র কর্তা**

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

ঝোড়ো অর্ধশতরানের পথে রিচা ঘোষ। বৃহস্পতিবার।

রিচার রেকর্ডে সিরিজ স্মৃতিদের

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর : বিস্ফোরক ফিনিশার হিসেবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে সুনাম রয়েছে শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষের। বৃহস্পতিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি২০-তে তো তিনি বিশ্বরেকর্ডেই ভাগ বসালেন। ১৮ বলে ৫০-এর গণ্ডি টপকে টি২০ আন্তর্জাতিকে যুগ্মভাবে দ্রুততম অর্ধশতরানের মালকিন হয়ে গেলেন রিচা (২১ বলে অপরাজিত ৫৪)। এর আগে রিচার সমান বল খেলে অর্ধশতরান করেছিলেন নিউজিল্যান্ডের সোফি ডিভাইন ও অস্ট্রেলিয়ার ফোবি লিচফিল্ড। রিচার তাণ্ডবে ভর করেই ক্যারিবিয়ানদের ৬০ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতল ভারত।

গত ম্যাচেও রিচার ব্যাট থেকে কার্যকরী ইনিংস এসেছিল। তবে অর্ধশতরানে তাঁর জন্য মঞ্চ সাজিয়ে দিয়েছিলেন স্টপগ্যাপ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা। এদিনও স্মৃতি-রিচার কম্বিনেশন ক্লিক করে যায়। জেমিমা রডরিগেজকে (৩৯) নিয়ে ভারতের বড় রানের ভিত গড়ে দেন স্মৃতি (৪৭ বলে ৭৭)। যার উপর দাঁড়িয়ে রীতিমতো তাণ্ডব চালালেন রিচা। ইনিংসের ৩২ বল বাকি থাকতে মাঠে নামেন তিনি। রিচা খাতাই খোলেন দিয়ান্দ্রা ডোটিনকে ছয়, চার মেরে। বাকি সময়টাতে গ্রাউন্ড শটের বদলে মাঠের বাইরেই বল ফেলতে বেশি আগ্রহী ছিলেন রিচা। ৩টি চার ও ৫টি বিরাট ছক্কায় সাজানো ইনিংস সেটার প্রমাণ। রিচার তাণ্ডবে ভারত ২১৭/৪ স্কোরে পৌঁছে যায়। যা মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে ভারতের সর্বাধিক রান।

রানতাড়ায় নেমে রাধা যাদবের (২৯/৪) স্পিন সামলাতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তারা ১৫৭/৯ স্কোরে আটকে যায়।

অনুশীলনে মুকেশ, প্রথম ম্যাচে নেই সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : তাঁকে নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। তাঁর ফিটনেস নিয়ে রোজই চলছে চর্চা।

ব্রিসবেন টেস্ট ড্র হয়ে যাওয়ার পর গতকাল ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, মহম্মদ সামিকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। সামির ফিটনেস সংক্রান্ত সমস্যা এখনও রয়েছে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে অংশ নেওয়ার জন্য সামি যে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছেন না, গতকাল রোহিতের প্রতিক্রিয়াতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আজ সামনে এসেছে আরও চমকপ্রদ তথ্য। জানা গিয়েছে, সামি এখনও বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতেই রয়েছেন। বিজয় হাজারে ট্রফি খেলার জন্য হায়দরাবাদে বাংলা শিবিরে যোগ দেননি তিনি। উপ্পলের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ সকালে ঘণ্টা তিনেক অনুশীলন করেছে বাংলা দল। পাটনা থেকে গতকাল রাতেই হায়দরাবাদ পৌঁছে বাংলার ক্রিকেট সংসারে ঢুকে পড়েছেন মুকেশ কুমার। আজ বাংলার নেটে প্রায় চল্লিশ মিনিট টানা বোলিংও করেছেন তিনি। কিন্তু সামি নিয়ে তৈরি হয়েছে নয়া ধোঁয়াশা। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বিকেলের দিকে বলছিলেন, ‘সামিকে প্রথম ম্যাচে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। ও এখনও হায়দরাবাদে হাজির হয়নি। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রয়েছে। জানি না কবে হায়দরাবাদ আসবে ও।’ উল্লেখ্য, শনিবার দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির অভিযান শুরু করছে বাংলা।

বিজয় হাজারে ট্রফি

> “ সামিকে প্রথম ম্যাচে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। ও এখনও হায়দরাবাদে হাজির হয়নি। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রয়েছে। জানি না কবে হায়দরাবাদ আসবে ও।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

মেলবোর্নে ভারত, বিতর্কে বিরাট

মেলবোর্ন, ১৯ ডিসেম্বর : কাঁটে কা টক্কর!

সিরিজের ফল আপাতত ১-১। ব্রিসবেন টেস্টে চরম বেকায়দায় পড়ার পরও বৃষ্টির সুবাদে মানরক্ষা হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির তিন নম্বর টেস্ট শুরু হবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর।

মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টের লক্ষ্যে আজই ব্রিসবেন থেকে মেলবোর্নে পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। পৌঁছাল বিরাট বিতর্ক সঙ্গী করে। সৌজন্যে বিরাট কোহলি। আজ মেলবোর্ন বিমানবন্দরে পা রাখার পর ভারতীয় ক্রিকেটাররা দেখেন তাঁদের ছবি তোলার জন্য সেখানকার চিত্র সাংবাদিকরা হাজির হয়েছেন। বিমানবন্দর থেকে একে একে ক্রিকেটারদের বেরিয়ে আসার ছবি তোলার সময়ই ঘটে যায় বিপত্তি।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক কোহলির সঙ্গে রয়েছে তাঁর পরিবার। স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা যখন তাঁদের দুই সন্তান ভামিকা ও অকায়কে সঙ্গে নিয়ে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন অজি চিত্র সাংবাদিকরা তাঁদের ছবি তোলেন। যা দেখে

চিত্র সাংবাদিকরা মেলবোর্ন বিমানবন্দরে বিরাট কোহলির সন্তানদের ছবি তুলতে চেয়েছিলেন। যা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কোহলি।

চিত্র সাংবাদিকদের ছবি না তোলার অনুরোধ করেন কোহলি। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের অনুরোধ শুনতে রাজি হননি তাঁরা। ফলে বিরাটের সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায় অজি চিত্র সাংবাদিকদের। পরে টিম ইন্ডিয়ার কয়েকজন সাপোর্ট স্টাফ ও স্থানীয় পুলিশের হস্তক্ষেপে অজি চিত্র সাংবাদিকরা বিরাট-অনুষ্কার পুত্র-কন্যার ছবি ডিলিট করেন। ততক্ষণে কোহলি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন।

বিরাটের এই ক্ষোভ এমসিজি-তে প্যাট কামিন্সদের উপর রানের বন্যা হিসেবে হাজির হয় কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে এমন ঘটনা হজম করতে পারেননি কোহলি সহ ভারতীয় দলের বাকিরাও। কন্যা ভামিকা ও পুত্র অকায়ের ছবি এখনও সমাজমাধ্যমে দেননি বিরাট-অনুষ্কা। এটা তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। অজি চিত্র সাংবাদিকরা সেব্যাপারে অবহিত ছিলেন কি না, কারও কাছেই স্পষ্ট নয়। কিন্তু ঘটনার অভিঘাতে রীতিমতো ক্ষোভ তৈরি হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে। এই ক্ষোভ মিটতে পারে এমসিজিতে টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্সের মাধ্যমেই।

আগামীকাল থেকে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুশীলন রয়েছে ভারতীয় দলের। সেই অনুশীলনের আসর থেকেই বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির বাকি থাকা দুই টেস্টের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। বাকি থাকা জোড়া টেস্টে জিততে পারলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ছাড়পত্র মিলতে পারে রোহিত শর্মার ভারতের। তার আগে গাব্বায় ড্র টেস্ট থেকে জসপ্রীত বুমরাহ-আকাশ দীপের ব্যাটে ফলোঅন বাঁচানোর আত্মবিশ্বাসের পাশে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে টিম ইন্ডিয়ার বোলারদের দাপট রোহিত শর্মাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। ছন্দে ফেরার সেই আত্মবিশ্বাস এমসিজি-তে বক্সিং ডে টেস্টে কীভাবে কাজে লাগাতে পারেন রোহিত-বিরাটরা, সেটাই এখন দেখার।

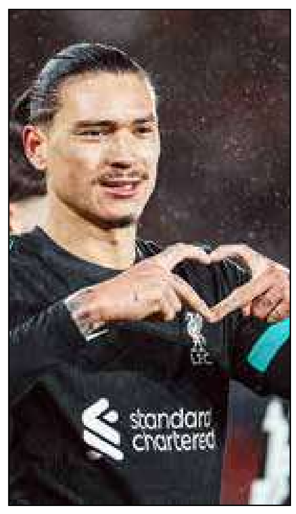

গোলের পর লিভারপুলের ডারউইন নুনেজ।

শেষ চারে আর্সেনাল, লিভারপুল

লন্ডন, ১৯ ডিসেম্বর : কারাবাও কাপের শেষ চারে উঠল আর্সেনাল। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩-২ গোলে হারিয়েছে ক্রিস্টাল প্যালেসকে। গানার্সদের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা গ্যাব্রিয়েল জেসুস। ক্রিস্টালের হয়ে গোল করেন ফিলিপ মাটেটা ও এডি এনকেইটা। পাশাপাশি অপর কোয়ার্টার ফাইনালে লিভারপুল ২-১ গোলে হারিয়েছে সাদাম্পটনকে। অল রেডসের হয়ে গোল দুটি করেন ডারউইন নুনেজ ও হার্ভে এলিয়ট। সাদাম্পটনের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন ক্যামেরন আর্চার।

ওয়াংখেড়ের ৫০ পূর্তি উদযাপন

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর : ১৯৭৪ সালে তৈরি হওয়া ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চলেছে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। যা শুরু হবে আগামী বছরের ১২ জানুয়ারি থেকে। চলবে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ক্রিকেটের একাধিক নক্ষত্র। এমসিএ’র সভাপতি অজিঙ্কা নায়েক বলেছেন, ‘ওয়াংখেড়ে জাতির গর্ব। অসংখ্য ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ওয়াংখেড়ের এই সফর উদযাপন করা হবে।’ অনলাইনে টিকিট কেটে ক্রিকেট ভক্তরা ১৯ তারিখের অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে পারবেন।

অশ্বীনের সম্মান প্রাপ্য ছিল, বলছেন কপিল

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : গাব্বায় ফয়সালাহীন টেস্টের সবথেকে চর্চিত বিষয় এখন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। টেস্টের পরই সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বোমা ফাটান ভারতীয় অফস্পিনার। তারপর ড্রেসিংরুমে ছোট্ট বিদায়ি বার্তার পর বুধবারই উঠে পড়েন চেন্নাইগামী বিমানে। অশ্বীনের অবসরের সিদ্ধান্তের পরই শুরু হয় বিতর্ক। প্রাক্তনদের মধ্যে কেউ বলছেন অশ্বীনের অন্তত ফেয়ারওয়েল ম্যাচ প্রাপ্য ছিল। কারও আবার মত সিরিজ শেষেই অবসর নিতে পারতেন অশ্বীন। কারণ, মেলবোর্ন ও সিডনিতে শেষ দুই টেস্টে অপেক্ষাকৃত স্পিন সহায়ক উইকেটে অশ্বীনকে প্রয়োজন হতই। প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক কপিল দেব জানিয়েছেন, তিনি অধিনায়ক হলে ব্যাপারটা অন্যরকম হত। অশ্বীনকে সিরিজ শেষপর্যন্ত অপেক্ষায় রাজি করাতেন তিনি। কপিল বলেছেন, ‘আমি যদি অধিনায়ক হতাম ওকে এভাবে যেতে দিতাম না। ওর আরও সম্মান প্রাপ্য ছিল।’

এই বিতর্কের মধ্যে মুখ খুলেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার বাসিত আলি। তিনি টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলির প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। তাঁর মন্তব্য, ‘আমি নিশ্চিত কোহলি অধিনায়ক হলে অশ্বীনকে অবসর নিতে দিত না। ওকে নিশ্চয়ই বলত দুই ম্যাচ পরে অবসর নিও। কারণ, সিডনিতে ওকে লাগত।’

এদিকে, জসপ্রীত বুমরাহর মধ্যে ডানহাতি ওয়াসিম আক্রামকে খুঁজে পাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক জাস্টিন ল্যাঙ্গার। বলেছেন, ‘আমি এখন ক্রিকেট খেললে কখনই বুমরাহর মুখোমুখি হতে চাইতাম না। ওয়াসিম আক্রামের ডানহাতি সংস্করণ হল বুমরাহ। আমাকে অনেকবারই জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন বোলারকে খেলতে আমার সবচেয়ে সমস্যা হয়েছিল। আমি বরবারই আক্রামের নাম বলেছি। এখন খেললে বুমরাহর নাম বলতাম। বুমরাহ কমপ্লিট প্যাকেজ। পেস, বাউন্স, ইয়র্কার দেওয়ার ক্ষমতা সব রয়েছে ওর হাতে।’

জোশের না থাকা দায়িত্ব বাড়াবে : কামিন্স

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি থেকে ছিটকে গিয়ে হতাশ হ্যাজেলউড

মেলবোর্নেও প্যাট কামিন্সকে নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে ভারতীয় দলকে।

মেলবোর্ন, ১৯ ডিসেম্বর : কাফ মাসলে চোটের জন্য চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে আর দেখা যাবে না জোশ হ্যাজেলউডকে। ফলে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স জানেন, মেলবোর্ন ও সিডনিতে মিচেল স্টার্ক এবং তাঁকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। কামিন্সের আশা, সিরিজের বাকি দুই টেস্টেও স্টার্কের সঙ্গে অজি পেস অ্যাটাককে নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

২৬ ডিসেম্বর থেকে সিরিজের চতুর্থ টেস্ট শুরু হবে। বক্সিং ডে টেস্টের প্রস্তুতি শুরুর আগে কামিন্স বলেছেন, ‘কোনও কিছুই নিশ্চিত নয়। তবে এখনও পর্যন্ত আমি ও স্টার্ক ১০০ শতাংশ ফিট আছি। আশা করছি, সিরিজের বাকি দুই টেস্টেও আমাদের বোলিং করতে কোনও সমস্যা হবে না। অ্যাডিলেড টেস্টের পর দিন সাতেকের বিশ্রাম পেয়েছিলাম। তাই ব্রিসবেনে কোনও সমস্যা হয়নি। গাব্বায় টেস্টের মাঝে একাধিকবার বৃষ্টির বিরতি আখেরে আমাদের তরতাজা থাকতে সাহায্য করেছে।’ চলতি সিরিজের জোড়া ম্যাচে জয় না পেলে ডব্লিউটিসি-র ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করার জন্য শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের অ্যাওয়ে সিরিজে অন্তত একটি ম্যাচ অজিদের জিততেই হবে। গলে প্রথম টেস্ট শুরু ২৯ জানুয়ারি। শ্রীলঙ্কা সফরে ফিট হ্যাজেলউডকে পাওয়ার আশায় রয়েছে অজি ম্যানেজমেন্ট।

সাইড স্ট্রেনের কারণে অ্যাডিলেডে নামতে পারেননি। এবার পুরো সিরিজ থেকেই ছিটকে গিয়ে হ্যাজেলউড হতাশ হয়ে পড়েছেন। বৃহস্পতিবার এই প্রসঙ্গে জোশ বলেছেন, ‘খুবই হতাশাজনক ঘটনা। কাফ মাসল, সাইড স্ট্রেন চোট গত চার বছর ধরে বারবার ভুগিয়েছে আমাকে। চলতি সিরিজের জন্য নিজেকে পুরোপুরি তৈরি করেছিলাম। জিমে সময় কাটিয়েছি। তারপরও এভাবে ছিটকে যাওয়ায় খারাপ লাগছে।’

ছেলে অগস্ত্যর সঙ্গে খোশমেজাজে হার্দিক পান্ডিয়া।

ক্লাব ফুটবল উপভোগ করছেন সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : এই চল্লিশেও তিনি হ্যাটট্রিক করেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, পারতেন নাকি জাতীয় দলকে এখনও নিজের কাঁধে বয়ে নিতে যেতে?

সুনীল ছেত্রী অবশ্য শুধুই ফুটবলকে উপভোগ করছেন এখন। অবসর নিয়ে তাঁর কোনও আক্ষেপ নেই। বরং বলতে পারেন, ‘এই বেশ ভালো আছি।’ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে এসে এবং সম্প্রতি সংবাদসংস্থার সামনে একই কথা উঠে এসেছে তাঁর মুখে, ‘জানি, সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি আছে যে আমি কেন জাতীয় দলের থেকে অবসর নিলাম। মানুষের আবেগটা আমি বুঝি। শারীরিকভাবেও আমি ভালো জায়গাতেই আছি কিন্তু এটাও ঘটনা যে একটা বিশাল মাপের দলের আমি একটা ছোট্ট অংশ ছিলাম। এখন খুব শান্তিতে এবং আনন্দে আছি। মাথা ঠান্ডা থাকে। মানুষকে অনেকবেশি বুঝতে পারি। বলতে পারেন, আমি এখন আগে নিজের থেকেও বেশি দলের ফুটবলার।’ অর্থাৎ শুধুই ক্লাব ফুটবল উপভোগ করছেন তিনি। কেন একথা বলছেন, তার ব্যাখ্যাও দেন সুনীল, ‘অধিনায়ক হওয়ার আগে আমি শুধুই নিজের কথা ভাবতাম, অত্যন্ত স্বার্থপর ছিলাম। কিন্তু অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে সেটা দলের ভাবনায় পরিণত হল। নিজের আচরণ, দলের ধ্যানধারণায়, সবকিছুতে। আর এই পরিবর্তনটা মানুষ হিসাবে আমাকে সাহায্য করেছে।’ সবসময় মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে পেরে তিনি যে ধন্য, একথাও বলেন সুনীল।

তবে এই মরশুমই তাঁর ক্লাবস্তরেও শেষ কি না তা অবশ্য পরিষ্কার করেননি।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জয়ের ট্রফি নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপে, রডরিগো, ভিনিসিয়াস জুনিয়ার ও জুডে বেলিংহাম।

চ্যাম্পিয়ন রিয়াল

দোহা, ১৯ ডিসেম্বর : ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে চ্যাম্পিয়ন হল রিয়াল মাদ্রিদ। বুধবার তারা ফাইনালে ৩-০ গোলে হারাল মেক্সিকান ক্লাব পাচুকাকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে তারা। ম্যাচের ৩৭ মিনিটে গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন কিলিয়ান এমবাপে। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৩ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান রডরিগো। ৮৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে পাচুকার কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

বুধবার রিয়াল কোচ হিসেবে একটি অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। ইন্টারকন্টিনেন্টাল ট্রফি জেতার পর তিনি এখন লস ব্লাঙ্কোসদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ট্রফি জয়ী কোচ। এই নিয়ে ম্যাচের পর আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'আমি গর্ব অনুভব করছি। রিয়াব মাদ্রিদ পৃথিবীর সেরা ক্লাব। এখানে কোচিং করানোর স্বপ্ন সবার থাকে।' তিনি আরও যোগ করেন, '২০২৪ সালটা খুব ভালোভাবে শেষ করলাম। আরও আত্মবিশ্বাস নিয়ে ২০২৫ সালটা শুরু করব।'

E-TENDER NOTICE
DALSINGPARA GRAM PANCHAYAT, KALCHINI
E-Tender are hereby invited from the eligible contractors as Specified in the detailed reference e-Tender No:- E03/DGP/2024-25 (2024_ZPHD_787208_01 to 03) Date : 19/12/2024. Date & Time of submission of Bids:- 19/12/2024 to 30/12/2024 17.00 hrs.
For details please see website **www.wbtenders.gov.in/GP** Notice Board.
Sd/- Pradhan
Dalsingpara Gram Panchayat

ভালো খেলে জয় চায় বাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : শুরুতে নড়বড়ে ভাব থাকলেও এই মুহূর্তে ধারাবাহিকতায় অবশ্যই টক্কর দেবে এফসি গোয়া। সেদিক থেকে দেখতে গেলে শুক্রবারের গোয়া-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট দ্বৈরথ নিশ্চিতভাবেই আইএসএলের অন্যতম সেরা দুই দলের লড়াই।

লিগ-শিল্ডের লড়াইয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলেও তাড়া করে আসা দলগুলির মধ্যে রয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি ও গোয়াও। যার মধ্যে সুনীল ছেত্রীদের বিরুদ্ধে হারের পর অবশ্য এখন টানা আট ম্যাচ অপরাজিত মোহনবাগান। আর সেটাই তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। আর এর জন্য কোচ-ফুটবলারদের দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে চেন্নাইয়ান এফসি এবং কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে। দুই ম্যাচেই শেষ পাঁচ মিনিটে খেলার ভোলবদল করে তিন পয়েন্ট অর্জন করেছেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট-আলবার্তো রডরিগেজরা। গোয়ার কোচ মানোলো মার্কুয়েজ বলছেন, তাঁর দল লিগের সবথেকে শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে নিজেদের মাঠে নামতে চলেছে। তাঁর মন্তব্য, 'সবথেকে শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলতে হবে আমাদের। দলে একাধিক জাতীয় দলের ফুটবলার ছাড়াও আছে সেরা বিদেশিরা। তাই জিততে গেলে আমাদের খুবই লড়তে হবে।'

কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা পরিষ্কার জানাচ্ছেন, তাঁর দলের মনোভাব বদলের কোনও সম্ভাবনাই নেই। ওখানকার গরমের সঙ্গে মানিয়ে নিতে এবার গোয়ায় গিয়ে পরপর দুইদিন অনুশীলন করলেন জেসন কামিন্সরা। দলের লক্ষ্য সম্পর্কে মোলিনার মন্তব্য, 'ভালো খেলা, যথাসম্ভব গোল করা ও কম গোল খাওয়া, এই তিনটি জিনিসই আমি ছেলেদের থেকে একসঙ্গে চাই। হয়তো সেরা খেলা না খেলেও ম্যাচ জিতেছি। কারণ আমাদের দল শক্তিশালী। ছেলেদের মধ্যে বোঝাপড়া ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দুটিই আছে। কিন্তু সেটা আমার পছন্দ নয়। আমি চাই দল ভালো খেলে জিতুক।' তিনি যেটা বারবারই বলেন, গোয়াতে গিয়েও সেটাই বলছেন যে তাঁর কাছে শুক্রবারের ম্যাচটাই এখন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বক্তব্য, 'অবশ্যই শিল্ড জয়ের চেষ্টা থাকবে আমাদের। তার জন্য ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। তবে আপাতত আমাদের লক্ষ্য শুধু শুক্রবারের ম্যাচ। আশা করি গোয়ার বিপক্ষেও ভালো খেলে দল জিতবে।'

দলের সঙ্গে গেলেও স্টুয়ার্ট এই ম্যাচেও নেই। তবে মোলিনার দলে এইমুহূর্তে সুপার সাব হয়ে প্রায় প্রতি ম্যাচেই বাজিমাত করছেন জেসন কামিংস। কোচের বক্তব্য, 'সবাইকে একসঙ্গে মাঠে নামানো তো সম্ভব নয়। ফুটবলাররা আমার সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমার বেঞ্চ শক্তিশালী। এটা আমার সুবিধা। পরে নেমে জেসন, আশিক কুরুনিয়ান, গ্রেগরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, এটা আমার জন্য ভালো।' নিজের ঘরের মাটিতে ভালো খেলতে চান লিস্টন কোলাসো। গোয়ান এই উইঙ্গারের বক্তব্য, 'নিজেদের রাজ্যের মানুষের সামনে খেলার অনুভূতি সবসময়ই স্পেশাল। আপাতত মোহনবাগানই আমার নিজের দল। আমাদের আসল লক্ষ্য শিল্ড ধরে রাখা। সঠিক পথেই এখনও পর্যন্ত আছি আমরা। আশা করছি, শুক্রবারও তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ব।'

সেটা পারবেন কিনা তা সময়ই বলবে। তবে আইএসএলে গত চার বছরের রেকর্ড বলছে, অ্যাডভান্টেজ মোহনবাগান।

আইএসএলে আজ

এফসি গোয়া বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : গোয়া
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

এফসি গোয়া ম্যাচের প্রস্তুতিতে জেসন কামিংস। বৃহস্পতিবার।

ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে অনুপস্থিত মহেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার থেকে জামশেদপুর ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। এদিন অনুশীলনে অনুপস্থিত ছিলেন নাওরেম মহেশ সিং। তবে তিনি সুস্থ রয়েছেন। মহেশ শুক্রবার থেকে অনুশীলনে যোগ দিতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন পাঞ্জাব ম্যাচে খেলা ফুটবলাররা রিকভারি সেশনেই ব্যস্ত ছিলেন বেশিরভাগ সময়। যদিও বাকি ফুটবলরাদের অনুশীলন করালেন অস্কার।

অনুশীলনে শুরুর দিকে গ্রিক স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস সাইডলাইনে থাকলেও পরের দিকে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেন। তিনি জামশেদপুর ম্যাচে দলে ফিরতে পারেন। তবে আরেক বিদেশি হেক্টর প্রায় পুরো সময়টাই সাইডলাইনে কাটালেন। তবে অনুশীলনের পর তিনি অবশ্য জানিয়ে গেলেন, জামশেদপুর ম্যাচ খেলতে কোনও অসুবিধা নেই।

এদিকে, বৃহস্পতিবার ক্লাবের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, মাদিহ তালাল বাকি মরশুমে খেলতে পারবেন না। ফলে আসন্ন ট্রান্সফার উইন্ডোতে তাঁর বিকল্প ফুটবলার খোঁজ শুরু করে দিয়েছেন লাল-হলুদ কর্তারা। এদিন এই বিষয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকর্তা ও বিনিয়োগকারী কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

বেতন সমস্যায় জেরবার মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বেতন সমস্যা ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠেছে সাদা-কালো শিবিরে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের একাধিক ফুটবলারের দুই থেকে তিন মাসের বেতন বাকি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন ট্রান্সফার উইন্ডোতে ক্লাব ছাড়তে চাইছেন বেশ কয়েকজন ফুটবলার। সব মিলিয়ে প্রবল সমস্যায় রেড রোডের ক্লাবটি।

বৃহস্পতিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রায় ঘণ্টাদুয়েক অনুশীলন করে মহমেডান। সমস্যায় জর্জরিত থাকলেও কেরালা ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছেন কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। তিনি বলেছেন, 'এই পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে আমাদের একটা জয়ের প্রয়োজন। একটা ম্যাচ জিততে পারলে আমরা ছন্দে ফিরব বলেই আশাবাদী।'

অ্যাপোলো বিশেষজ্ঞদের থেকে পরামর্শ নিন
Apollo HOSPITALS

নেফ্রোলজি ক্লিনিক
ডাঃ এম রঞ্জনী
এমডি (জেনারেল মেডিসিন), ডিএম (নেফ্রোলজি)
নেফ্রোলজি সংক্রান্ত পরামর্শদাতা
অ্যাপোলো হসপিটালস চেন্নাই
প্রস্রাবে অসংযমতা, ব্লাডারে অসুবিধা, ইউরিয়া এবং ক্রিয়েটিনিনের উচ্চমাত্রা, দুরারোগ্য রেনাল ব্যর্থতা, কিডনিতে অসুবিধা, গভীর রেনাল ব্যর্থতা, রেনাল প্রতিস্থাপন, ডায়ালিসিসের রোগী, মূত্রনালিতে সংক্রমণের হেতু পরামর্শ নিন এবং অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক নথিপত্রের সঙ্গে নিজেদের নাম নিবন্ধীকরণ করুন।

গ্যাসট্রোএনটারোলজি ক্লিনিক
ডাঃ আদিত্য শাহ
এমবিবিএস, এমডি (জেনারেল মেডিসিন)
(মেডিকেল গ্যাসট্রোএনটারোলজি বিভাগের পরামর্শদাতা)
অ্যাপোলো ক্যানসার সেন্টার, টেয়নামপেট, চেন্নাই
লিভার, পিত্তথলি, অগ্ন্যাশয়, পেট, খাদ্যনালি/গ্রাসনালি, অন্ত্র, কোলন রেক্টাম সম্পর্কিত রোগের জন্য পরামর্শ নিন।

তারিখ এবং সময়	স্থান
সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা রবিবার ২২শে ডিসেম্বর ২০২৪	অ্যাপোলো হসপিটালস (চেন্নাই) তথ্য প্রদান কেন্দ্র, হলদিবাড়ি, নিউ মনোরমা ফার্মাসি, হলদিবাড়ি বাজার (ট্রাফিক মোড়ের নিকট) পিন-৭৩৫১২২

অ্যাপয়েন্টমেন্ট ও নিবন্ধীকরণের জন্য দয়া করে কল করুন :
9932992707 / 9614827525 / 8016699093